সামবেদ-সংহিতা।

পবমানাদি পর্ব।

(৬ষ্ঠ)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাত-সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-নগরস্থে
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
[illegible]

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—দশমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং॥১॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১র ৩ ১ ২
অক্রান্ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মং জনয়ন্
৩ ১র ২র ৩ ২
প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎ
২র ৩ ১র ২র
সোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ॥১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভুবনস্য' (ত্রিলোকস্য, বিশ্বস্য) 'বিধর্ম্মন্' (ধারয়ন, ধারণকারী) 'গোপাঃ' (রক্ষকঃ, দেবঃ—সর্ব্বস্য ইতি যাবৎ) 'প্রজাঃ' (লোকান্) 'জনয়ন্' (জনয়তি, সৃজতি); 'প্রথমে' (প্রথমে অগ্রতঃ, আদিভূতঃ) 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবদসীমঃ) সঃ 'অক্রান্' (সর্ব্বং অতিক্রাময়তি,

সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ ভগবান্ বিশ্বং সৃজতি রক্ষতি চ—ইতি ভাবঃ; 'অধিসানঃ' (অভিষিচ্যমানঃ; বর্ষণশীলঃ, কামনাপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বানঃ' (অভিষূয়মাণঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অদ্রিঃ' (পাপনাশায় পাষাণবৎকঠোরঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বৃহৎ' (মহান্) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অব্যে' (জ্ঞানযুক্তে) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'বাবৃধে' (বর্দ্ধয়তি); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রহৃদয়ে বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ উপজায়তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—১খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের ধারণকারী সকলের রক্ষক দেবতা লোকদিগকে সৃজন করেন; আদিভূত সমুদ্রবদসীম তিনি সমস্তকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন; (ভাব এই যে, সকলের অধিপতি ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করেন); কামনাপূরক, বিশুদ্ধ, পাপনাশে পাষাণবৎ কঠোর, অভীষ্টবর্ষক, মহান্ সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত পবিত্রহৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়) ॥ (১০অ—১খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমুদ্রঃ'। যস্মাদাপঃ সমুদ্রবন্তি স সমুদ্রঃ। অপাং বর্ষকঃ, 'গোপাঃ' স্বামিত্বেন সর্ব্বস্য রক্ষকঃ সোমঃ 'প্রথমে' বিস্তৃতে 'ভুবনস্য' উদকস্য 'বি ধর্ম্মন্' বিধারকেঽন্তরিক্ষে প্রজাঃ 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ 'অক্রান্' সর্ব্বমতিক্রামতি। ক্রমস্তেলুঁঙি তিপীড়ভাবে বৃদ্ধৌ চ কৃতায়াং সিজ্‌লোপে মকারস্য 'মোনোধাতোঃ (৮।২।৬৪)'—ইতি নকারে রূপং। 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা, 'স্বানঃ' অভিষূয়মাণঃ, 'অদ্রিঃ' আদরণশীলঃ, 'সঃ' সোমঃ অধিকং 'সানৌ' সমুচ্ছ্রিতে অবিস্তবে পবিত্রে 'বৃহৎ' প্রভূতং 'বাবৃধে' বর্দ্ধতে। 'গোপাঃ'—'রাজা'—ইতি পাঠৌ, 'অদ্রিঃ'—'ইন্দুঃ'—ইতি চ। (১০অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

——•:§※§:•——

এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন আছে। তিনি বিশ্ব সৃজন করেন, এবং এই বিশ্ব তাঁহাতেই বিধৃত আছে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তিনি অনন্ত। জগতে এমন কিছু নাই যাহার সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে—তিনি অতুলনীয়। তাঁহা হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এই

পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই প্রতিরূপ। অনন্ত অসীম তিনি—এই দৃশ্য বিশ্বের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সত্বভাবলাভের উপায় বিবৃত হইয়াছে। সেই উপায়—হৃদয়ের পবিত্রতা। হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হয়। সেই সত্ত্বভাব মানুষের পরম অভীষ্ট প্রদান করে। মানবের চরম কাম্য বস্তু মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয় এই সত্ত্বভাবের প্রভাবে। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্ত্বভাবেরই মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন আছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অনেক পদেরই কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, এবং যে সকল পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ। নিরুক্তকার যাস্ক এবং বিবরণকার প্রত্যেকেই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমরা অনেক স্থলেই বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। (১০অ ১খ ১সূ -১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১　২　৩ ২ ৩ ২　৩　১ ২　　৩
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে নো

১　২　৩ ১র ২র　৩ ১ ২
মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।

২　৩　২　৩　১ ২ ৩　১　২　৩ ২উ
মৎসি শর্দ্ধো মারুতং মৎসি দেবান্

৩　১ ২　৩ ১　২
মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে সত্ত্বভাব! অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইষ্টয়ে' (অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং, অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বায়ুং' (বায়ুদেবং, আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'মৎসি' (মাদয়, তৃপ্তং কুরু); 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রভূতঃ তথা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবমমণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের চত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫দ—৬খ –৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

অভীষ্টবর্ষকঃ দেবৌ) 'মৎসি' (আনন্দং প্রযচ্ছ, তর্পয়); 'মারুতং শর্দ্ধঃ' (বিবেকদেবস্য বলং, বিবেকশক্তিং) 'মৎসি' (মাদয়, উদ্বোধয় ইত্যর্থঃ) তথা 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'মৎসি' (মাদয়, সঞ্জীবিতান্ কুরু); হে 'দেব'! 'রাধসে' (পরমধনলাভায়) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকস্থিতান্ সর্ব্বান্ ইতি ভাবঃ) 'মৎসি' (মাদয়, পরমানন্দং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদিস্থিতেন সত্ত্বভাবেন বয়ং দেবত্বং লভেম—মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম; সর্ব্বে জীবাঃ পরমানন্দং লভন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদয়স্থিত হে সত্ত্বভাব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তির জন্য আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে তৃপ্ত কর; মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ষক দেবদ্বয়কে তর্পণ কর; বিবেকশক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর; এবং দেবভাবসমূহকে সঞ্জীবিত কর; হে দেব! পরমধনলাভের জন্য দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকলকে পরমানন্দ প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন দেবত্ব লাভ করি—মোক্ষপ্রাপ্ত হই; সকলজীব পরমানন্দলাভ করুক।) ॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম। ত্বং বায়ুং 'মৎসি' মাদয়। কিমর্থং? 'নঃ' অস্মাকং 'ইষয়ে' এষণীয়ায় অন্নায় 'রাধসে' ধনায় চ। তথা পবিত্রেণ পূয়মানস্ত্বং 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ চ 'মৎসি' তর্পয়সি। কিঞ্চ 'মারুতং' মরুতাং স্বভূতং শর্দ্ধো বলঞ্চ মৎসি। তথা 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'মৎসি' হর্ষয়। হে 'দেব' স্তোতব্য! হে সোম! 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' চ 'মৎসি' মাদয়। এতান্ হর্ষযুক্তান্ কৃত্বা অস্মভ্যং ধনং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'রাধসেনঃ' - 'রাধসেচ'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১২৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর; মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত কর। মরুৎগণের দলকে মত্ত কর; হে সোমদেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোকে মত্ত কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক অর্থাৎ সোমরস সম্বন্ধীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সমস্ত দেবতা তোমাকে পান করিয়া মত্ত হউন, দ্যুলোকভূলোকের

অর্থাৎ সমস্ত জীবের মত্ততা উৎপন্ন হউক। সোমরসের প্রভাবে সকলে মাতাল হইয়া যাউক, সমগ্রবিশ্ব সোমরসে ডুবিয়া যাউক! প্রার্থনাটা নিতান্ত মন্দ নয়। সমস্ত লোক মাতাল হউক,—এরূপ প্রার্থনা খুব অধঃপতিত মাতালের মুখ দিয়াও সম্ভবতঃ বাহির হইবে না। সমস্ত দেবতাকে ছাড়াইয়া একেবারে দ্যুলোকভূলোকবাসী সকলের জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে! যাহা হউক, আমরা যে অর্থে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহার আলোচনা করা যাউক।

'সোম' অথবা শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিসের প্রার্থনা? সমস্ত দেবতাকে আনন্দিত, তৃপ্ত করিবার জন্ত। তাহার উদ্দেশ্য কি? 'ইষ্টয়ে', অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত। সেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে কিরূপে? তাহার উত্তর এই প্রার্থনার মধ্যেই নিহিত আছে।

ভগবান্ এক, বহু তাঁহারই অভিব্যক্তি-মাত্র। সেই বহুকেই এই মন্ত্রের মধ্যে আরাধনা করা হইয়াছে। "আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন ভগবানের পূজা করা হয়, তিনি যেন সেই পূজোপহার কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকল লোক পরমানন্দ লাভ করুক।" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা)॥ *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র   ২র   ৩ ১ ২   ৩ ১র

মহত্তৎ সোমো মহিষশ্চকারাপাং

২র   ৩ ২

যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।

১ ২ ৩ ২   ৩   ১ ২ ৩   ১র   ২র ৩   ২ ৩

অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্য্যো

২   ৩ ১ ২

জ্যোতিরিন্দুঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যঃ) 'মহৎ' (মহান্) 'মহিষঃ' (মহিমান্বিতঃ, তেজঃসম্পন্নঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অপাং গর্ভঃ' (উদকানাং গর্ভভূতঃ জনয়িতৃত্বাৎ, অমৃতোৎপাদনং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (করোতি)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের বিচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'তৎ' (সঃ) সত্ত্বভাবঃ 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'অবৃণীত' (বৃণোতি, তৈঃ সহ মিলিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সত্ত্বভাবঃ অমৃতং তথা দেবভাবং সাধকস্য হৃদয়ে উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ; 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সত্ত্বভাবঃ 'ইন্দ্রে' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতৌ দেবে, ভগবতি ইত্যর্থঃ); 'ওজঃ' (শক্তিং) 'অদধাৎ' (প্রযচ্ছতি, সত্ত্বভাবঃহি ভগবতঃ পরমশক্তিঃ ইত্যর্থঃ); 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানদেবে, জ্ঞানে) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ) 'অজনয়ৎ' (উৎপাদয়তি; সত্ত্বভাবাৎ জ্ঞানস্য শক্তিঃ বিকশিতা ভবতি ইত্যর্থঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ হি সর্ব্বশক্তেঃ মূলকারণং—ইতি ভাবঃ (১০অ—১খ-১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মহান্ তেজসম্পন্ন সত্ত্বভাব অমৃতোৎপাদন করেন, সেই সত্ত্বভাব দেবভাবসমূহের সহিত মিলিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃত এবং দেবভাবকে সাধকের হৃদয়ে উৎপাদন করেন); পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ভগবানে শক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই ভগবানের পরমশক্তি; সত্ত্বভাব জ্ঞানেতে তেজ উৎপাদন করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাব হইতে জ্ঞানের শক্তি বিকশিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই সকল শক্তির মূল কারণ।)। (১০অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা সোমঃ 'মহৎ' প্রভূতং তৎ কর্ম্ম 'চকার' অকরোৎ। কিম্বৎ কর্ম্ম? 'অপাং গর্ভঃ' উদকানাং গর্ভভূতঃ। অনয়িতৃত্বাজ্জস্যত্বাচ্চ। 'সঃ' সোমঃ 'দেবান্' 'আবৃণীত' সমভজত—ইতি যৎ তৎ কৃতবানিতি। কিঞ্চ, 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'ওজঃ' তৎপানেন জন্যং বলং 'ইন্দ্রে' 'অদধাৎ'। তথা 'ইন্দুঃ' 'সূর্য্যঃ' 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'অজনয়ৎ'। ৩।

* * *

তৃতীয় (১২৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহা ভগবানের পরমশক্তি। এই শক্তিবলে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ও পরিচালিত হইতেছে। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতলাভে সমর্থ হয়, তাই সত্ত্বভাবকে অমৃতের জনয়িতা বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত দেবভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ। তাই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে মানুষ দেবভাবাপন্ন হয়েন।

এই মহাশক্তির বলেই মানুষের অন্য সর্ব্ববিধ শক্তি লাভ হয়। জ্ঞান ও পূর্ণজ্যোতিতে বিকশিত হয়, কর্ম্মশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সত্ত্বভাবের বলে মানুষের আত্মশক্তি জাগরিত হয়—

তদ্দ্বারা তিনি আপনার চরমলক্ষ্য অভিমুখে চলিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্য-সত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'মহিষঃ' পদে আমরা 'মহিমান্বিতঃ' 'তেজোসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার 'মহিষাঃ' পদে পূর্ব্বে (৩প ৫অ-২খ—২সা) 'মৃগাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে 'মহান্ পূজ্যাঃ' অর্থই গৃহীত হইয়াছে॥ (১০অ—১খ-১সূ-৩সা)। *

—— * ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ৩ ॥ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২॥৩৪৫
১। হারি। উহুবারি। অক্রা ৩ ৪ ঔহোবা। সমু। দ্রা ৩ঃ প্রথ। মেবিধর্ম্মান্।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫
জনা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্প্রা। জা ৩ ভুব। নস্যগোপাঃ। বৃষা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২॥৩র৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১র
পবাত্রি। ত্রে ৩ অধি। সানোঅব্যারি। বৃহা ৩ ৪ ঔহোবা। সোমো।

২র১র ২ ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫
বাবৃধে। স্বা ৩ ৪ ৩। নো ৩ আ ৫ দ্রা ৬ ৫ ৬ রিঃ। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা।

১র ২১র২॥৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২১র ২॥৩৪৫
বায়ুম্। ইষ্টয়েরাধসেনাঃ। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা। মিত্রা। বরুণা। পূয়মানাঃ।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২র১ ২৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫
মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা। শর্দ্ধো। মারুতম্। মৎসিদেবান্। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা।

১র ২১র ২ ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫
স্থাবা। পৃথিবী। দা ৩ ৪ ৩ রি। বা ৩ সো ৫ মা ৬ ৫ ৬। মহা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
ভৎসো। মো ৩ রহি। বশ্চকারা। অপা ৩ ৪ ঔহোবা। যদ্দা। ভো ৩ অবৃ।

২॥৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১ ২॥৩৪৫
ণীতদেবান্। অদা ৩ ৪ ঔহোবা। দ্বাদারি। ত্রে ৩ পবর্ণ মানওজাঃ।

২ ॥ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২র১র ২
হারি। উহুবারি। অজা ৩ ৪ ঔহোবা। নয়াৎ। স্থরিয়ে। জ্যো ৩ ৪ ৩।

২ ৪
তী ৩ রা ৫ রিন্দু ৬ ৫ ৬ ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের একচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনত্রিংশী বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৭খ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২র র ২ র ১ ১ ৪ ২৩১১১১
২। হাউহোবা ৩ হায়ি। আক্রান্‌সমুদ্রা ৩ প্রা। থমে ৩ বী ৩। ধর্ম্মা ২ ৩ ৪ ৫ ন্‌।

২ ৪র ১ ২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২র ৪র ১
জনয়ন্‌প্রজা ৩ ভু। বনা ৩ স্যা ৩। গোপা ২ ৩ ৪ ৫। বৃষাপবিত্রে ৩ আ।

২ ৪ ২৩১১১১ ২ র ৪র ১ ২ ৪
দিলা ৩ নো ৩। অব্যা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। বৃহৎসোমো ৩ বা। বৃধেসু ৩ বা ৩।

২র ২ র ২ ২র ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১
নোজন্ত্রা ৩ ২ উ॥ মৎসিবায়ু৩ মায়ি। ইন্দ্রেরা ৩ ধা ৩। দেনা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

২ ৪র ১ ২ র ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২ ৪র ১
মৎসিমিত্রা ৩ বা। রুণাপূ ৩ যা ৩। মানা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। মৎসিশর্দ্ধো ৩ মা।

২ ৪ ২র৩১ ১ ১ ১ ২ র৪র ১ ২ র ৪
রু তস্মা ৩ ৫ দী ৩। দেবান্‌ ৩ ৪ ৫ ন্‌। মৎসিদ্যাবা ৩ পা। থিবীদে ৩ বা ৩।

২র ২ র ৪র ১ ২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১
সোমা ৩ ২ উ॥ মহত্তৎসোমো ৩ মা। হিষা ৩ শ্চা। কারা ২ ৩ ৪ ৫।

২ র ৪র ১ ১ ৪ ২র৩ ১ ১ ১ ১ ২ র ৪র ১
অপাংযদ্গর্ভো ৩ আ। বৃণী ৩ তা ৩। দেবা ২ ৩ ৪ ৫ ন্‌। অদধাদিন্দ্রে ৩ পা।

২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২র র ২ ৪র ১
বমা ৩ না ৩ ঃ। ওজা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাউহোবা ৩ হায়ি। অজনয়ৎসূ ৩ রী।

২র ৪ ১ ১ ১ ১
য়েজ্যো ৩ তী ৩ ঃ। ইন্দা ৩ ২ উবা ৩ ৪ ৫।

* • *

২র র ২ র ২৩৪ ২
৩। হাউহোবা ৩ হায়ি। অক্রান্‌ৎসমুদ্রঃপ্রথমে ৩ ৪ ৩ বিধর্ম্মন্‌ জনয়ন্‌-

র ২৩র৫র ২ র র ২র ৩ ৫ ২
প্রজাভুবনা ৩ ৪ ৩ স্যগোপাঃ। বৃষাপবিত্রেঅধিসা ৩ ৪ ৩ নো অব্যায়ি। বৃহৎ-

র র র র ৩র ৩৫ ৪র ২ র র
সোমোবাবৃধেসুবা ৩ ৪ ৩ নোজন্ত্রায়ি। নোজা ৫ ঞাউ। মৎসিবায়ুমিষ্টয়েরা

২৩র৫ ২ র র ২৩র৫ ২ র র
৩ ৪ ৩ ধসেনঃ। মৎসিমিত্রাবরুণাপূ ৩ ৪ ৩ য়মানঃ। মৎসিশর্দ্ধোমারুতম্মা

২৩র৫র ২ র র র ২৩র৫ ৪
৩ ৪ ৩ ৫ সিদেবান। মৎসিদ্যাবাপৃথিবীদে ৩ ৪ ৩ বসোম। বসো ৫ ঞাউ।

২ র র ২৩র৫ র ২৩৫
মহত্তৎসোমোমহিষা ৩ ৪ ৩ শ্চকারম্। অপাংযদ্গর্ভোঅবৃণী ৩ ৪ ৩ তদেবান্।

২ র র ২৩র৫ ২র র ২ র র
অদধাদিন্দ্রেপবমা ৩ ৪ ৩ নওজাঃ। হাউজোর্দা ৩ হায়ি। অজনয়ৎসূর্য্যেজ্যো।

২৩৫ ৪
৩ ৪ ৩ তিরিন্দুঃ। তিরা ৫ য়িন্দাউ। বা।

* * *

১ -- ১র ২ ১ ২ র ১ -- ১ --
৪। হোঈ ২। ৩। অক্রান্ৎসমুদ্রঃপ্রথ। মেবিধার্ম্মা ২ ন্। ধার্ম্মা ২ ন্।

১ ১ ২১র ২ ১ -- ১ -- ১২র ১২র
ধার্ম্মারন্। জনয়ন্প্রজাভুব। নস্যগোপা ২ ঃ। গোপা ২ ঃ। বৃষাপবিত্রে-

১ ২১র২র ১ — ১ — ১ — ২১ র র২র র র
অধিসানোঅব্যা ২ য়ি। অব্যা ২ য়ি। অব্যা ২ য়ি। বৃহৎসোমোবাবৃধেসুবা।

র ১ — ১ — ১ — ১ ২র ১২১ র ২ ১ --
নোঅদ্রা ২ য়ি। অদ্রা ২ য়ি। অর্দ্রা ২ য়ি। মৎসিপানুমিষ্টয়ে। রাধসেনা ২ ঃ।

১ — ১ -- ১ ২ ১র ২র র ১ -- ১ --
সেনা ২। সেনা ২ ঃ। মৎসিমিত্রাবরুণা। পূয়মানা ২ ঃ। মানা ২ ঃ।

১ -- ১ ২ ১ ২ ২ ১ — ১ — ১ —
মানা ২ ঃ। মৎসিশর্দ্ধোমারুতম্। মৎসিদেবা ২ ন্। দেবা ২ ন্। দেবা ২ ন্।

১ ২১র২ ১র ২র ১ -- ১ — ১ — ২১ ২র ২
মৎসিদ্যাবাপৃথিবী। দেবসোমা ২। সোমা ২। সোমা ২। মহত্তৎসোমোমহি।

১ -- ১ -- ১ -- ২র ২ র র ১ —
যশ্চকারা ২। কারা ২। কারা ২। অপাংযদ্গর্ভোঅবৃ ণীতদায়িবা ২ ন্।

১ — ১ — ১ ২র ২র ১ ২র ১ — ১ --
দায়িবা ২ ন্। দায়িবা ২ ন্। অদধাদিন্দ্রেপব। মানওজা ২ ঃ। ওজা ২ ঃ।

১ — ১ ২ ১র২র১র ২১ — ১ — ১
ওজা ২ ঃ। অজনয়ৎসূর্য্যেজ্যো। তিরাযিন্দূ ২ ঃ। আয়িন্দূ ২ ঃ। আয়িন্দূ ২ ঃ।

১ -- ১ n ২ ৫রর ৩১১১১
হোঈ ২। বা। হোম্মা ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "[illegible]" (২) "মহাসাম রাজম্" (৩) "বৈশ্বজ্যোতি-ষোত্তম্" এবং (৪) "[illegible]"।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩ ৫র ২র ৩ ১ ২
এষ দেবো অমর্ত্ত্যঃ পর্ণবারিব দীয়তে।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমর্ত্ত্যঃ' (মরণরহিতঃ, নিত্যঃ) 'এষঃ' (অয়ং, মোক্ষদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবঃ' (ভগবান্) 'পর্ণবীরিব' (পক্ষী যথা বেগেন গচ্ছতি তদ্বৎ শীঘ্রবেগেন) 'দ্রোণানি' (হৃদয়রূপ-পাত্রাণি, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'আসদং' (আগচ্ছতি অপিচ 'দীয়তে' (শুদ্ধসত্ত্বং প্রযচ্ছতি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষদায়কঃ ভগবান্ অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপ্নোতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ-১খ-১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্য, মোক্ষদায়ক ভগবান্, পক্ষী যেমন বেগে গমন করে, সেইরূপ শীঘ্রবেগে আমাদিগের হৃদয়কে অভিলক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ হৃদয়ে) আগমন করেন এবং শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন।) ॥ (১০অ—১খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'অমর্ত্ত্যঃ' মরণরহিতঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান্ 'অভি' লক্ষ্য 'আসদং' আসত্তুং আসদনার্থং 'পর্ণবীরিব' যথা পক্ষী তথা বেগেন 'দীয়তে' গচ্ছতি। 'দীয়তে'—'দীয়তি'—ইতি পাঠৌ। (১০—১খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১২৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:o:———

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তাহা দ্বারা সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর একটা আংশিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। তাহা

এই,—"মরণরহিত এই সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করিতেছেন।" সোমলতাকে নিষ্পীড়িত করিয়া রস বাহির করা হইয়াছে, নীচে দ্রোণকলস স্থাপিত রহিয়াছে। ছাকুনির উপর সোমরস রক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহা ছাকুনির ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কলসের মধ্যে পতিত হইতেছে। পতনের এই বেগকে বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই যেন 'পর্ণবীরিব' উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। পাখী যেমন দ্রুতবেগে আপনার আশ্রয়স্থল কুলায়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে সোমরস দ্রোণকলসের মধ্যে ধাবিত হইতেছে।

কিন্তু সোমরসকে মরণরহিত বলিবার তাৎপর্য্য কি? মরণরহিত অর্থাৎ নিত্য, অবিনশ্বর। জাগতিক ধ্বংসশীল বস্তু সোমরসকে নিত্য বলাতে অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মন্ত্রে এই অসঙ্গতি দোষ নাই। ভগবান্ নিত্য অবিনশ্বর। ভগবৎশক্তিরও কখনও ধ্বংস নাই, বিলয় নাই—উহা অনাদি অনন্ত। মন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্র ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে,—তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, আমরা যেন তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করি - প্রার্থনায় এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। "হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। আমরা হীন পতিত বলিয়া কি আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত হইব? এস প্রভো, এস, আমাদের হৃদয়ে আগমন কর। তোমার পুণ্য পাদস্পর্শে আমাদের হৃদয় পবিত্র হউক। তোমার জন্যই যেন হৃদয়াসন পাতিয়া রাখিয়াছি। হয় তো বা তাহা তোমার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তুমিই দয়া করিয়া তাহা পবিত্র করিয়া দিবে, তোমার উপযুক্ত করিয়া লইবে বলিয়া যে কত আশায় বসিয়া আছি। ওগো প্রাণের দেবতা, আমাদের অসম্পূর্ণতা, দীনতা কি তোমার অপরিজ্ঞাত! অন্তর্যামী-রূপে তুমি তো সকলই অবগত আছ। আমাদের হীনতা-কালিমা দূরীভূত করিয়া দাও, তোমার অধম সন্তানকে তোমার অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কর। ওগো, দীনদয়াল, আমরা যে শক্তির অভাবে, সাধনার অভাবে তোমা হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি। শীঘ্র এস দেব! আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার করিয়া লও, আমাদিগকে আর দূরে রাখিও না। আমাদের হৃদয়কে তোমার আবাসভূমিতে পরিণত কর। এস, এস দেব! এই হীন পঙ্কিল হৃদয়ে আগমন কর, আমরা চিরদিনের জন্য পরাশান্তি লাভ করি।" মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনার ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'অমর্ত্ত্যঃ' পদের অর্থ মরণরহিত, অর্থাৎ যাঁহার, ধ্বংস নাই। জগতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর সমস্ত ধ্বংসশীল, সুতরাং 'অমর্ত্ত্যঃ এষঃ দেবঃ' পদত্রয়ে কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করিতে পারে। আমরা তাই 'দেবঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—ভগবান্। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—১খ—২সূ—১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে।
২৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রৈঃ' (মেধাবিভিঃ, জ্ঞানিভিঃ) 'অভিষ্টুতঃ' (স্তুতঃ, আরাধিতঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান ইত্যর্থঃ) 'দাশুষে' (হবিষাং প্রদাত্রে, সাধকায় ইত্যর্থঃ) 'রত্নানি' (পরমধনানি) 'দধৎ' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); 'অপঃ' (অমৃতং) 'বি গাহতে' (বিশেষেণ প্রাবিশয়তি, দয়াকুরূপেণ তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবদনুগ্রহেণ সাধকাঃ পরমধনং তথা অমৃতং প্রাপ্নোতি —ইতি ভাবঃ। (১০অ-১খ-২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণ কর্তৃক আরাধিত ভগবান সাধককে পরমধন এবং অমৃত সম্যকরূপে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে সাধকগণ পরমধন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়েন।)। (১০অ—১খ—:সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপ্রৈঃ' মেধাবিভিঃ স্তোতৃভিঃ 'অভিষ্টুতঃ' আভিমুখ্যেন স্তুতঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দাশুষে' হবিষাং প্রদাত্রে যজমানায় 'রত্নানি' রমণীয়ানি ধনানি 'দধৎ' ধারয়ন্ প্রযচ্ছন্। 'অপঃ' বসতীবরী 'বি গাহতে' প্রবিশতি॥ (১০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———:§:০:§:———

ভগবানের বিশেষণ স্বরূপ দুইটি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—"বিপ্রৈঃ অভিষ্টুতঃ" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ কর্তৃক আরাধিত। এই বিশেষণের প্রকৃত অর্থ কি? জ্ঞানিগণ ভগবানকে আরাধনা করেন, অজ্ঞান লোক তাহার আরাধনা করে না, ইহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়?

জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানিগণ জ্ঞানজ্যোতিতে আপনাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করিতে পারেন, অজ্ঞান ব্যক্তি কাচ-কাঞ্চনের প্রভেদ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানিগণ আপনাদের অন্তর্দৃষ্টিবলে জীবনের প্রকৃত চরম মঙ্গল জ্ঞাত হইয়া তৎসাধনার্থ ভগবদারাধনায় নিয়োজিত হয়েন।

ভগবৎ পূজা ভগবানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনাঙ্গ দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা তাঁহাদের সাধন-প্রভাবে মোক্ষ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এবং উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভে সচেষ্ট হয়েন। 'জ্ঞানিগণ ভগবানকে আরাধনা করেন'—বলিলে ভগবানের মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু প্রকাশিত হয় না। উহাতে জ্ঞানিগণের অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পরিচয় কি ভাব প্রকাশ করে? ভগবানের পূজা আরাধনার দ্বারা মানুষ যে পবিত্রতা ও মহৎ ভাবের অধিকারী হয়, তাহাই তাহাকে উচ্চতর লোকে লইয়া যায়। ভগবানের মহত্ত্ব, তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চিন্তা ধারণা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সেই মহত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে। যাহার অথবা যে বস্তুর চিন্তা করা যায়, চিন্তাকারী সেই ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত অবিরত মানসিক সান্নিধ্যবশতঃ তাহার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন; চিন্তাকারীর মানসিক গতি-প্রবৃত্তি চিন্তিত বিষয়ের অনুগামী হয়—ইহা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং ভগবানের ধ্যানধারণা ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করাতে সাধকের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির আবির্ভাব হয়, ভগবানের সহিত অন্তরের যোগ হইয়া থাকে।

ভগবান্ যাহাতে মানবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, মানুষের সহিত যাহাতে মানুষের যোগ হয় অর্থাৎ মানুষ যাহাতে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহাই সাধনার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। সাধকগণ সেই আরাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহা দ্বারা ভগবানের ভাবধারা মানবের অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠে। সুতরাং সাধক তাঁহার আপনার সত্তা সেই বিশ্বসত্তা ভগবানের মধ্যে বিলীন করিতে সমর্থ হয়েন। এই যে মহতী প্রাপ্তি—এই যে আত্মবিলীন, তাহা ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ভগবান্ সাধককে তাঁহার ঐকান্তিক সাধনব্যাকুলতার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধি প্রদান করেন। জ্ঞানিগণ ভগবানের কৃপায় এই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

এই ভগবৎপ্রাপ্তিই অমৃতত্ব। সসীম মানুষ যখন আপনার ক্ষুদ্রসত্তা অনন্ত সত্তায় বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। নদী যখন মহাসমুদ্রে আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তখন মহাসমুদ্রের মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। তখন তাহার ধ্বংসের ভয় থাকে না। কারণ, মহাসমুদ্রে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়াই—উৎপত্তিকারণে আপনাকে হারাইয়া ফেলাই—মহত্ত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তি। জ্ঞানিগণ সেই অমৃতত্ব, অনন্তত্বই লাভ করেন। মন্ত্রে ইহাই পরিবর্ণিত হইয়াছে।

আরও মজ্জা, এই স্তুত্যবর্ণনের মধ্যে একটী উদ্বোধনাও আছে। তাহা এই যে,—"হে মোহান্ধ মানব! সেই পরমদেবতাকে পাইবার জন্য তাঁহার চরণে আত্মবিলয়

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক পাপহারক ভগবান, সৎকর্ম্মসাধক (অথবা সত্যকাম) স্তোতাগণের দ্বারা আত্মশক্তিলাভের জন্য আরাধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলকঃ। ভাব এই যে,—সাধকগণ আত্মশক্তিলাভের জন্য ভগবদারাধনা-পরায়ণ হয়েন।)॥ (১০অ—১খ—১সূ—৫সা)।

• •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' 'সোমঃ' 'দেবঃ' 'বিপন্যুভিঃ 'স্তোতৃভিঃ 'ঋতায়ুভিঃ' যজ্ঞকামৈঃ সত্য কামৈর্ব্বা 'হরিঃ' অশ্বইব 'বাজায়' সংগ্রামার্থং 'মৃজ্যতে' স্তুতিভিরলংক্রিয়তে। ৫ ॥

* * *

পঞ্চম (১২৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§ ❀ §:• ———

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। আত্মশক্তি লাভের জন্য সাধকগণ—প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্ম্মান্বিত জনগণ, ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল,— "যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র আলোচনা করা যাউক।

ভাষ্যকার প্রথমেই সোমরসকে মন্ত্রের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা সোমরসের কোনও সন্ধান পাই নাই। সোমরসের সঙ্গে 'হরিঃ' পদ থাকিলেই অন্যত্র ভাষ্যকার উহার অর্থ করেন 'হরিদ্বর্ণঃ' অথবা 'হারকঃ'। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন 'অশ্ব'। আবার এই অশ্বকে যুদ্ধাশ্বে পরিণত করিবার জন্য মন্ত্রান্তর্গত 'বাজায়' পদের অর্থ করা হইয়াছে, 'সংগ্রামার্থং' অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধাশ্ব অসজ্জিত অবস্থায় সংগ্রামস্থলে যায় না। সুতরাং তাহার জন্য সাজসজ্জাও চাই। সেই জন্যই যেন 'মৃজ্যতে' পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে— 'অলঙ্ক্রিয়তে' অর্থাৎ অলঙ্কার দ্বারা সাজান হয়। মূলে আছে—কেবল মাত্র 'হরিঃ' পদ। কিন্তু তাহার অর্থ করা হইয়াছে—'অশ্বঃ ইব'। সোমরস তো আর অশ্ব নয়। সুতরাং অশ্বের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার জন্য 'ইব' শব্দ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এত গোলমাল করিয়া মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইল,—"সোমরসকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।" অর্থাৎ যুদ্ধাশ্ব যেমন সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে যায়, সোমও তেমনি অলঙ্কৃত হইয়া সংগ্রামার্থে যান। আচ্ছা, সোমরস কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? কেনই বা যুদ্ধ করিবে? তরল মাদকদ্রব্য কাহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? যদি রূপক

বলিয়া ব্যাখ্যাটীকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই রূপকের মর্ম্ম কি? মাদকদ্রব্য যে মানবের কি উপকার সাধন করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুতরাং মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে আমরা অসমর্থ। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ—১খ—২সূ ৫সা)॥

—•—

সষ্ঠং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২   ৩ ২   ৩ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২

এষ দেবো বিপা কৃতোঽতি হ্বরাংসি ধাবতি।

১ ২   ৩   ১ ২

পবমানো অদাভ্যঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অদাভ্যঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান ইত্যর্থঃ) 'বিপা কৃতঃ' (স্তুতিভিঃ আরাধিতঃ সন্) 'হ্বরাংসি' (শত্রূন) 'অতিধাবতি' (হন্তুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান প্রার্থনয়া প্রীতঃ সন লোকানাং রিপূন্ বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ। (১০অ ১খ—২সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক অজাতশত্রু ভগবান্ স্তুতির দ্বারা আরাধিত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হইয়া লোকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপা' অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ ২।৫।৯)। অঙ্গুল্যা 'কৃতঃ' অভিষুতঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'অদাভ্যঃ' কেনাপ্যহিংসিতশ্চ সন্ 'হ্বরাংসি' শত্রূন্ 'বি ধাবতি' হন্তুমভিগচ্ছতি। (১০অ ১খ—২সূ ৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠ (১২৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, মূলমন্ত্রের সহিত ব্যাখ্যার কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত এই সোমদেব ক্ষরিত ও অভিষুত হইয়া গমন করেন।" ভাষ্যাদির সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য আছে, কোন কোন পদের ব্যাখ্যা এই অনুবাদে প্রদত্ত হয় নাই। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

ভাষ্যকার পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান মন্ত্রেও 'এষঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন 'সোমঃ' অর্থাৎ সোমরস। কিন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রের 'বিপশ্চিদ্ভিঃ' পদে 'স্তোতৃভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রের 'বিপা' পদে 'অঙ্গুলি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'সোমরসের' প্রস্তুত প্রণালীর সহিত ঐক্য রাখিবার জন্য 'বিপা' পদের অর্থব্যত্যয় ঘটান হইয়াছে। তাহাতে 'বিপা কৃতঃ' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত'। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই অভিষবণ ক্রিয়া অঙ্গুলির দ্বারা হয় না। অথবা যদি বলা হয় যে, সোমরসের অভিষবণ ক্রিয়ার সময় অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সোমরস প্রস্তুতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াতেই অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়। এখানে কোন একটা বিশেষ অর্থ নিষ্কাশন করিবার জন্যই ভাষ্যকার 'বিপা' পদের অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অর্থ—সোমরস প্রস্তুত কিন্তু মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং আমরা এখানে সোমরসাত্মক কোনও অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্যাদিতে 'সোমরস' অধ্যাহার করায় ভাবসঙ্গতির দিক হইতে বিরোধ ঘটিয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যার্থ এই যে, সোমরস অভিষুত হইয়া শত্রুনাশের জন্য গমন করেন, অর্থাৎ শত্রু-নাশ করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'দ্বেষাংসি' পদের ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার তাহা পরিত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ 'গমন করেন' অর্থদ্বারা 'অতি ধাবতি' পদের ভাব পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনুবাদকার মন্ত্রের প্রচলিত ভাবও রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভাষ্যকারকৃত ব্যাখ্যাতেও মন্ত্রের ভাব রক্ষিত হয় নাই। 'এষঃ' পদের অর্থে যদি 'সোমকেই' গ্রহণ করা যায়, তবে সেই সোমে শত্রুদিগকে হনন করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? সোমরসের শত্রু কে? তাহা কি পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা? মাদকদ্রব্যের শত্রু তাহাই হওয়া সম্ভবপর। যদি তাই হয়, তবে সেই পবিত্রতাও সদ্বৃত্তিকে নাশ করিবার জন্যই কি সাধক মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন? আর যদি বলা হয় যে, মানুষের শত্রু নাশ করিতে যাইতেছেন, তবে জিজ্ঞাসা করা যায়—মদ্য মানুষের শত্রু নাশ করে কিরূপে? সে নিজেই যে মানুষের ভীষণ শত্রু! তাই আমাদের ধারণা সোমরস অধ্যাহার করিয়া ভাষ্যকার মন্ত্রের মূলভাব নষ্ট করিয়াছেন।

আমরা মনে করি, 'এষঃ দেবঃ' পদদ্বয়ে ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই অহিংসিত—অজাতশত্রু। তাঁহার শত্রু কেহ নাই, কিন্তু তিনিই মানবের শত্রুবিনাশ করেন, মানবকে রিপুজয়ী করেন। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। (১০অ—১খ—২সূ—৬সা)। *

— * —

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাꣳसि ধারয়া।
১ ২ ৩ ১ ২
পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) লোকানাং 'রজাংসি' (রজোভাবং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (তিরস্কৃত্য, অপসৃত্য) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'দিবং' (দ্যুলোকং, দ্যুলোকবৎ উন্নত-হৃদয়ং) 'বি ধাবতি' (প্রধাবতি, গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেন লোকাঃ স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি—মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ ১খ ২সূ ৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্ঞান প্রদান করতঃ লোকদিগের রজোভাব অপসৃত করিয়া ধারারূপে দ্যুলোকের ন্যায় উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে লোকগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, মোক্ষ লাভ করে।)। (১০অ—১খ—২সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধারয়া' 'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' সোমঃ 'কনিক্রদৎ' অতিশয়মানঃ শব্দং কুর্ব্বন্ 'রজাংসি' লোকান্ 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্ যজ্ঞাৎ 'দিবং' স্বর্গং প্রতি 'বি ধাবতি'। (১০অ—১খ—২সূ—৭সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সপ্তম (১২৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মোক্ষপ্রাপক শক্তিই বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তিনি সাংসারিক রজোতমঃজনিত উদ্বেগজড়তার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া উচ্চতর লোকে—দ্যুলোকে গমন করিতে পারেন। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"ক্ষরণশীল এই সোম শব্দ করিয়া ও লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া স্বর্গে গমন করেন।" 'রজাংসি' পদে ভাষ্যকার 'লোকান্' অর্থাৎ 'মানুষ সকলকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'তিরঃ' পদের অর্থ 'তিরস্কুর্ব্বন্'। তাই এই দুই পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'লোকান্ তিরস্কুর্ব্বন্'—বাংলা প্রচলিত ব্যাখ্যা—"লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া"। সোমরস লোকসমূহের সহিত কেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, আর লোকসমূহ যে কিরূপে পরাভূত হইল, তাহা বুঝা যায় না। মানুষ মদের প্রভাবে হতজ্ঞান হয়, আপনার মনুষ্যত্ব বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া পশুর অধম হইয়া পড়ে, ইহাই কি সোমরসের জয়লাভ? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ কি সোমরসের এই শক্তিই কীর্ত্তন করিতে চাহেন? তাহা যদি না হয় তবে 'লোকান্ তিরস্কুর্ব্বন্' অথবা 'লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া' প্রভৃতি বাক্যাংশ সমূহের অর্থই বা কি? আবার সোমরস লোকসমূহকে কেবলমাত্র পরাভূত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তিনি নিজে স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করেন। অবশ্য সেই সঙ্গে পরাভূত লোক-সমূহকেও স্বর্গে লইয়া যান কিনা তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই তো গেল, বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা!

এখন আমরা মন্ত্রের কি ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই দেখা যাউক। 'রজাংসি' পদ 'রজঃ' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত। 'রজঃ' বলিতে মানবের অন্তরস্থিত রজোভাবকে লক্ষ্য করে। যে ভাবের প্রাবল্য হইলে মানুষ নানাবিধ কঠোর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, যে ভাব রাগ-দ্বেষাদি-জনক, সেই ভাবই রজোভাব। সত্ত্বরজঃতমঃ এই ত্রিগুণের মধ্যে রজঃ ভাব তমোগুণ অপেক্ষা উচ্চস্তরের বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ রজের চাঞ্চল্য তমের মৃত্যুজনক জড়তার অপেক্ষা ভাল। রজোকে হয়তঃ সাংসারিক কাজে লাগান যাইতে পারে। কিন্তু তমঃ কেবলমাত্র অধঃপতনেরই সহায়। কিন্তু সাধনার উচ্চস্তরে যাইতে হইলে এই রজঃকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। তাই বলা হইয়াছে "রজাংসি তিরঃ" অর্থাৎ "রজোভাবকে অপসৃত করিয়া"। শুদ্ধসত্ত্ব রজোভাবের অস্তিত্বও সহ্য করিতে পারে না। তমঃ ও রজঃ যখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তখনই মানবের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আধিপত্য স্থাপিত হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে। 'শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকপ্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থই এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে দ্যুলোকে লইয়া যায়,—মোক্ষপ্রদান করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১০অ—১খ—২সূ—৭সা)। *

---

* এই—সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ঃ সূক্ত। অষ্টমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজা৺স্যস্তৃতঃ।
১ ২ ৩ ২
পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অস্তৃতঃ' কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশক্রঃ) 'স্বধ্বরঃ' (সুযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্মসাধকঃ, সাধকানাং সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতা ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ম্ প্রসিদ্ধঃ শুদ্ধসত্বঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'রজাংসি' (রজোভাবং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (অপসৃত্য) 'দিবং' (দ্যুলোকং তেষাং দ্যুলোকবদুন্নত হৃদয়ং) 'ব্যাসরত্তি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রকারকঃ অজাতশক্রঃ শুদ্ধসত্বঃ সাধকান্ মোক্ষং প্রাপয়তি - ইতি ভাবঃ। (১০অ - ১খ - ২সূ - ৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক, অজাতশক্রু, সাধকদিগের সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতা, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের রজোভাব অপসৃত করিয়া, তাহাদিগের দ্যুলোক উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক; ভাব এই যে,—পবিত্রকারক অজাতশক্রু শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে মোক্ষ প্রাপ্ত করান।)। (১০অ—১খ—২সূ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' সোমঃ 'স্বধ্বরঃ' সুযজ্ঞঃ' 'অস্তৃতঃ' কেনাপ্যহিংসিতশ্চ সন্ 'রজাংসি' লোকান্ 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্ বজ্রাৎ 'দিবং' প্রতি 'ব্যাসরৎ' বিসরতি গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম (১২৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী পূর্ব্ব মন্ত্রেরই অনুরূপ। পূর্ব্ব মন্ত্রের "রজাংসি তিরঃ" পদদ্বয় বর্ত্তমান মন্ত্রে ও আছে, এবং মন্ত্রের এই দুই পদ উপলক্ষে প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটা বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"ক্ষরণশীল

এই সোম সুন্দর বজ্রবিশিষ্ট ও অহিংসিত হইয়া লোকসমূহকে পরাভূত করতঃ স্বর্গে গমন করেন।" আবার সেই লোক-সমূহকে পরাভূত করা! এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব মন্ত্রেই যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি।* সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'স্বধ্বরঃ' পদের তাৎপর্য্য - 'সুযজ্ঞঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়; তাই, শুদ্ধসত্ত্বকে 'স্বধ্বরঃ' বলা হইয়াছে। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আলোচনা করা হইয়াছে। (১০অ—১খ—২সূ—৮সা)॥

—:০:—

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩২ ৩ ২৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২

এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রত্নেন জন্মনা' (আদিভূতেন জন্মহেতুনা, সৃষ্টেঃ আদিভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (দ্যুতিমান) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবার্থং, ভগবৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অর্ষতি' (আরোচতে, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১০অ - ১খ - ২সূ - ৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৃষ্টির আদিভূত প্রসিদ্ধ দ্যুতিমান্ পাপহারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৯সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং ।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'প্রত্নেন' পুরাণেন 'জন্মনা' জননেন 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ 'পবিত্রে' স্বাতুং 'অর্ষতি' গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (১২৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। পবিত্রতা, পবিত্র হৃদয়ের অনুসন্ধান করে। সাধকগণ সাধনাগ্নি দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ের অপবিত্রতা মলিনতা ভস্মীভূত করেন। তাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ, নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়. সত্ত্বভাব—সাধক ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সেতু। সত্ত্বভাবের প্রভাবে সাধক ভগবানের চরণ সমীপে উপনীত হইতে পারেন।

সত্ত্বভাব সৃষ্টির আদিভূত। দুই দিক দিয়া এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি,—সত্ত্বভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি; সুতরাং এই দিক্ দিয়া সত্ত্বভাবকে সমস্ত সৃষ্টির আদিভূত বলা যায়। আবার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির আদিভূত কারণ সত্ত্বভাব।

ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই পাপনাশক। ভগবানের পুণ্যস্পর্শসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পাপ তাপ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবান্ সাধক এই পরমধন সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়েন, তিনি অনায়াসেই এই পাপমোহ-প্রলোভনপূর্ণ সংসারের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমাই বিঘোষিত হইয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। (১০অ ১খ ২সূ - ৯সা)।

—:০:—

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২৩১ ২ ৩ ২ ৩২৩ ১২
এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ।
১ ২৩ ৩ ২
ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ১০ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (২অ—৫খ-১সূ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সুতা' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'পুরুব্রতঃ' (বহুকর্ম্মঃ) 'এষঃ স্যঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞানঃ' (জায়মানঃ, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূতঃ সন ইত্যর্থঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'জনয়ন' (উৎপাদয়ন্, প্রযচ্ছন ইত্যর্থঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূত-পরিমাণেন) 'পবতে' (ক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ প্রভূতপরিমাণং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে - ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—১খ—২সূ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ পবিত্র বহুকর্ম্মা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করতঃ নিশ্চিতরূপে প্রভূতপরিমাণে সাধকদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রভূত-পরিমাণে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) ॥ (১০অ—১খ—২সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষ উ স্যঃ' এষ চ স সোমঃ 'পুরুব্রতঃ' বহুকর্ম্মা 'জজ্ঞানঃ' জায়মান এব 'ইষঃ' অন্নানি 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ধারয়া' 'পবতে' ক্ষরতি। (১০অ-১খ-২সূ-১০সা) ॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

* * *

দশম (১২৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্বের কয়েকটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমরা সাধকের প্রাপ্তির স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হইব।

শুদ্ধসত্ত্ব—'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্ম্মা। শুদ্ধসত্ত্ব বহুকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন কিরূপে? ইহার অর্থ এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে বর্তমান থাকিয়া তাঁহাকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে সেই শক্তি উন্মেষিত হয়, তিনি স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। বহুকর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে সর্ব্ববিধ সাধনাঙ্গকে লক্ষ্য করে। সুতরাং 'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্ম্মা বলাতে শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপই প্রকটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষণ—'সুতঃ' অর্থাৎ পবিত্র। শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রতার আধার। শুধু তাই নয়, পবিত্রস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পবিত্র করে। সত্ত্বভাব যাঁহার হৃদয়ে উপজিত হয়, তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা কালিমা সমস্তই দূরীভূত হয়, ভস্মীভূত হয়। তাই সত্ত্বভাব—'সুতা' বা বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধকারক।

মন্ত্রান্তর্গত 'অজ্ঞানঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'অজ্ঞানঃ' পদের অর্থ—'উৎপদ্যমানঃ', 'জায়মানঃ' অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—শুদ্ধসত্ব উৎপদ্যমান হয় কিরূপে? তাহা তো স্বতঃবর্ত্তমান। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্বের তো উৎপত্তি বিনাশ নাই, তবে তাহা আবার জন্মে কিরূপে? আরও একটা প্রশ্নের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। জ্ঞান তো অনাদি অনন্ত, উহাও তো স্বতঃবর্ত্তমান। তবে কাহারও মধ্যে জ্ঞানলাভের কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? সত্বভাব অথবা জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান আছে সত্য; মানুষের হৃদয়েও তাহার বীজ নিহিত আছে সত্য; কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সেই জ্ঞানবীজ অথবা সত্বভাব পরিস্ফুট হয়, যে পর্য্যন্ত না তাহা সাধকের হৃদয়ে বিকাশলাভ করে, সেই পর্য্যন্ত তাহা দ্বারা সাধকের কোন উপকারই সাধিত হয় না। সত্বভাব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা কোনও বিশিষ্ট সাধকের মনে নূতনভাবে বিকাশলাভ করে বলিয়াই তৎসম্বন্ধে 'অজ্ঞানঃ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং অনাদি অনন্ত হইলেও সত্বভাব-সম্বন্ধে এই পদ অনন্ত ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইতে পারিবে; কারণ অনন্ত অতীতকাল হইতে লোক যেমন সাধনায় ব্যাপৃত হইতেছে, অনন্ত ভবিষ্যতেও তেমনি হইবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সেই এক ঘটনা, জ্ঞানোদয় সত্বভাবোদয়, প্রাত্যহিকই সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং উহা যেমন নিত্যপুরাতন, তেমনি চিরনূতন। এখানেই সত্বভাব সম্বন্ধে 'অজ্ঞানঃ' পদের সার্থকতা।

কিন্তু প্রচলিত মন্ত্রাদিতে এই মন্ত্রের যে ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"এই বহুকর্ম্মা সোমই জাতমাত্রে অন্ন উৎপাদন করিয়া ও অভিষুত হইয়া ধারারূপে ক্ষরিত হন।" (১০অ-১খ-২সূ ১০সা)।০

— * —

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং*। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূরঃ' (বিক্রান্তঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অণ্ব্যা' (সূক্ষ্মতমযা) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'যাতি' (প্রাপ্নোতি সাধকং ইতি যাবৎ); তথা 'আশুভিঃ' (আশুমুক্তিদায়কৈঃ) 'রথেভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) 'ইন্দ্রস্য নিষ্কৃতং' (ভগবতঃ সামীপ্যং) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভতে, ততঃ তৎশুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সূক্ষ্মবুদ্ধি অর্থাৎ অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; এবং আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, তার পর সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে ভগবৎ সামীপ্য প্রাপ্ত হয়েন)॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শূরঃ' বিক্রান্তঃ 'অণ্ব্যা' অঙ্গুল্যা অভিষুতঃ 'ধিয়া' কর্ম্মণা অভিগচ্ছতি। কীদৃশঃ? ইতি উচ্যতে—'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং কলশাখ্যং প্রতি 'আশুভিঃ' শীঘ্রগামিভিঃ 'রথেভিঃ' রথৈঃ 'গচ্ছন্' ইত্যেবং রথেহবস্থানস্য স্ব-স্থান-গমনাঙ্গুল্যা অভিষূয়মাণঃ সন্ দ্রোণ-ধারা অগ্নিং গচ্ছতীত্যর্থঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——:০:——

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সাধকের সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। আমরা পৃথক্‌ভাবে এই উভয় অংশের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় পরিষ্কাররূপে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। মন্ত্রের উভয় অংশেই মন্ত্রের ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, তাহাতে মনে হয়—সত্ত্বভাবই বুঝি সৎকর্ম্ম সাধন করে, অথবা ভগবৎসমীপে গমন করে। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধক সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন।

কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ভক্তগণ 'পূ বিবাসতে'—প্রভূত পরিমাণ সমৃদ্ধি, সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দেন। অর্থাৎ ভক্তদের প্রভাবেই সাধক সমৃদ্ধি লাভ করেন।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব অবগত হওয়া যাইবে। "যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম্ম ইচ্ছা করেন।" (১—২খ ১সূ—২সা)।

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এতং মৃজন্তি মর্জ্জ্যমুপ দ্রোণেষায়বঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২র

প্রচক্রাণং মহীরিষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহীঃ' (মহতীঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'প্রচক্রাণং' (কুর্ব্বাণং, প্রাপিণং, দাতারং ইত্যর্থঃ) 'মর্জ্জ্যং' (শোধনীয়ং) 'এতং' (প্রসিদ্ধং—সত্ত্বভাবং) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—সাধকাঃ) 'দ্রোণেষু' (হৃদয়রূপকলসেষু, হৃদয়েষু) 'উপমৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি, ধারয়ন্তি বা ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অভীষ্টদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—২খ-১সূ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মহতী সিদ্ধিদাতা, শোধনীয় প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে সাধকগণ হৃদয়ে বিশুদ্ধ (ধারণ) করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে উৎপাদন করেন।)। (১০অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ 'এতং' সোমং 'মর্জ্জ্যং' 'উপসৃজন্তি' নিষ্পীড়য়ন্তীত্যর্থঃ। কুত্র? 'দ্রোণেষু' দ্রোণকলশেষু। কীদৃশং? 'মহীঃ ইষঃ' মহান্ত্যন্নানি 'প্রচক্রাণং' কুর্ব্বাণং প্রভূতরস-প্রাবিণমিত্যর্থঃ॥ (১০অ-২খ-১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে সত্ত্বভাবের প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে একটী বিশেষণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে—'মর্জ্জ্যং' অর্থাৎ মার্জ্জনীয়, শোধনীয়-যাহাকে শোধন করিতে হইবে অথবা যাহা শোধন করার যোগ্য। ভাষ্যকার এই বিশেষণটীকে সোমরসের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদনুসারে সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ করা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"মনুষ্যগণ এই মার্জ্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে, ইনি প্রভূত রস প্রদান করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাতে একটী সমস্যার উদয় হইতেছে। ব্যাখ্যাকার স্পষ্টতঃই মন্ত্রকে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই সোমরস প্রস্তুতের যে প্রণালীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বর্ণনার সহিত তাহার সঙ্গতি হইতেছে না। সোমকে প্রস্তরফলক দ্বয়ের মধ্যে নিষ্পীড়িত করা হয়, তাহার পর সেই নিষ্পীড়িত সোমলতা হইতে রস বাহির করা হয়, অবশেষে ছাঁকিয়া দ্রোণকলসে রক্ষিত হয়,—ইহাই মোটামোটী সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর সারকথা। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অনুবাদকার বলিতেছেন—"সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে।" দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিবে কিরূপে? কলসের ভিতর কি সোমলতাকে নিষ্পীড়িত করা হয়? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, প্রচলিত মতবাদের দিক দিয়াও মন্ত্রার্থ সঙ্গত হয় নাই। ভাষ্যকারও এক পথই অনুসরণ করিয়াছেন। কাজে কাজেই উভয় ব্যাখ্যাতেই অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হয়।

এই অসঙ্গতির প্রধান কারণ মন্ত্রে সোমরসের অধ্যাহার। মূলে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই এবং প্রকৃতপক্ষে কোন প্রসঙ্গ আসিতেও পারে না। তাই বর্ত্তমান স্থলে মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রচলিত মতানুসারেও অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হয়। সোমরসের অধ্যাহার করায় মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদেরও অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটাইতে হইয়াছে।

আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'মহীঃ ইষঃ' পদদ্বয়ে মহৎসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষকে লক্ষ্য করিতেছে। যে সেই পরমবস্তু দান করিতে পারে, তাহাকেই মন্ত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সোমরস কি মানুষকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে? 'দ্রোণেষু' পদে সাধকের হৃদয়রূপ পাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই অবস্থিত থাকে। সাধনা দ্বারা তাহাকে পরিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ করিতে হয়। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র সত্ত্বভাবই থাকে

না, তাহার সহিত রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত থাকে। সেই রজঃ ও তমঃকে সাধনবলে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত করিতে পারিলে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন। সাধকের সাধনার এই তত্ত্বই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—২খ—১সূ-৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২
এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুন্ধ্যাবতা পথা।
১২ ৩২ ৩ ১২
যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদী' (যদা) 'ভূর্ণয়ঃ' (ভরণশীলাঃ সাধনাপরায়ণাঃ জনাঃ) 'তুঞ্জন্তি' (গচ্ছন্তি, ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি), তদা 'শুন্ধ্যাবতা পথা' (শুদ্ধিগতা পথা, সন্মার্গেণ, সন্মার্গানুসরণেন, সৎকর্ম্মসাধনেন চ ইতি ভাবঃ) 'হিতঃ' (হিতকারকঃ, পরমমঙ্গলসাধকঃ, যদ্বা—নিহিতঃ, বিশ্বে বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ) তৈঃ 'অন্তঃ' (অন্তরমধ্যে, হৃদি) 'বিনীয়তে' (প্রকৃষ্টরূপেণ নীয়তে, উৎপাদ্যতে ইত্যর্থঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তৎপ্রভাবেণ মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ)। (১০অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সাধনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধগমন করেন, তখন সন্মার্গানুসরণের ও সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরমমঙ্গলসাধক (অথবা বিশ্বে বর্ত্তমান) প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁহাদের কর্ত্তৃক অন্তরমধ্যে—হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।) (১০অ—২খ—১সূ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'হিতঃ' নিহিতঃ হবির্দ্ধানে 'বি নীয়তে' তস্মাৎ স্থানাৎ আহবনীয়ং প্রতি 'অন্তঃ' তয়োর্মধ্যদেশে 'শুন্ধ্যাবতা' শুদ্ধিমতা 'পথা' মার্গেণ 'যদি' যদা 'তুঞ্জন্তি' প্রযচ্ছন্তি দেবেভ্যঃ 'ভূর্ণয়ঃ' ভরণশীলাঃ অধ্বর্য্যাদয়ঃ; তদা বিনীয়ত ইত্তি সম্বন্ধঃ। 'শুন্ধ্যাবতা'— 'শুভ্রাবতা'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ-২খ-১সূ-৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১২৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——:*:——

মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিলতাসম্পন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই জটিলতার বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম (হবির্দ্ধানে) আহিত হইয়া, নীত হইয়া (আহ্বনীয় দেশে) যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন, তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।" ব্যাখ্যাটী অধিকাংশস্থলেই ভাষ্যানুসারী। 'আহ্বনীয়' পদ-স্থলে ভাষ্যে 'আহবনীয়' পদ দৃষ্ট হয়, এবং তাহাই সম্ভবতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে শুদ্ধ পদ। কিন্তু 'আহ্বানীয়' অথবা 'আহবনীয়' যাহাই ব্যবহৃত হউক না কেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা কোনও ভাবই অধিগত হয় না। উপরে উদ্ধৃত বাংলা অনুবাদের যে কোন সঙ্গত অর্থ হইতে পারে আমরা তাহা মনে করি না। মন্ত্রের এক একটী অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। "এই সোম হবির্দ্ধানে আহিত হইয়া, নীত হইয়া"—এই বাক্যাংশের কি সঙ্গত অর্থ হইতে পারে? 'হবির্দ্ধানে আহিত' অথবা 'নীত' হওয়ার অর্থ কি? আবার ব্যাখ্যার পরের অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—"আহবনীয় দেশে যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন;" আহবনীয় দেশ না হয় বুঝা গেল। কিন্তু "মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথ" জিনিষটা কি? তাহাতে সোম প্রদত্ত হয় কিরূপে? আর কে কাহাকে পথের মধ্যে এই সোম প্রদান করে? এই বাক্যাংশের কোন একটা অংশেরও কোন সদর্থ পাওয়া যায় না, মনে হয়, কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যেন বাঙ্গালা অক্ষরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ভাষ্য-সম্বন্ধেও এই উক্তি সত্য। ব্যাখ্যার শেষাংশ এই,—"তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।" কোথায় নীত হয়, কাহার দ্বারা এবং কেন নীত হয়? মন্ত্রের এক অংশের সহিত অন্য অংশের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে যথারীতি সোমরসের আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের আবির্ভাবে যে কোন অর্থ-সঙ্গতি ঘটিয়াছে তাহা তো নয়ই, অধিকন্তু ব্যাখ্যাদি কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ভূর্ণয়ঃ' পদে ভাষ্যানুসারে 'সাধকাঃ' অর্থ লাভ করা যায়। 'তুঞ্জন্তি' পদে গমন করা, সাধকগণ সাধনমার্গে ঊর্দ্ধপথে, উচ্চতরলোকেই গমন করিয়া থাকেন, তাই উক্ত পদের "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই জন্যই "যদ্ভূ ভূর্ণয়ঃ তুঞ্জন্তি" পদসমূহের অর্থ

দাঁড়ায়—যখন সাধকগণ ঊর্দ্ধমার্গে গমন করেন, অর্থাৎ যখন মোক্ষমার্গে গমন করিবার সামর্থ্য জন্মে। তখন তাঁহারা কি করেন অথবা কিরূপে সেই সামর্থ্যলাভ করেন? 'শুক্ষাবতা পথা অস্তঃ এবং বিনীয়তে'—তখন তাঁহারা সন্মার্গে সৎকর্ম্মসাধনে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদিত করেন, অর্থাৎ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সাধকগণ ঊর্দ্ধমার্গে গমনে সমর্থ হয়েন। 'শুক্ষাবতা পথা' পদ-দ্বয়ের ভাবার্থ "শুদ্ধিমতা পথা"—সন্মার্গেণ অর্থাৎ সন্মার্গে নিজকে পরিচালিত করিয়া, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা। আমরা এই ভাবেই ভাষ্যার্থ গ্রহণ করিয়াছি। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারাই মানুষ মোক্ষপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বলাভে সমর্থ হয়েন। তাই ঊর্দ্ধগমনের উপায়স্বরূপ বলা হইয়াছে—'শুক্ষাবতা পথা।' মোক্ষপ্রাপক সেই সত্ত্বভাবের স্বরূপ কি? তাহা 'হিতঃ'—বিশ্বে বর্ত্তমান অথবা বিশ্বে অনুস্যূত অবস্থায় আছে, অথবা 'হিতকারকঃ', 'পরমমঙ্গলসাধকঃ'। সঙ্গতবোধে আমরা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পরমমঙ্গলসাধক এই শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে, তবেই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। মন্ত্রে এই নিত্যসত্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১অ—২খ—১সূ—৪সা)। *

—•—

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ।

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'সিন্ধূনাং' (অমৃতসমুদ্রানাং) 'পতিঃ' (স্বামী) 'ভবন্' (ভবতি); 'বাজী' (শক্তিমান, সর্ব্বশক্তিমান্) সঃ দেবঃ 'রুক্মিভিঃ' (সাধকৈঃ) 'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ' (নির্ম্মলজ্যোতিভিঃ, পরাজ্ঞানেন ইতি ভাবঃ) 'ঈয়তে' (লভ্যতে, লব্ধঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানেন অমৃতস্বরূপং ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—২খ—১সূ—৫সা)।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ অমৃতসমুদ্রের স্বামী হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকগণকর্ত্তৃক পরাজ্ঞান দ্বারা লব্ধ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক।)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে লাভ করেন।)। (১০প—২খ—১সূ—৫সা!)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'ক্ষিপ্রিভিঃ' অধ্বর্য্যাদিভিঃ সহ 'ঈয়তে' গচ্ছতি। কীদৃশ এষঃ? 'বাজী' বেগবান্ 'শুভ্রেভিঃ' দীপ্তৈঃ অংশুভির্ব্বিশিষ্টঃ। অথবা ক্ষিপ্রিভিরিত্যেতদপ্যংশু-বিশেষণং। 'সিন্ধুনাং' স্যন্দমানানাং রসানাং 'পতিঃ' 'ভবৎ' শীঘ্রস্ত ইতি। (১০প ২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১২৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের তদনুরূপ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"এই বেগবান্ শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হইয়া গমন করেন।" মন্ত্রে আছে 'এষঃ' পদ। ভাষ্যকার উক্তপদে সোমকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের অন্যান্য পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, উক্তপদে ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। 'এষঃ' পদের বিশেষণস্বরূপ 'সিন্ধুনাং পতিঃ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের ভাষ্যার্থ "স্যন্দমানানাং রসানাং পতিঃ"—'স্যন্দমান রসের পতি' অর্থাৎ যে রস ক্ষরিয়া পড়িতেছে তাহার প্রভু। যদি এই অর্থ গৃহীত হয় তবে প্রশ্ন উঠে—এই রসের পতি কে? বাঙ্গালা ব্যাখ্যাকার উত্তর দিয়াছেন—'শুভ্রলতাবিশিষ্ট সোম' অর্থাৎ সোমলতা। কিন্তু মন্ত্রে 'শুভ্র লতাবিশিষ্ট' অর্থদ্যোতক কোন পদ নাই। যদি ধরাই যায় যে—'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ' পদদ্বয় হইতে উক্ত অর্থ প্রাপ্ত করা যায়, তথাপি অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হয় না। কারণ তাহা হইলে সোমলতাই "গমন করেন" ক্রিয়ার কর্ত্তা হয়। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই 'সোমলতা' গমন করে না—গমন করে সোমরস। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই অবস্থে প্রচলিত অর্থেও ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

আমরা মনে করি—'এষঃ' পদে ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। তিনিই 'সিন্ধূনাং পতিঃ'—অমৃতসমূহের স্বামী। অর্থাৎ ভগবান্ অমৃতস্বরূপ। তাঁহার সম্বন্ধেই 'বাজী' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি 'বাজী' অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বশক্তিমান্। এই বিশেষণ তাঁহারই উপযুক্ত। ভাষ্যাদিতে 'বাজী' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'বেগবান্', কিন্তু 'বাজ' শব্দে শক্তি অর্থ প্রকাশ করে। আমরা সর্ব্বত্রই ঐ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমানস্থলেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। আর 'বাজী' পদে যদি 'বেগবান্' অর্থই গ্রহণ করা

হয়, তথাপি উক্ত অর্থও ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনিই ত্বরাপেক্ষা
বেগবান গতিশীল আশুমুক্তিদায়ক। সুতরাং তাদৃশার্থ গ্রহণেও আমাদের আপত্তি নাই।
সাধকগণ ভগবচ্চরণ লাভ করেন, কিন্তু কিরূপে? তাহার উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে—
'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ'—নির্ম্মলজ্যোতির সাহায্যে, পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ ভগবানকে
লাভ করেন। ইহাই মন্ত্রের সার মর্ম্ম॥ (১০অ—২খ-১সূ—৫সা)। *

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩১র ২র ৩ ১২৩ ১২ . ৩ ২ ১২
এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যুথ্যো৩ বৃষা।

৩ ১র ২র৩ ১২
নৃম্ণা দধান ওজসা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) সাধকায় 'শিশীতে' (তীক্ষ্ণে, তীক্ষ্ণাণি পরমশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'শৃঙ্গাণি' (উৎকর্ষাণি, ঔৎকর্ষ্যং যথা শৃঙ্গবদুন্নতান্ অংশূন্, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকং পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'দোধুবৎ' (ধুনোতি, ধারয়তি, প্রযচ্ছতি); 'যূথ্যঃ' (যুথপতিঃ সর্ব্বেষাং পতিঃ বিশ্বপতিঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) সঃ পরমদেবঃ 'ওজসা' (শক্ত্যা, আত্মশক্ত্যা সহ) সাধকায় 'নৃম্ণা' (নৃম্ণানি, পরমধনানি) 'দধানঃ' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ সাধককে পরমশক্তিদায়ক ঔৎকর্ষ্য (অথবা ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক পরাজ্ঞান) প্রদান করেন; বিশ্বপতি অভীষ্টবর্ষক সেই পরমদেবতা আত্মশক্তির সহিত সাধককে পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করেন।)॥ (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শৃঙ্গাণি' শৃঙ্গবদুন্নতানংশূন্ অভিষবকালে 'দোধুবৎ' ধুনোতি 'যূথ্যঃ' যূথার্হো যূথপতিঃ 'বৃষা' বৃষভঃ যথা 'শিশীতে' তীক্ষ্ণে শৃঙ্গে ধুনোতি তদ্বৎ। কীদৃশঃ? 'ওজসা' বলেন 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি ধনানি 'দধানঃ' অস্মদর্থং ধারয়ন্॥ (১০অ ২খ ১সূ—৬সা)॥

* . *

ষষ্ঠ (১২৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। উহার শৃঙ্গ যূথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন।" এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাদৃষ্টে আমরা বাস্তবিকই হতবুদ্ধি হইয়াছি। এখানে ব্যাখ্যাকার সোম বলিতে কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সোম যদি তরল মাদক দ্রব্য হয়, তাহা হইলে তাহার শৃঙ্গ বা লেজ কিছুই থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় আমরা দেখিতেছি যে, সোমের শৃঙ্গ আছে এবং তিনি তাহা কম্পিতও করেন। এই সোম কে? আর তাহার শৃঙ্গই বা কি? শৃঙ্গ বলিতে যদি আমরা গো-মহিষাদির 'শিং' অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে 'সোম' শব্দে তরল মাদকদ্রব্য সোমরসকে কিছুতেই বুঝাইতে পারে না। কারণ তরল-দ্রব্যের আকৃতিই নাই, তার আবার শৃঙ্গ প্রভৃতি থাকিবে কিরূপে? বিশেষতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে আমরা সোমরসের যে চিত্র পাইয়া আসিতেছি, সেই চিত্রের সহিত এই বর্ণনার কোন সাদৃশ্যই নাই। এখানে 'শৃঙ্গ' শব্দের কোন বিশিষ্ট অর্থ যদি থাকে তবে হয় তো কোন ভাব উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যায় তাহার কোন ইঙ্গিতও নাই।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটুখানি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'শৃঙ্গাণি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'শৃঙ্গবদুন্নতানংশূন্'। 'অংশু' শব্দে ভাষ্যকার 'লতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়, কারণ মন্ত্রে সোমের প্রসঙ্গ অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি সোমের উপর শৃঙ্গের আরোপ করেন নাই। বিবরণকার আবার 'শৃঙ্গ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"বহুবচনং দ্বিবচনস্থ স্থানে দ্রষ্টব্যং শৃঙ্গে" অর্থাৎ পশ্বাদির দুইটী শৃঙ্গ থাকে, সুতরাং বহুবচনান্ত 'শৃঙ্গাণি' পদস্থলে দ্বিবচনান্ত 'শৃঙ্গে' পদ হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

কিন্তু প্রচলিত অর্থানুসারেই সোমের উপর শৃঙ্গ আরোপ করিলে যে ভাব-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা 'শৃঙ্গাণি' পদে দুইটী ভাব গ্রহণ করিয়াছি

'শৃঙ্গ' পদে আভিধানিক অর্থে ঔৎকর্ষ্য বুঝায়। সুতরাং আমরা সঙ্গতবোধে উক্তপদের 'ঔৎকর্ষ্যাৎ' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, ভাষ্যার্থ অনুসারেও একটী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়। উক্তপদের ভাষ্যার্থ, —'শৃঙ্গবচ্ছ্রতান্ অংশূন্'। 'অংশু' শব্দ কিরণ-বাচক। সুতরাং 'উন্নতকিরণ' বলিতে উর্দ্ধগতিদায়ক পরাজ্ঞানকেই লক্ষ্য করে। তাই আমরা এই শেষোক্ত অর্থও গ্রহণ করিয়াছি। 'শিশীতে' পদের অর্থ 'তীক্ষ্ণে'। উহা হইতে পরমশক্তিদায়ক ভাব আসে। 'তীক্ষ্ণ' অর্থাৎ উপযুক্ত কর্ম্মসাধনসমর্থ। পরাজ্ঞানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে উক্তপদে 'পরমশক্তিদায়ক' অর্থই সঙ্গত হয়। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে— "ভগবান্ পরমশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান অথবা ঔৎকর্ষ্য প্রদান করেন।"

'যূথ্যঃ' পদের অর্থ যূথপতি। 'যূথ' শব্দ সমূহার্থক। সুতরাং 'যূথপতি' শব্দে সকলের অধিপতি, বিশ্বপতিকে লক্ষ্য করে। তিনিই মানুষকে 'নৃম্ণা' অর্থাৎ পরমধন প্রদান করেন। ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক মানুষকে পরমধন, পরাজ্ঞান প্রদান করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)। *

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

এষ বসূনি পিব্দনঃ পরুষা যয়িবাঁ অতি।

২ ৩ ১ ২

অব শাদেষু গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'বসূনি' (পরমধনানি) 'পিব্দনঃ' (রোধকান্—শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'পরুষা' (পৌরুষেণ, স্বশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'অতিযায়িবান্' (অতিগচ্ছন্, অতিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ); 'শাদেষু' (শাতনীয়েষু রক্ষঃসু, বিনাশযোগ্যা রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অবগচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি - তাং বিনাশিতুং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ লোকানাং শত্রূন্ বিনাশয়তি। (১০অ - ২খ - ১সূ - ৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ পরমধনরোধক শত্রুদিগকে স্বশক্তিতে বিনাশ করেন, বিনাশযোগ্য রিপুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকদিগের শত্রুকে বিনাশ করেন ;)। (১০অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসূনি' আচ্ছাদকানি রক্ষাংসি 'পিব্দনঃ' পীড়য়ন্ 'এষ.' সোমঃ 'পরুষা' পর্ব্বণা 'অতি' অতিক্রম্য 'যবিষান' গচ্ছন 'শাসেষু' শাতনীয়েষু রক্ষঃসু 'অ.া গচ্ছতি'॥ 'পিব্দনঃ' - 'পিব্দনা' - ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* . *

সপ্তম (১২৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় জটিলতাপূর্ণ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুভূত হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন।" এই বাক্য দ্বারা যে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের মনে হয় না। প্রচলিত মতানুসারেই মন্ত্রের ভাবপরিগ্রহের চেষ্টা করা যাউক। 'সোম' বলিতে সোমরস নামক তরল মাদকদ্রব্য বুঝায়। এই সোমরস পর্ব্বতের দ্বারা রাক্ষসগণকে অতিক্রম করিবে কিরূপে এবং এই অতিক্রম করার অর্থ-ই বা কি? কেবল তাহাই নহে,—"পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে (অর্থাৎ রাক্ষসদিগকে) অবগত হইতেছেন।" এখানে কোথায়ও কোন রূপক বা উপমা কিছুই নাই। সুতরাং ব্যাখ্যায় যে সকল পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রচলিত সাধারণ অর্থ-ই গ্রহণ করা উচিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত বাঙ্গালা অনুবাদের কি অর্থ হইতে পারে। তরলদ্রব্য সোমরস পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করিবে কিরূপে। অবশ্য এখানে অতিক্রম করার দূরার্থক 'বিনাশ করা' প্রতিশব্দ গ্রহণ করা যায়, কিন্তু তাহা করিলেও সোমরস পর্ব্বত-দ্বারা রাক্ষস বিনাশ করিবে কিরূপে? অপিচ, 'রাক্ষসগণের' বিশেষণ 'পীড়িত' পদই বা আসিল কোথা হইতে? এতদ্ব্যতীত মন্ত্রের শেষাংশ —"তাহাদিগকে (অর্থাৎ রাক্ষসদিগকে) অবগত হইতেছেন"—ইহার অর্থ-ই বা কি? ধ্বংস করিয়া কি অবগত হওয়া যায়? আর রাক্ষসদিগকে অবগত হওয়ার প্রকৃত অর্থ কি?

ভাষ্যকারও ব্যাখ্যায় নানা গোলযোগ করিয়াছেন। 'বসূনি' পদে ভাষ্যকারও অন্যত্র অর্থ করিয়াছেন—'ধন'। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে অর্থ করিয়াছেন—"আচ্ছাদকানি রক্ষাংসি"। কেন, কিরূপে যে এই অর্থ সাধিত হইল তাহা বুঝা যায় না। আবার, 'পরুষা' পদের অর্থ 'পর্ব্বণা' পদের দ্বারা ভাষ্যকার কি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাও অবোধ্য।

আমরা 'বসূনি' পদে 'ধনানি' অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। 'পরুষা' পদের অর্থ পৌরুষেণ,—শক্তিদ্বারা, স্বশক্তি দ্বারা। তাই উক্তপদে 'স্বশক্ত্যা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'অব গচ্ছতি' পদের কোন প্রতিশব্দ ভাষ্যাদিতে নাই। অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা উক্ত

পদে "তাং বিনাশিতুং প্রাপ্নোতি" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাদৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ - ২খ—১সূ - ৭সা)। *

—:০:—

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো হরিং হিন্বন্তি যাতবে

৩ ৩ ৩ ১ ২
স্বায়ুধং মদিন্তমম্ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলয়ঃ, যৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'স্বায়ুধং' (রক্ষাস্ত্রধারিণং) 'মদিন্তমং' (পরমানন্দদায়কং) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্যং' (তং) 'হরিং' (পাপহারকং - শুদ্ধসত্বং ইতি যাবৎ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি - ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন মোক্ষদায়কঃ শুদ্ধসত্বঃ লভ্যতে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধনশক্তি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য রক্ষাস্ত্রধারী পরমানন্দদায়ক প্রসিদ্ধ সেই পাপহারক শুদ্ধসত্বকে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লব্ধ হয়।)॥ (১০অ—২খ—১স—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'হরিং' হরিতবর্ণং 'ত্যং' তং 'এতং' এতমেব সোমং 'দশ ক্ষিপঃ' দশ-সংখ্যাকা অঙ্গুলয়ঃ 'যাতবে' গমনায় 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি। কীদৃশমেনং? 'স্বায়ুধং' শোভনায়ুধং 'মদিন্তমং' মাদয়িতৃতমং রক্ষোহনন-প্রদর্শনায় আয়ুধ-শব্দশ্রবণং॥ 'হরিংহিন্বন্তিযাতবে'—'মৃজন্তি সপ্তধীতয়ঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ - ২খ—১সূ—৮সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টম (১২৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

——(*)——

সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। শুদ্ধসত্ত্বই মোক্ষলাভের হেতু। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হইয়াছে, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। অথবা ইহাও বলা যায় যে, মোক্ষলাভ করিতে হইলে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা চাই। সেই শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে হইলে সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করা চাই। 'দশ ক্ষিপঃ' পদদ্বয়ে সেই সৎকর্ম্মসাধনশক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

ভাষ্যাদিতে 'দশক্ষিপঃ' পদের 'দশ অঙ্গুলয়ঃ' অর্থাৎ হাতের দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা তাহা অসঙ্গত মনে করি না। দশ অঙ্গুলি দ্বারা দুই হস্তকেই বুঝায়। কিন্তু হস্তের সার্থকতা কি? জিহ্বা দ্বারা শব্দোচ্চারণ ও বস্তুর স্বাদগ্রহণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঠিক সেইরূপভাবে হাতের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য—সৎকর্ম্ম করা। সেই জন্য দুই হাতকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাই 'দশক্ষিপঃ' পদদ্বয়ে 'সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সৎকর্ম্মসাধনশক্তি কি করে? মানুষকে সৎকর্ম্মসাধনে প্রেরণা দেয়। শক্তি থাকিলে তাহার ক্রিয়া অনুভূত হইবেই। মানুষের মধ্যে যদি উপযুক্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি বহির্জগতে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই। সুতরাং যে সাধকের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি বর্ত্তমান আছে, তিনিই স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই সৎকর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়। তাহাই সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যায়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—২খ—১সূ—৮সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যাবারেভিরব্যত।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
গচ্ছন্বাজꣳ সহস্রিণম্ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, সন্মার্গে বাহকঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ — শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যাবারেভিঃ' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহৈঃ, পরাজ্ঞানেন সহ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, সাধকং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) ; 'উ' (তথা) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সহস্রিণং' (প্রভূতপরিমাণং) 'বাজং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছন্' (প্রাপয়ন, সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানেন সহ আত্মশক্তিং তথা শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে - ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ ৩খ - ১সূ - ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম্মসাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব, প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —সাধকগণ পরাজ্ঞানের সহিত আত্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ প্রসিদ্ধঃ 'এষঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'বৃষা' বর্ষিতা 'রথঃ' রংহণ-স্বভাবঃ 'অব্যাবারেভিঃ' অবের্ব্বালৈঃ দশাপবিত্রেণ 'অর্ষতি' দ্রোণকলশং প্রতি গচ্ছতি 'বাজং' অন্নং 'সহস্রিণং' সহস্রসংখ্যাকং যজমানায় প্রদাতুং 'গচ্ছন্' দ্রোণকলশং প্রবিশন্নাস্তেত্যর্থঃ। 'অব্যাবারেভিরর্ষতি' — 'অব্যোবারেভিরর্ষতি' – ইতি পাঠৌ ॥ (১০অ - ৩খ ১সূ - ১সা) ॥

* * *

প্রথম (১২৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

—————:•:—————

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তিলাভ করেন, তিনি সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব বোধগম্য হইবে। অনুবাদটী এই, — "সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশাপবিত্র দ্বারা দ্রোণে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, —সোমরস নামক মদ্য দশাপবিত্র নামক ছাকুনির মধ্য দিয়া দ্রোণকলসে গমন করিলে যজমান বা সাধকের অন্নলাভ হয়। কিন্তু মন্ত্রে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নাই। দশাপবিত্রেরও কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মন্ত্রে দশাপবিত্র বা দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ আছে, তথাপি উহা দ্বারা কি মন্ত্রের ভাব সঙ্গতি রক্ষিত হয়? সোমরস মাদকদ্রব্য। কিন্তু সেই মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধে মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, তাহা যজমানকে 'সহস্র অন্ন' দান করে। 'অন্ন' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যাকার কি বলিতে চাহেন তাহা বুঝা যায় না। 'অন্ন' শব্দ 'শক্তি', 'ধন' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 'বাজং' পদের প্রতিশব্দ-রূপে 'অন্ন'-শব্দ গৃহীত হইয়াছে। 'বাজ' শব্দে আমরা সর্ব্বত্রই 'শক্তি' অর্থগ্রহণ করিয়াছি, এখানেও যে ঐ অর্থই সঙ্গত তাহাই আমাদের ধারণা। শক্তি বা ধন যে অর্থই প্রকাশ করুক না কেন, মদ্য তাহা মানুষকে কিরূপে প্রদান করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। সোমরস যে দ্রোণকলসে যাইতেছে তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে; সেই উদ্দেশ্য যজমানকে প্রভূতপরিমাণ অন্নদান করা। কিন্তু মদ্যদ্বারা 'বাজ' বা 'অন্ন' কিরূপে যে লাভ হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা মনে করি, মদ্য মানুষকে অধঃপতনের পথেই লইয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্রের ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রদত্ত হয় নাই। 'বৃষা' পদের অর্থ অভিলাষপ্রদ বা অভীষ্টবর্ষক। ভাষ্যাদির সহিত এই অর্থ-সম্বন্ধে কোন পদের মতানৈক্য ঘটে নাই। 'রথঃ' শব্দের ভাষ্যানুসারে গৃহীত অর্থ 'রথস্বরূপঃ' কিন্তু সেই রথ কি করে? কাহাকে বহন করে। কোথায় লইয়া যায়? আমরা পূর্ব্বে বহুত্র এই 'রথ' শব্দ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। যাহা মানুষকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায় তাহাই 'রথ' পদবাচ্য। সৎকর্ম্ম, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি যাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে বহন করে তাহাই রথ। এখানে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি এই 'রথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অব্যাবারেভিঃ' পদদ্বয়ে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। যাহা সামান্য পার্থক্য হইয়াছে তাহার মর্ম্ম মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাদৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ - ৩খ—১সূ ১সা)॥ *

——:০:——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতস্য' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তস্য, ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ) 'যোষণঃ' (ঋত্বিজঃ, সাধকাঃ) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসাধনৈঃ) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'ইন্দুং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'ইন্দ্রায় পীতয়ে' (ইন্দ্রস্য পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায় ইতি ভাবঃ) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি—উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৩খ ১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা প্রসিদ্ধ পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের গ্রহণের নিমিত্ত হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন)। (১০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতং' 'ইন্দুং' 'হরিং' হরিতবর্ণং সোমং 'ত্রিতস্য' এতন্নামকস্য ঋষেঃ 'যোষণঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'অদ্রিভিঃ' অভিষব-পাষাণৈঃ 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি। কিমর্থং? 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পীতয়ে' পানায়॥ (১০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'ত্রিতস্য', 'যোষণঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। 'ত্রিতস্য' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"এতন্নামকস্য ঋষেঃ"—অর্থাৎ ত্রিতনামক ঋষির। 'যোষণঃ' পদে 'অঙ্গুলয়ঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং 'ত্রিতস্য যোষণঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—ত্রিতনামক ঋষির অঙ্গুলিসমূহ। মন্ত্রে 'ইন্দুং' পদ আছে, সুতরাং ভাষ্যাদিতে সোমরসের কল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব এই যে, সাধকগণ সোমরস ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত প্রস্তুত করিতেছেন অথবা প্রেরণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে "ত্রিতস্য যোষণঃ" পদদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি তাহা দেখা যাউক। আমরা অনেক স্থলেই বলিয়াছি এবং এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি যে, নিত্য বেদমন্ত্রে দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামের বা ঘটনার উল্লেখ নাই, এবং থাকিতে পারে না। সুতরাং 'ত্রিতস্য' পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। 'ত্রিত' শব্দে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ যাঁহার বশীভূত, অর্থাৎ যিনি এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোনটীরই অধীন নহেন তাঁহাকেই 'ত্রিত' শব্দে বুঝায়। এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

'যোষণঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'অঙ্গুলয়ঃ'। কিন্তু ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'ঋত্বিজঃ' অর্থাৎ সাধকগণ। 'ত্রিতস্য' পদ 'যোষণঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকন্তু 'হিম্বন্তি' পদ বহুবচনবাচক। তাই অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "ত্রিতস্য যোষণঃ" পদদ্বয়ে 'ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তাঃ সাধকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সাধকগণ কি করেন? তাঁহারা 'ইন্দ্রস্য পীতয়ে' অর্থাৎ 'ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত' শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন। ইন্দ্রদেব অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করেন। ভগবৎপূজার প্রধান উপকরণ—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবান্ মানুষের হৃদয়ের এই পবিত্র ভাবকুসুমই গ্রহণ করেন। সাধকগণ হৃদয়ে 'ইন্দুং হিম্বন্তি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি', শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করেন। কিন্তু কেন? শুদ্ধসত্ত্বলাভ করাই কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য?—না, ধনলাভ করাই সব নয়, সেই ধনের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তাই বলা হইতেছে,—'ইন্দ্রায় পীতয়ে' ইন্দ্রের পানের জন্য, ভগবানের গ্রহণের জন্য। ভগবান্ যাহাতে আমাদের পূজা আরাধনা গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে ইহা মন্ত্রের গূঢ় ইঙ্গিত। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ ৩খ—১সূ—২সা)। *

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ২র ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি।
১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
গচ্ছং জারো ন যোষিতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনঃ যথা শীঘ্রবেগেন কুলায়ং আগচ্ছতি, যদ্বা উর্দ্ধগতিসম্পন্নঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ শীঘ্রং) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ পরমদেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'মানুষীষু' (মনুষ্যমধ্যে, সাধকেষু, তেষাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'সীদতি' (অধিতিষ্ঠতি); 'জারঃ' (প্রবর্দ্ধকঃ, সদ্ভাববর্দ্ধকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'ন' (যথা) 'যোষিতং' (সেবাং, ভগবৎসেবাং, ভগবৎপরায়ণতাং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ 'স্যঃ' (সঃ পরমদেবঃ) 'বিক্ষু' (প্রজাসু, সাধকেষু ইতি ভাবঃ) 'আ' (আগচ্ছতি, অধিতিষ্ঠতি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকহৃদয়ে আবির্ভবতি - ইতি ভাবঃ। (১০অ-৩খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রবেগে কুলায়ে আগমন করে, (অথবা উর্দ্ধ-গতিসম্পন্ন সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন) সেইরূপ শীঘ্র সেই পরমদেব ভগবান্ সাধকদিগের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন; সত্ত্বভাববর্দ্ধক শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবৎসেবা—ভগবৎপরায়ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি সেই পরমদেব সাধকদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বঃ' সঃ 'এষঃ' সোমঃ 'মানুষীষু' 'বিক্ষু' প্রজাসু 'শ্যেনো ন' শ্যেনইব শীঘ্রমাগম্য যজমান-রূপাসু অনুগ্রহেণ 'আ' আগত্য 'সীদতি'। পুনঃ কইব? 'যোষিতং' 'গচ্ছন' অভিগচ্ছন 'জারো ন' জার ইব। স যথা সঙ্কেতিতঃ তস্যাঃ কামপূরণায় গূঢ়-গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ। (১০অ ৩খ-১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে অপার করুণা বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রে দুইটী উপমা দ্বারা ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম উপমা—শ্যেনঃ ন। তাহার এক ভাব এই যে,-শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রগতিতে আপনার কুলায়ে আগমন করে, সেইরূপভাবে ভগবানও আপনার আবাসস্থলরূপ সাধকহৃদয়ে আগমন করেন। শ্যেনপক্ষী অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন। সেই দ্রুতগতি অথবা শীঘ্রগামিতা বুঝাইবার জন্যই বিশেষভাবে এই উপমার সার্থকতা। অন্য আরও একটী ভাব এই যে, সাধকের হৃদয়ই ভগবানের আবাসস্থল। 'শ্যেনঃ ন' এই উপমাটীর আরও একটা অর্থ হয় এবং তাহাই অধিকতর সঙ্গত। 'শ্যেনঃ' পদে প্রকৃতপক্ষে উর্দ্ধগতিসম্পন্ন সাধককে বুঝাইয়া থাকে। সেই সাধক যেমন দ্রুতগতিতে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়েন, যেমন শীঘ্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, তেমনিভাবে ভগবানও সাধকের অভিমুখে আগমন করেন, সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। বাস্তবিকপক্ষে ভগবান্ মানুষকে কৃপা না করিলে তাহার নিজের সাধ্য নাই যে, সে আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে। ভগবানই প্রকৃতপক্ষে সাধককে মোক্ষদান করেন - ইহাই উপমার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভগবন্মহিমা, ভগবানের করুণা প্রকটিত করিবার জন্য মন্ত্রে আরও একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা—'জারঃ ন যোষিতং'। তাহার ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন সৎকর্ম্মের সহিত—ভগবদারাধনার সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধযুক্ত, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবদারাধনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি-ভাবে ভগবানও সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। 'জারঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৪৬সূ-৪ঋ) এবং 'যোষিতং' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-১০১সূ-৭ঋ) দ্রষ্টব্য। এই উপমার ভাব উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপপত্নীর নিকট যেমন উপপতি গমন করে সেইরূপ গমন করিতেছেন।" বাঃ! কি চমৎকার বেদ-ব্যাখ্যা! ভাষ্যকার আবার তাহার এক-ডিগ্রী উপরে গিয়া লিখিয়াছেন,—"যোষিতং গচ্ছন্ অভিগচ্ছন্ 'জারঃ ন' জার ইব স যথা সঙ্কেতিতঃ তস্যাঃ কামপূরণায় গূঢ়গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ।" বেশ! এবার ভাষ্যকার আর কিছুই বাকী রাখেন নাই। ভাষ্যের আর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল না। কিন্তু 'গূঢ়গতিঃ' বিশেষণের সঙ্গে সোমরসের গতির কোন সাদৃশ্য আছে কি? আবার উপপতি উপপত্নীর প্রসঙ্গ আনিয়া সোমরসের সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি নূতন তথ্য প্রচার করিতে চাহেন। যেমন সোমরস নামক মদ্য, তদনুরূপ উপপতির উপমা। ইহাকেই বলে—'যোগ্যেন যোগ্যং যোজয়েৎ।'

এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-দৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনকালেও বর্ত্তমান-কালের ন্যায় সর্ব্ববিধ পাপ বর্ত্তমান ছিল এবং বেদের মধ্যে উপপতি সম্বন্ধীয় উপমা থাকায় সমাজের নৈতিক আদর্শেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ গবেষণা করুন, আমরা মন্ত্রের ভাব-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ॥ (১০অ.-৩খ—১সূ-৩সা) ॥ *

—•—

চতুর্থং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২র ৩ ১র ২র

এষ স্য মদ্যো রসোঽবচষ্টে দিবঃ শিশুঃ

২উ ৩ ২ ৩ ১ ২

য ইন্দুর্ব্বারমাবিশৎ ॥ ৪ ॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ ইন্দুঃ' (যঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বারং' (জ্ঞানপ্রবাহং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আবিশৎ' (আবিশতি, প্রবিশতি, প্রাপ্নোতি) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'মত্সঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'শিশুঃ' (শিশুস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'রসঃ' (রসস্বরূপঃ, অমৃতস্বরূপঃ) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অবচষ্টে' (পশ্যতি, পবিত্রহৃদয়ং সাধকং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, প্রসিদ্ধ, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকের শিশুস্থানীয়, রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ সেই শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্রহৃদয় সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন।) ॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ 'এষঃ' 'মত্সঃ' মদ-নিমিত্তঃ 'রসঃ' 'অবচষ্টে' সর্ব্বমেব পশ্যতি 'দিবঃ শিশুঃ' দ্যুলোকস্য পুত্রঃ। ততোহুৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমস্য। 'যঃ' 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সোমঃ 'বারং' দশাপবিত্রং 'আবিশৎ' আবিশতি স এব ইতি॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১২৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

যিনি যে ভাবের সাধনা করেন, তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সদ্ভাবে আপনার জীবনকে নিয়মিত করেন, যিনি সন্মার্গে থাকিয়া পবিত্রভাবে সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি পবিত্রতার আধার ভগবানের কৃপালাভ করেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুই সমের অনুসরণ করে। জাগতিক নিয়মেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক বস্তু—প্রাণী আপনার সদৃশ বস্তু বা প্রাণীর সহিত মিলিত হইতে চায়। যিনি সাধু, তিনি সাধুর, পবিত্রহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে ইচ্ছুক, এবং তাহা লাভ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী মনে করেন। আবার, অসৎ প্রকৃতির লোক সাধুসঙ্গে আপনাকে বিপন্ন মনে করে, সে আপনার সমধর্ম্মী লোক চায়। প্রাণীজগতে যেমন বস্তুজগতেও তেমনি বস্তু আপনার সমধর্ম্মী অন্বেষণ করে, নদী সাগরেই আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য ছুটিয়া যায়।

ব্যবহারিক জগতে যেমন অধ্যাত্মজগতেও তেমনি এক নিয়মই বর্ত্তমান আছে। পবিত্রতা পবিত্রতার অনুসরণ করে, বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়।

ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব, দেবভাব, পবিত্রস্বভাব সাধকের হৃদয়েই আপনার প্রকৃত আবাসস্থল নিরূপণ করেন। যিনি মোক্ষকামী, ভগবান কৃপা করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ পরাজ্ঞান-সমন্বিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁহাকে প্রদান করেন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই মত্তরস সকল পদার্থ-দর্শন করিতেছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এই সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করিতেছেন।" ভাষ্যকারের মত প্রায় একরূপ। কিন্তু মন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা যে এই মদের প্রতি কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। একটী বিশেষণ—'দিবঃ শিশুঃ'; উহার ভাষ্যার্থ—দ্যুলোকস্য পুত্রঃ। এই অর্থকে পরিষ্কার করিতে গিয়া ভাষ্যকার তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, 'তত্রোৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমস্য' অর্থাৎ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার পুত্রত্ব। এখানে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে স্বর্গোৎপন্ন সেই মদের স্বরূপ কি? তাহা কি মাতালভোগ্য মদ? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে মদপ্রস্তুতের বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরমানন্দদায়ক মাদক-দ্রব্যেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'মন্দ্রঃ'—মদকর, মত্ততাজনক, এই অর্থ অসঙ্গত নয়, কিন্তু সে মত্ততা মানুষকে দেবত্বে পরিণত করে, মানুষ আপনহারা হইয়া যায়। ভগবানের চরণামৃতপানে যে আত্মহারা নেশা উপস্থিত হয়, তাহা লাভ করিবার জন্য সাধক, যোগী-ঋষিগণ অনন্তকাল যাবৎ প্রার্থনা করেন। এখানে পরমানন্দ-দায়ক সেই পরমমদেরই উল্লেখ আছে। তাহাই স্বর্গের শিশুস্থানীয়। স্বর্গে, ভগবচ্চরণে তাহা উৎপন্ন হয়, ভগবচ্চরণ হইতে তাহা পূত মন্দাকিনীধারায় ধরাতে মানবের অশেষ কল্যাণার্থ নামিয়া আসে। তাই তাহাকে 'দিবঃ শিশুঃ'—দ্যুলোকের শিশুস্থানীয় বলা হইয়াছে।

'বারং' পদে জ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। অন্যান্য পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥ *

পঞ্চমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২উ　　৩ ১ ২　৩ ১র　২র　　৩ ২

এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২　৩ ২

ক্রন্দন্যোনিমভি প্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায় — ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'এষঃ' (অয়ং) 'স্যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ধর্ণসিঃ' (ধারকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ, রক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ — সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ক্রন্দন্' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (তস্য প্রিয়স্থানং ইতি ভাবঃ) 'যোনিং' (স্থানং, আশ্রয়স্থলং, সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষতি' (অভিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরমমঙ্গলদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে — ইতি ভাবঃ। (১০অ-৩খ-১সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের গ্রহণের জন্য এই প্রসিদ্ধ পাপহারক সকলের ধারক, রক্ষক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার প্রিয়স্থান সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, — সাধকগণ পরমমঙ্গল-দায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' 'স্যঃ' সঃ সোমঃ 'পীতয়ে' পানায় 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'ধর্ণসিঃ' ধারকঃ 'প্রিয়ং' স্বপ্রিয়ভূতং 'যোনিং' স্থানং দ্রোণকলশং 'ক্রন্দন্' শব্দয়ন্ 'অভ্যর্ষতি' অভিগচ্ছতি ॥৫॥

* * *

পঞ্চম (১২৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ———

প্রথমে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই, — "পানার্থ অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করতঃ প্রিয়স্থানে গমন করিতেছেন।" ভাষ্যকারও এই মতানুবর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে দেখিলে উহার সহিত সোমরসের কোন সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা ভাষ্যার্থ-গ্রহণেই আলোচনা করিতেছি।

'এষঃ স্যঃ' পদে ভাষ্যকার 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সোমরসকে আনিবার কি সার্থকতা তাহা বুঝা যায় না। কারণ যে সমস্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদ্বারা কোন মাদকদ্রব্যকে লক্ষ্য করিতে পারে না। 'ধর্ণসিঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'ধারকঃ' অর্থাৎ যাহা সমস্ত বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে। প্রচলিত মতানুসারেই এই বিশেষণ কিরূপে মদ্যের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। মদ কি বস্তুজাতকে ধারণ করিয়া আছে, — তাহা কি বিশ্বের ধারক? বরং মদকে সমস্ত বস্তুর বিনাশক বলা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরস-নামক মদ্যের প্রসঙ্গ উপস্থিত করায় ভাষ্যের

অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। তাই আমরা মনে করি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'এবঃ' পদে বিশ্বের ধারক, ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যকার মন্ত্রে কেবল সোমরসের অধ্যাহার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি অনেক-দূর অগ্রসর হইয়া 'প্রিয়ং যোনিং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—"স্বস্থানভূতং দ্রোণ-কলশং"। কিন্তু এখানে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র সোমরস অধ্যাহারের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য দ্রোণকলসকেও ব্যাখ্যায় স্থান দিতে হইয়াছে। আমরা উক্ত 'প্রিয়ং যোনিং' পদদ্বয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রিয় আবাসস্থল সাধকহৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাতে ভাব-সঙ্গতি কিরূপ রক্ষিত হয় দেখা যাউক।

শুদ্ধসত্ত্বকে 'হরিঃ' অর্থাৎ পাপহারক বলা হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপস্থিত হয়, তাঁহার মনে কোন প্রকার পাপ কালিমা থাকিতে পারে না। তিনি অপাপ হইয়া যান। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ হীন বাসনা কামনা দূরীভূত হয়। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে পাপহারক বলা হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'ধর্ণসি.' অর্থাৎ সকলের ধারক। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। সত্ত্বভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয়, তাই সেই শক্তিকে 'ধর্ণসিঃ' বলা হইয়াছে।

সেই পরম বস্তু সাধকগণ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সাধনার দ্বারা যখন হৃদয় পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয় তখনই মানবের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপস্থিত হয়। ভগবদুপাসনায় তাহাই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাই বলা হইয়াছে,—ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। ভগবানের উপাসনায় শ্রেষ্ঠ উপচার শুদ্ধসত্ত্ব। সাধকগণ সেই পরমবস্তু লাভ করেন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-৩খ—১সূ-৫সা)। *

——:o:——

ষষ্ঠঃ সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এতং ত্যং হরিতো দশ মর্ম্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যাভির্মদায় শুম্ভতে ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকানাং 'অপস্যুবঃ' (কর্ম্মসাধকানি) 'হরিতঃ' (পাপহারকাণি) 'দশ' (দশেন্দ্রিয়াণি) 'এতং' (ইমং) 'ত্যং' (তং, প্রসিদ্ধং) সত্ত্বভাবং 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি);

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'যাভিঃ' (যৈঃ, দশেন্দ্রিয়ৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'শুম্ভতে' (দীপ্যতে, সাধকানাং হৃদি আবির্ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন পরাজ্ঞানং লভন্তে - ইতি ভাবঃ॥ (১০অ - ৩খ—১সূ - ৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের সৎকর্ম্মসাধক পাপহারক দশেন্দ্রিয় এই প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন; পরমানন্দলাভের জন্য দশেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতং' 'ত্যং' তং সোমং অধ্বর্য্যোঃ 'দশ' 'হরিতঃ' হরণস্বভাবাঃ অঙ্গুলয়ঃ 'অপস্যুবঃ' কর্ম্মেচ্ছবঃ সত্যঃ 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' শোধয়ন্তি। 'যাভিঃ' অঙ্গুলিভিরিন্দ্রস্য 'মদায়' 'শুম্ভতে' দীপ্যতে শোধ্যত ইত্যর্থঃ; তমেতমিতি সম্বন্ধঃ॥ (১০অ—৩খ—১সূ - ৬সা)।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১২৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা এই,—"দশটী হরিৎবর্ণ অঙ্গুলি কর্ম্মাভিলাষী হইয়া এই সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে। সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হইতেছে।"

ভাষ্যাদিতে 'দশ' পদের ব্যাখ্যায় দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করায় মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহেরও তদনুরূপ অর্থ করা হইয়াছে। 'হরিতঃ' পদে ভাষ্যকার সাধারণতঃ হরিবর্ণ অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'হরণস্বভাবাঃ'। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অঙ্গুলির প্রতি কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? অঙ্গুলিগুলি কি হরণ করে? আমরা মনে করি, 'দশ' শব্দে দশেন্দ্রিয়কেই লক্ষ্য করে। ঐ দশেন্দ্রিয় যখন সৎকর্ম্মসাধনে উন্মুখ হয়, প্রকৃতপক্ষে মোক্ষসাধক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারাই মানুষের পাপহারক হয়। বিশেষতঃ দশেন্দ্রিয় দ্বারা এখানে মানুষের সমস্ত সত্তাকে বুঝাইতেছে। আমাদের ধারণা—এই ভাবই মন্ত্রের সঙ্গতি

রক্ষা করে। মন্ত্রান্তর্গত বিভিন্ন পদের অর্থের জন্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য ॥ (১০অ-৩খ—১সূ-৬সা।)।*

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অব্যং বারং বিধাবতি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিমান, শক্তিপ্রদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'মনসঃ পতিঃ' (অন্তঃকরণস্য স্বামী, সাধকানাং হৃদয়াধিপতিঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অব্যং বারং' (নিত্যজ্ঞান-প্রবাহং) 'বিধাবতি' (বিশেষেণ গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানযুতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকানাং হৃদি আবির্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিপ্রদায়ক, সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে উৎপাদিত, সর্ব্বজ্ঞ, সাধকদিগের হৃদয়াধিপতি এই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা।) ॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ, 'বাজী' বেজন-শীলঃ, 'হিতঃ' অধ্বর্য্যুণা পাত্রে নিহিতঃ ধৃতঃ, 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞঃ, 'মনসঃ' স্তোত্রস্য 'পতিঃ' স্বামী। অথবা সোমস্য মনোঽভিমানিত্বাৎ মনসঃ স্বামিত্বং,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

'চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং বা বিশৎ'—ইতি শ্রুতেঃ; তাদৃশোঽসৌ। 'অব্যং বারং' অবি-সম্বন্ধিনং বালং দশাপবিত্রং 'বিধাবতি' বিবিধং গচ্ছতি। 'অব্যং'—'অব্যে'—ইতি পাঠৌ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১২৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও তাহার সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ ঘটিয়াছে। ভাষ্যাদিতে 'এষঃ' পদে সোমকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে,—"এই সোম বেগবান্ পাত্রে স্থাপিত, সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার সহিতও ভাষ্যের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার ও অনুবাদকার উভয়েই 'এষঃ' পদে 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টায় অন্যান্য পদেরও তদনুরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

'বাজী' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও অন্যত্র, 'অন্নবান্', 'শক্তিমান্' ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখানে 'বেজনশীলঃ' 'বেগবান্' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'হিতঃ' পদের অর্থ সোমপক্ষে করা হইয়াছে—'পাত্রে নিহিতঃ'। 'বাজী' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'শক্তিমান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'নৃভিঃ হিতঃ' পদদ্বয়ের ভাব-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব উৎপাদন করেন, উক্ত পদদ্বয়ে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মন্ত্রের মধ্যে একটী পদ আছে—'বিশ্ববিৎ' অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্বকে জানেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ। মাদক-দ্রব্য সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে কি? সোমরস কি সর্ব্বজ্ঞ? অজ্ঞানতার আধার মাদক-দ্রব্য সর্ব্বজ্ঞ হইবে কিরূপে? আমরা তাই 'এষঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছি।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। বিশ্বের সমস্ত বস্তুই এই শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা অধিকৃত আছে। যিনি হৃদয়ে সেই শক্তি লাভ করিতে পারেন তিনিও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। সেই জন্যই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে,—'অব্যং বারং বিধাবতি' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের—পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তিনি পরাজ্ঞানও লাভ করেন। দুই দিক দিয়া এই ব্যাখ্যার ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত পরাজ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ আছে, সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে তৎসঙ্গে পরাজ্ঞানও লাভ হয়। দ্বিতীয় ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, যেমন শুদ্ধসত্ত্বের 'বিশ্ববিৎ' বিশেষণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।

'মনসঃ পতিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন। 'মনসঃ' পদে 'স্তোত্রস্য' অর্থ করিয়াছেন, আবার সোমকে চন্দ্র কল্পনা করিয়া অন্য এক অর্থ গ্রহণ

করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা)।*

——:•:——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ৩ ২

এষ পবিত্রে অক্ষরৎ সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

বিশ্বা ধামান্যাবিশন্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবলাভায় ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'অক্ষরৎ' (ক্ষরতি, আবির্ভবতি); 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'ধামানি' (স্থানানি, আশ্রয়স্থানানি, সাধকহৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'আবিশন্' (আবিশতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব দেবভাবলাভের জন্য পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; সকল সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ পবিত্রে 'অক্ষরন্' স্রবন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'ধামানি' দেব-শরীরাণি 'আ বিশন্' প্রবিশন্ প্রবেষ্টুমিত্যর্থঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (১২৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্রতা পবিত্রতার অনুসরণ করে। পবিত্রতার মূল উৎস ভগবানের শক্তি। শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হৃদয়কেই অন্বেষণ করে, সাধকের পবিত্র হৃদয়কেই আপনার প্রকৃত আধার বলিয়া মনে করে এবং তাহাতেই আবির্ভূত হয়। সাধক ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আপনার শক্তি নিয়োজিত করেন, তাঁহার হৃদয় আপনা হইতেই পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়েই অধিষ্ঠান করে। তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে শুদ্ধসত্ত্ব সকল সাধকের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।" সোমরসকে পবিত্র নামক ছাকুনি দ্বারা শোধন করা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—সেই সোমরস সমস্ত দেবগণ পান করিবেন। খুব ভাল কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে বস্তু দেবগণের সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইবে, দেবতাদের শক্তিতে পরিণত হইবে সেই বস্তুটী কি? তাহা কি মাদকদ্রব্য সোমরস? তাহা কি মাতালভোগ্য মদ? আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, দেবগণের বা দেবভাবের সহিত মাদকদ্রব্য সোমরসের কোন সম্পর্ক আছে? 'সোমরস' মত্ততাজনক বটে, তাহা পান করিলে মানুষ মাতাল হয় সত্য, কিন্তু তাহার নেশায় মানুষ চিরদিনের জন্য আপনহারা হইয়া যায়, অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করে। সেই পরমসুধা পান করিবার জন্য সাধকগণ চিরলালায়িত, দেবগণ সেই সুধাপানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 'সহস্রার চ্যুতামৃত তাঁর পদ বিগলিত'—সেই পরমবস্তু পান করিবার জন্যই দেব নর কিন্নর উন্মুখ হইয়া আছে। মানুষ আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সেই অমৃত-পান করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। রাজাধিরাজ আপনার রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হয়—এই অমৃতলাভের আশায়। জগতের কোন বস্তু সেই অমৃত দিতে পারে না, কেবলমাত্র ভগবদারাধনার দ্বারা, সাধনার দ্বারা মানুষ তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের শাস্ত্রবাক্য—দেবগণ অমর। এই অমরত্ব মানুষও লাভ করিতে পারে, মানুষও অমর হইতে পারে। সেই অমৃতত্ব লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্বামৃত পানে। যাঁহার মধ্যে একবিন্দু সেই সুধা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনিই চিরদিনের জন্য মায়ামোহাদির আক্রমণ অতিক্রম করিয়া চিদানন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়েন। তাঁহার পার্থিব সত্তা নামে মাত্র বর্ত্তমান থাকে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

এই সেই 'সোমরস'—যাহার সম্বন্ধে মন্ত্র বলিতেছেন, 'বিশ্বা ধামানি আবিশন্' সমগ্র সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। 'সোম' বলিতে যদি ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে, তাহা

হইলে তাঁহাদির সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্রে ভগবানেরই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ ২সা)॥ *

—— - * - ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২ ৩১ ২ ৩২ ৩ ২৩১২
এষঃ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্ত্যঃ।
৩ ১* ২৩১২
বৃত্রহা দেববীতমঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (রিপুনাশকঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ) 'অমর্ত্ত্যঃ' (অমরঃ, অমৃতস্বরূপঃ) 'দেববীতমঃ' (অতিশয়েন দেবানাং আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ, দেবানাং অপি আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (পরমদেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'অধিযোনৌ' (স্থানে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'শোভায়তে' (শোভতু, অধিতিষ্ঠতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, অজ্ঞানতানাশক, অমৃতস্বরূপ, দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয় এই প্রসিদ্ধ পরমদেবতা অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'শুভায়তে'। কুত্র? 'অধিযোনৌ' স্বীয়ে স্থানে। কীদৃশ এষঃ? 'অমর্ত্ত্যঃ' অমরণধর্ম্মা 'বৃত্রহা' শত্রুহন্তা 'দেববীতমঃ' অতিশয়েন দেবানাং কাময়িতা॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১২৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শত্রুহন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা', 'জ্ঞানাবরক রিপু' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভাষ্যাদিতে বহুস্থলে আমরা 'বৃত্র' নামক অসুরের গল্প পাইতেছি। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, 'বৃত্র' নামে এক ভয়ঙ্কর অসুর ছিল, সে জগতের বহুবিধ অনিষ্ট করিত, ইন্দ্র বজ্রনামক অস্ত্র দ্বারা সেই অসুরকে বিনাশ করেন। মন্ত্রে যখনই বৃত্রের উল্লেখ আছে, তখনই প্রায় সর্ব্বত্রই বৃত্রাসুর সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প ভাষ্যাদিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। পুরাণের আখ্যানসমূহ যে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না, এ কথা বুঝাইবার স্থান এ নহে। কিন্তু ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে, ভাষ্যকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী যে গল্পের অবতারণা করেন, তাহা দ্বারা বেদমন্ত্রের অর্থ বিকৃত হয় মাত্র। যাহা হউক, বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার বৃত্রাসুরের কোনও গল্পের উল্লেখ না করিয়া, সহজ ও স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবানই মানবের রিপুনাশক, পরমমঙ্গলবিধায়ক। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ সর্ব্ববিধ মায়ামোহের আক্রমণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের পদছায়া পতিত হয়, তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপ মলিনতা দূরীভূত হয়। ভগবানের 'চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে, স্তম্ভিত রিপুদলে বলে বোক্ তব জয়'। রিপুগণ তাঁহার মহিমায় বিধ্বস্ত হয়। তিনিই মানবের প্রকৃত মঙ্গলবিধায়ক রিপুবিমর্দ্দক।

'দেববীতমঃ'—দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয়, দেবগণও তাঁহাকে পাইতে চাহেন। তিনি সকলের অধিপতি, সকলের রক্ষক, মঙ্গলবিধায়ক। তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হইতেছে। সেই পরম মঙ্গলময় ভগবানের চরণেই সাধক আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন,—"হে ভগবন! হে দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক এই পতিত অধমের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আপনি তো পতিতপাবন, কৃপা-বিতরণে এই পতিত অধমকে উদ্ধার করুন। আমি দুর্ব্বল, চারিদিকে শত্রুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। আমার এমন শক্তি নাই যে, তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারি। ওগো বৃত্রহা, ওগো শত্রুনিসূদন! কৃপা করিয়া আমাকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন। আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আমি ধন্য হই, কৃতার্থ হই।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ধ্বনিই উত্থিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রে সোমরসের কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতেছেন।" (১০অ—৪খ ১সূ -৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম ।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । চতুর্থং সাম ।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

এস বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জ্জামিভির্য্যতঃ ।

৩ ১ ২র

অভি দ্রোণানি ধাবতি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'দশভিঃ জামিভিঃ' (মিত্রভূতৈঃ দশেন্দ্রিয়ৈঃ সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'যতঃ' (ধৃতঃ, উৎপাদিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'বৃষ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'অভিদ্রোণানি' (হৃদ্রূপাণি পাত্রাণি অভি-লক্ষ্য, সাধকানাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'ধাবতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ । (১০অ—৪খ-১সূ—৪সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

মিত্রভূত দশেন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদিত হইয়া অভীষ্টবর্ষক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করতঃ সাধকদিগের হৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) । (০অ—৪খ—১সূ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা 'এষঃ' সোমঃ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন 'দশভিঃ' 'জামিভিঃ' অঙ্গুলিভিঃ 'যতঃ' ধৃতঃ দ্রোণানি' দ্রুমময়ানি পাত্রাণি 'অভি ধাবতি' অভিগচ্ছতি । ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (১২৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:§:•———

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণ ঐকান্তিক সাধনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। কয়েকটী পদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে।

'অদ্রিভিঃ' পদে ভাষ্যকার 'অঙ্গুলিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, উক্ত পদে ইন্দ্রিয়সমূহকে লক্ষ্য করে। 'দশভিঃ অদ্রিভিঃ' পদদ্বয়ে দশেন্দ্রিয়কে বুঝায়। ইন্দ্রিয়সমূহই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে। যখন তাহারা আমাদের মঙ্গলজনক মোক্ষ সাধক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারা পরম মিত্রের ন্যায় কাজ করে, আবার যখন সেই ইন্দ্রিয়ই অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হয়, যখন পাপপথে পরিচালিত হয়, তখন তাহারাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। সেই ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম দ্বারা আমরা ক্রমশঃ অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে উপনীত হই। সাধকের সমস্ত শক্তি প্রবৃত্তি ভগবদভিমুখী হয়, সুতরাং সাধকগণের ইন্দ্রিয় ও তাহার মিত্রস্বরূপ হয় ('অদ্রি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১০০সূ ১১ঋ) দ্রষ্টব্য। 'অদ্রি' শব্দের আরও একটী অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, তাহা - 'একত্রোৎপন্ন' অর্থাৎ জীবের সহিত একত্র জন্মে। মানুষ জন্ম হইতেই দশেন্দ্রিয় লাভ করে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি মানুষের সহজাত বস্তু। জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাতে কর্ম্মপ্রেরণা পরিদৃষ্ট হয়। এই দিক দিয়াও 'অদ্রিভিঃ' পদে 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' অর্থ গৃহীত হইতে পারে।

উক্ত পদদ্বয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যতঃ পদের অর্থ করা হইয়াছে 'ধৃতঃ, উৎপাদিতঃ,' ভাষ্যকার ও 'ধৃতঃ' অর্থ করিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য তাহার মন্ত্রের ভাবধারা বিভিন্ন হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল. তাহা হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যার ধারা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণ কলসাভিমুখে গমন করিতেছেন।" (১০অ ৫খ-১সূ—৪সা) ॥ *

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

এষ সূর্য্যমরোচয়ৎ পবমানো অধি দ্যবি।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৎসরঃ' (পরমানন্দহেতুভূতঃ) 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'অধি দ্যবি' (দ্যুলোকং অধিকৃত্য, দ্যুলোকাধিপতিঃ ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'পবিত্রে'.

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(পবিত্রহৃদয়ে—বর্ত্তমানঃ ইতি যাবৎ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) ভগবান্ ইত্যর্থঃ—'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, যদ্বা - জ্ঞানদেবং) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, উজ্জ্বলং করোতি, দীপ্তিসম্পন্নং করোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎশক্তিস্বরূপঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ হি জগতঃ জ্ঞানালোকস্য মূলকারণং ; সাধকাঃ তং পরমধনং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দের হেতুভূত, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকাধিপতি, পবিত্রকারক, পবিত্রহৃদয়ে বর্ত্তমান ভগবান্ সূর্য্যদেবকে (অথবা জ্ঞানদেবকে) দীপ্তিসম্পন্ন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎশক্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বই জগতের জ্ঞানালোকের মূলকারণ ; সাধকগণ সেই পরমধনকে লাভ করেন)। (১০অ—৪খ—১সু—৫সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'এষ' সোমঃ 'অধি দ্যবি' দ্যুলোকে স্থিতং 'সূর্য্যং' 'রোচয়ৎ' রোচয়তি। কীদৃশঃ ? 'পবিত্রে' স্বয়ং দশাপবিত্রে স্থিতঃ, 'মৎসরঃ' মদ-হেতুং প্রাপ্তঃ, 'মদঃ' হৃষ্টঃ। 'অপিস্থবি পবিত্রেমৎসরোমদঃ' 'বিচর্ষণি, সিখা ধামানিবিশ্ববিৎ—ইতি পাঠৌ। ৫।

* . *

পঞ্চম (১২৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থকরূপে কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, "স্বয়ং দশাপবিত্রমে স্থিত প্রসন্নতাদেনেওয়ালা আউর প্রসন্নরূপ ইয়াহ (এই) সংস্কার কিয়া জাতা হুয়া সোম দ্যুলোকমে স্থিত সূর্য্যকো দীপ্ত করতা হ্যায়।" সোমরস দশাপবিত্রের মধ্যেই আছে, অথচ তাহা সূর্য্যকে দীপ্তি দিতেছে—ইহাই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে,—সোমরস এই শক্তির অধিকারী হইল কিরূপে ? পৃথিবীস্থিত তরল মাদকদ্রব্য একেবারে দ্যুলোকস্থিত সূর্য্যকে তেজ দান করিতেছে—এরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যার কি মূল্য থাকিতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। মন্ত্রে অবশ্য সোমরসের কোন উল্লেখ নাই, ভাষ্যকার তাঁহার স্বকল্পিত ব্যাখ্যার জন্য এখানে সোমরসের অধ্যাহার করিয়াছেন। সেই জন্যই এরূপ অদ্ভুত অর্থ সম্ভবপর হইয়াছে।

আমরা মনে করি, মন্ত্রের 'এষঃ' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনিই পরমানন্দের উৎস, পরমানন্দদাতা। তাঁহার কৃপালাভ করিলে মানুষ অসীম অনন্ত সুখসম্পদের অধিকারী হইতে পারে। সেই আনন্দের বিরাম নাই, বিলয় নাই। তাই তিনি 'মৎসরঃ',

'মদঃ'। 'রস বৈ সঃ'' রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ তিনি। তাঁহাতে যাঁহার মন মজিয়াছে, সেই পরম পুরুষের চরণে যিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখযন্ত্রণার ভয় নাই, তিনি চিরদিনের জন্ত 'ত্রিবিধদুঃখং, হেয়ং'-এর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন : দুঃখের অত্যন্তাভাবই সুখ। সেই আনন্দসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিলে দুঃখের আর ছায়ামাত্রও থাকে না। তাই ভগবানকে পরমানন্দদায়ক বলা হইয়াছে।

'অধি স্তবি' পদের ভাষ্যার্থ 'দ্যুলোকে স্থিতং', এবং তাহা 'সূর্য্যাং' পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে। আমরা মনে করি, উক্ত পদদ্বয় ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, এবং উহ ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। 'অধি স্তবি' অর্থাৎ দ্যুলোক অধিকার করিয় যিনি আছেন, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি। সুতরাং উক্ত পদদ্বয়ে ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে

আমাদের ব্যখ্যার মূলভাবের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। ভগবান্ স্বর্গের অধিপতি হইলে মানবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সাধকের পবিত্রহৃদয় তাঁহার প্রিয় আসন। মন্ত্রে তাই মানুষকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন, - "ভয় নাই মানব তিনি সপ্তস্বর্গের অধীশ্বর হইলেও তোমার হৃদয়েশ্বর হইতে পারেন। তিনি কেবলমাত্র আপনার মহিমায় বিরাজিত নহেন। তিনি তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়েও আবির্ভূত হইতে পারেন তুমি হৃদয় পবিত্র কর, তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত কর, তিনি তোমাকেও পরিত্যাগ করিবেন না।'

মন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে—"সূর্য্যাং অরোচয়ৎ" পদদ্বয়ে। ভগবানের জ্যোতিঃ হইতেই বিশ্বের সমস্ত বস্তু দীপ্তি লাভ করে। তিনিই সর্ব্ববিধ আলোকের মূল উৎস। শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা)॥ *

— * —

ষষ্ঠং সাম।

(চতুর্থ খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এষ সূর্য্যেণ হাসতে সম্বসানো বিবস্বতা।

১ ২ ৩ ১র ২র

পতির্ব্বাচো অদাভ্যঃ॥ ৬॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টাবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সংবসানঃ' (সর্ব্বাচ্ছাদকঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) 'বাচঃ পতিঃ' (স্তোত্রাণাং অধিপতিঃ; আরাধনীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'বিবস্বতা' (দীপ্তিমতা, জ্যোতির্ম্ময়েণ) 'সূর্য্যেণ' (জ্ঞানদেবেন) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসিতেভ্যঃ, রিপুজয়িভ্যঃ, রিপুজয়িনঃ ইত্যর্থঃ) 'হাসতে' (প্রদীয়তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। রিপুজয়িনঃ সাধকাঃ জ্ঞানসমন্বিতং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৪খ—১সূ—৬সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আরাধনীয়, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-দেবকর্ত্তৃক রিপুজয়ীদিগকে প্রদত্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—রিপুজয়ী সাধকগণ জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'সংবসানঃ' সর্ব্বমপ্যাচ্ছাদয়ন্ 'বিবস্বতা' দীপ্তিমতা 'সূর্য্যেণ' 'হাসতে' পরিত্যজ্যতে পবিত্র ইতি শেষঃ। কীদৃশঃ? 'বাচঃ' স্তুতি-লক্ষণায়াঃ 'পতিঃ' পালকঃ স্বামী বা 'অদাভ্যঃ' কেনাপ্যহিংস্যঃ॥ (১০অ—৪খ—১সূ-৬সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥

ষষ্ঠ (১২৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদর্শন করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই শোধনকালীন সোম, সূর্য্যকর্ত্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত মদকর।" এই মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'সূর্য্যাং অরোচয়ৎ' পদদ্বয়ের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, 'সোম সূর্য্যকে দীপ্তিমান্ করিয়াছিল'; আর এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—'সূর্য্যকর্ত্তৃক দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন'। অবশ্য উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়, কারণ উহাতে 'বিবস্বতা' পদের অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত মতানুসারে সূর্য্য এবং সোম এই উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধটা কি? আর সূর্য্য এবং সোমই বা কে? সোমকে বেদের কোন কোনও স্থলে "চন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি তাহাই গ্রহণ করা যায়, তবে কি মনে করিতে হইবে, জ্ঞানভাণ্ডার বেদের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কথা লিখিত আছে? 'সূর্য্যাং অরোচয়ৎ'—'সোম অথবা চন্দ্র সূর্য্যকে দীপ্তিমান করে'—এ তথ্য কি অবৈজ্ঞানিক নহে? আবার বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখা যাইতেছে

যে, সূর্য্য সোমকে দ্যুলোকে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে পরিত্যাগ করেন। এখানে যদি সোম-শব্দে সোমদেব বা চন্দ্রকে বুঝায় তাহা হইলে ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় বটে, কিন্তু তাহাই মন্ত্রে মূলভাব বলিয়া মনে করি না। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিক ইহার মধ্যে একটা সৃষ্টিতত্ত্বের খুব বড় একটা সত্যের সাক্ষাৎ পান। তাহা এই যে,—সূর্য্য হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করেন। এই ধারণা যে ভ্রান্ত আমরা তাহা বলি না। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে ইহা অপেক্ষা গভীরতর সত্য নিহিত আছে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদের মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা) ॥

—:০:—

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে।
৩ ২উ ৩ ১ ২
পুনানো ঘ্নন্নপ দ্বিষঃ ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অভিষ্টুতঃ' (সর্ব্বৈঃ স্তুতঃ, সর্ব্বারাধনীয়ঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী, প্রাজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'এষঃ' (অয়ং শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অধিতোশতে' (অধিগচ্ছতি, সম্যক্‌রূপেণ গচ্ছতি); 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'দ্বিষঃ' (শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে; শুদ্ধসত্ত্বেন তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বারাধনীয় সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে সম্যক্‌রূপে গমন করেন; পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।)॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'কবিঃ' মেধাবী 'অভিষ্টুতঃ' অভিতঃ স্তুতঃ 'পবিত্রে অধি' দশাপবিত্রে অধি দশাপবিত্রমতীত্য 'তোশতে'। যদ্যপি তোশতির্বধকর্ম্মা তথাহি হননে গতি-সম্ভাবাৎ অত্র গতিমাত্রে বর্ত্ততে। গচ্ছতীত্যর্থঃ। অথবা 'পবিত্রে অধি' কৃষ্ণাজিনে 'তোশতে' হন্যতে পীড্যত ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'দ্বিষঃ' শত্রূন্ 'অপঘ্নন্' অপগময়ন্। 'দ্বিষঃ'—'বিধঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

যেমন রোগ তেমনি ঔষধ চাই। মানুষের ভবব্যাধির মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সেই নিমিত্ত মানুষের পাপতাপ জরা-ব্যাধির কারণ—অজ্ঞানতা, অপবিত্রতা। অজ্ঞানতা ও অপবিত্রতাই হৃদয়কে শত্রুপুরীতে পরিণত করে। মানুষ যখন অজ্ঞানতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করে, যখন তাঁহার হৃদয় পবিত্র হয়, তখন সেই পবিত্র হৃদয় হইতে রিপুগণও বিতাড়িত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, আবার অজ্ঞানতা দূর হইলে রিপুর আশ্রয়ও ধ্বংস হয়। সুতরাং রিপুগণও হৃদয় হইতে পলায়ন করিতে থাকে। রিপুগণের এই পরাজয় সম্পূর্ণ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয়, তখন হৃদয়ের আনাচে-কানাচেও যে মলিনতার, কালিমার অঙ্কুর থাকে, তাহাও বিনষ্ট হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অপঘ্নন্ দ্বিষঃ"—শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব পাওয়া যায় তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম কবি ও চারিদিক হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছেন।" ভাষ্যকারও মন্ত্রে সোমরসকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তদনুরূপ মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু শোধিত অথবা অশোধিত সোমরস কিরূপে শত্রুনাশ করিবে? সোমরসের শত্রুনাশিকা কি শক্তি আছে? বরং আমরা মনে করি, মাদকদ্রব্য দ্বারা মানুষের শত্রুবৃদ্ধি হয়, অধঃপতন হয়। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রযুক্ত হইয়াছে। (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক; অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জ্জিৎ পরি ষিচ্যতে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রে দক্ষসাধনঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘দক্ষসাধনঃ’ (শক্তিদায়কঃ, আত্মশক্তিবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) ‘স্বর্জ্জিৎ’ (স্বর্গস্য জেতা, স্বর্গাধিপতিঃ) ‘এষঃ’ (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) ‘ইন্দ্রায়’ (ইন্দ্রদেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) ‘বায়বে’ (আশুমুক্তিদায়কায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) ‘পবিত্রে’ (পবিত্রহৃদয়ে সাধকানাং ইতি যাবৎ) ‘পরিষিচ্যতে’ (পরিক্ষরতি, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ ৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিবিধায়ক, স্বর্গাধিপতি, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন।) ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

‘এষঃ’ সোমঃ ‘স্বর্জ্জিৎ’ স্বর্গস্য সর্ব্বস্য বা জেতা ‘ইন্দ্রায়’ ‘বায়বে’ চ ‘পবিত্রে’ ‘পরিষিচ্যতে’ পরিষিচ্যতে। কীদৃশ এষঃ? ‘দক্ষসাধনঃ’ বলকারী। (১০অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে উহাকে সোমরসের গুণকীর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে ইহাকে পবিত্রে সেক করা হইতেছে।" 'স্বর্জ্জিৎ' পদে ভাষ্যকার 'স্বর্গস্য জেতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অনুবাদকার অর্থ করিয়াছেন—'সকলের জেতা'। এই 'জেতা' শব্দে কি ভাব দ্যোতনা করে? আমরা ভাষ্যেরই মূল ভাব রক্ষা করিয়া অর্থ করিয়াছি—"স্বর্গস্য জেতা, স্বর্গাধিপতিঃ"—স্বর্গকে জয় করিয়া যিনি স্বর্গের অধিপতি হইয়াছেন। আমরা মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা-প্রখ্যাপক-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধে এই বিশেষণের সার্থকতা আছে। শুদ্ধসত্ত্বকে স্বর্গের অথবা সকলের জেতা বলা যাইতে পারে। ভগবান্‌ই স্বর্গের অধিপতি। জগতের সকলের হৃদয়াধিপতি। তাঁহার শক্তির প্রতি 'স্বর্জ্জিৎ' বিশেষণ উপযুক্তরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত বিশেষণ কি সোমরসের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? সোমরস নামক মদ্য কি স্বর্গের অথবা লোকসমূহের অধিপতি? আমরা কিরূপে মনে করিতে পারি যে, একটা মাদক-দ্রব্যকে স্বর্গের অধিপতি বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে?

অধিকন্তু 'এষঃ' পদের 'দক্ষসাধনঃ' বিশেষণও আছে। 'দক্ষসাধনঃ' অর্থ বলকর। যাহা মানুষকে বল দেয়। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য কি সত্য সত্যই মানুষকে বল দেয়? অথবা ভাষ্যকার মদের সাময়িক উত্তেজক গুণকে লক্ষ্য করিয়াছেন? কিন্তু তাহা তো প্রকৃত বল নয়, সে যে দুর্ব্বলতার চরমসীমা। ক্ষণিক উত্তেজনার পরেই যে মৃত্যুজনক অবসাদ আসে! সুতরাং সোমরসকে 'দক্ষসাধনঃ' অথবা বলকারক বলা যায় না। আর যদি ইহা স্বীকারই করা যায় যে, মদের দ্বারা শক্তিলাভ করা যায়, তবে প্রশ্ন উঠে—সে কি শক্তি? ক্ষণভঙ্গুর দেহের একটু শক্তি-মাত্র। এ শক্তির মূল্য কি? দুদিনের শারীরিক শক্তি, শরীরের সঙ্গেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

প্রকৃত শক্তি তাহা, যাহা মানুষকে অবিনশ্বরত্ব দেয়, যাহা আত্মাকে উন্নত করে, মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়। যে শক্তি কখনও ক্ষয় হইবে না, যে শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া মানুষকে অনন্ত শক্তিশালী করিয়া তুলিবে, যে শক্তির দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই শক্তিই মানুষের প্রকৃত কাম্যবস্তু। শুদ্ধসত্ত্বই সেই শক্তি, যাহা লাভ করিলে মানুষ আপনাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবার শক্তি লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করায়। তাই বলা হইয়াছে,—'ইন্দ্রায় বায়বে পরিষিচ্যতে'—ইন্দ্র ও বায়ুদেবের জন্য ক্ষরিত হয়েন, আবির্ভূত হয়েন। কোথায়? 'পবিত্রে'—সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারাই এই পরমবস্তু লাভ করিয়া ধন্য হয়েন!

মন্ত্রে 'ইন্দ্রায়' ও 'বায়বে' দুইটী পদে প্রকৃতপক্ষে দুইজন দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে না—কারণ দেব বহু নহেন, দেবতা এক। সেই এক দেবতারই বিভিন্ন রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্ররূপে তিনি ধন ও শক্তির অধিপতি, আবার বায়ুরূপে তিনি আশুমুক্তিদাতা। মুক্তি ও শক্তিলাভের জন্য সাধক ভগবানের এই উভয়বিধ বিভূতির শরণ গ্রহণ করিতেছেন, এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করা প্রয়োজন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-৫খ—১সূ-২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

এষ নৃভির্বিনীয়তে দিবো মূর্দ্ধা বৃষা সুতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ মূর্দ্ধা' (দ্যুলোকস্য শিরোবৎ প্রধানভূতঃ, দ্যুলোকপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) তেষাং 'বনেষু' (বননীয়েষু, জ্যোতির্ম্ময়েষু—হৃদয়েষু ইতি যাবৎ) 'বিনীয়তে' (বিশেষেণ নীয়তে, উৎপাদ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অভীষ্টবর্ষকং, মোক্ষপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—৫খ-১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকপ্রাপক, অভীষ্টবর্ষক, সর্ব্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম-সাধকগণের দ্বারা তাঁহাদিগের জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টবর্ষক মোক্ষ-প্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'নৃভিঃ' কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'বিনীয়তে' বিবিধং নীয়তে। কীদৃশঃ? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'মূর্দ্ধা' শিরোবৎ প্রধানভূতঃ 'বৃষা' অভিমত-বর্ষকঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ। কুত্র নীয়তে? 'বনেষু' বননীয়েষু পাত্রেষু বন-সম্ভূত-ক্রমবিকারেষু বা পাত্রেষু 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞ এব ইতি সম্বন্ধঃ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম মঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে—'দিবঃ মূর্দ্ধা'—অর্থাৎ দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ। জীবদেহের মধ্যে মস্তকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মস্তকের আদেশানুসারেই পরিচালিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই মস্তকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কাহার মস্তক?—দ্যুলোকের অর্থাৎ স্বর্গের। ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক যাহা, তাহারই মস্তক। কিন্তু এই 'দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ' বলাতে কি ভাব প্রকাশিত হইতেছে? ত্রিলোকের মধ্যে দ্যুলোক সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রলোক। স্বর্লোক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার আধার। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই পবিত্রতার শীর্ষস্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। ভাষ্যকারও উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—"দ্যুলোকস্য শিরোবৎ প্রধানভূতঃ"। আমরাও সেই অর্থ সঙ্গত মনে করি। কিন্তু 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে। সেই ভাবটী এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব মোক্ষপ্রদায়ক।

মানুষ মোক্ষলাভ করিতে চায়। কিন্তু কোন বস্তু চাহিলেই তো আর পাওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনা করা চাই, নিজেকে উপযুক্ত করা চাই। মোক্ষলাভের জন্য আন্তরিক সাধনা ও হৃদয়ের পবিত্রতা একান্তই প্রয়োজন। মোক্ষলাভের জন্য যে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সাধকের মধ্যে বর্তমান থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বন্ধে 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ ধন, পরম সম্পদ। স্বর্গে যে রত্নরাজি আছে, তন্মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ। মানুষ অতি সাধারণ তুচ্ছ ধনের জন্য লালায়িত। সে সামান্য একটী কাণাকড়ি পাইলে কত সন্তুষ্ট হয়, মনে করে বুঝি বা বিশ্বের ঐশ্বর্য্য আমার করতলগত হইতে চলিয়াছে। এই মন্ত্রে মানুষকে প্রকৃত ধনের একটু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। "মানুষ! তুমি অতি তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল, সামান্য ধনরত্ন পাইলেই তুমি নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর। কিন্তু তুমি যে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পার, অক্ষয় কুবের-ভাণ্ডার যে তোমার চরণতলে লুটাইতে পারে, তাহা কি তুমি জান? স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তুমি অনায়াসেই

লাভ করিতে পার, তোমার মধ্যে তাহা লাভ করিবার শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তিকে বিকশিত কর; অনায়াসেই তুমি সেই পরমবস্তু লাভ করিতে পারিবে। সাধকগণ তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন; তুমি পারিবে না কেন? দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠতম বস্তু তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে—তুমি সাধনায় আত্মনিয়োগ কর।" মন্ত্রান্তর্গত 'দিবঃ মূৰ্দ্ধা' পদদ্বয়ের মধ্যে এই ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কারণ মন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, সাধকগণ 'দিবঃ মূর্দ্ধা'—এই পরমবস্তু লাভ করিতে পারেন, সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রকারান্তরে তাহা লাভ করিবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

এই পরম বস্তুকে লাভ করিতে পারেন—সাধকগণ। তাঁহারা সাধনাবলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারাও তো মানুষ! সুতরাং মানুষমাত্রেই সাধনা দ্বারা তাঁহাদের শক্তি লাভ করিতে পারেন। এই দিক দিয়াও মন্ত্রের মধ্যে উদ্বোধনের ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্য ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল —"এই সোম মনুষ্যগণ কর্তৃক নানাপ্রকারে নিহিত হইতেছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিযুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হইয়া সকল অবগত আছেন।" (১০অ - ৫খ—১সূ—৩সা)॥ *

—(*)—

চতুর্থং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩২ ৩১২ ৩ ১২ ৩২
এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ।
১২ ৩ ১র ২র
ইন্দুঃ সত্রাজিদাস্তৃতঃ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যা।

'গব্যুঃ' (অস্মাকং গাঃ ইচ্ছন্, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'হিরণ্যয়ুঃ' (অস্মাকং হিরণ্যং ইচ্ছন, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'সত্রাজিৎ' (সর্ব্বেষাং জেতা) 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্ব) 'অচিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, শব্দং করোতি, সাধকেভ্যঃ জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছতি —ইতি ভাবঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—৪সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক, পবিত্রকারক, পরমধনদাতা, সকলের জেতা, অজাতশত্রু, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান এবং পরমধন লাভ করেন।)। (১০অ—৫খ—১সূ—৪সা)।

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি। কথম্ভূতঃ সন্? 'গব্যুঃ' অস্মাকং গা ইচ্ছন্ 'হিরণ্যয়ুঃ' হিরণ্যানীচ্ছন্ 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সন্, 'সত্রাজিৎ' সহতঃ শত্রোরসুরাদের্জেতা, অস্তৃতঃ স্বয়মন্যৈরহিংস্তশ্চ সন। (১০অ ৫খ—১সূ—৪সা)।

. . .

চতুর্থ (১২৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপন-প্রসঙ্গে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ভগবন্মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন এবং জ্ঞান প্রদানও করেন। দুই দিক দিয়া এই ভাব-সম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবৎ-শক্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। কারণ শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান—এই দুইটী পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত অথবা একটী অন্যটীর অনুগামী। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ সেখানে জ্ঞানও আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং এই দিক দিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে জ্ঞানদায়ক বলা যায়। তাহা ছাড়াও অন্যদিক দিয়া বিষয়টী বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভগবৎশক্তি ভগবানেরই দ্যোতক; সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবানই মানুষকে জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং "ইন্দুঃ অচিক্রদৎ" বলাতে সেই ভগবন্মহিমাই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান্ যে শুধু আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন তাহা নয়, তিনি আমাদিগকে পরমধনও প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। তিনি 'সত্রাজিৎ' এবং 'অস্তৃতঃ'। ভগবানের নিজের কোনও শত্রু নাই, তিনি অজাতশত্রু। তাহাই যদি হয় তবে তিনি কাহাকে জয় করেন? একথা বলা যাইতে পারে—'সত্রাজিৎ' এবং 'অস্তৃতঃ' পদদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নয় কি? আপাততঃ পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়। ভগবান্ নিজে

অজাতশত্রু সত্তা, কিন্তু তিনি মানবের রিপুশত্রু নাশ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল মানুষ রিপুর আক্রমণে বিব্রত; সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। ভগবান দয়া করিয়া আপনার অসম দুর্ব্বল সন্তানকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন, তাহার রিপুনাশ করেন। তাই তিনি 'অস্তৃতঃ' হইয়াও 'সত্রাজিৎ'।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা হইতেই প্রচলিত মত-সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যাইবে, — "এই সোম আমাদের গো-হিরণ্য ইচ্ছা করতঃ দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হইয়া শব্দ করিতেছেন।" (১০অ ৫খ—১সূ—৪সা)।

—•—

পঞ্চমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩২ ৩ক ২র ৩১ ২৩ ২৩ ১২

এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ।

৩ ২উ ৩২৩২

পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষ্মী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অন্তরিক্ষে' (দ্যুলোকে —স্থিতং ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'আ' (আভিমুখ্যেন) 'অসিষ্যদৎ' (স্যন্দতে—গচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকান্ ভগবন্তং প্রাপয়তি - ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৫খ—১সূ-৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষক পাপহারক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে স্থিত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিমুখে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে ভগবৎপ্রাপ্ত করান।)॥ (১০অ—৫খ—১সূ—৫সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শুষ্মী' বলবান্ সোমঃ 'অন্তরিক্ষে' দশাপবিত্রে 'অসিষ্যদৎ' স্যন্দতে। কীদৃশ এষঃ? 'বৃষা' বর্ষকঃ' 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ, 'পুনানঃ' পূয়মানঃ, 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ, স এব 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রঞ্চাপি; গচ্ছতীতি শেষঃ। 'আ'—ইতি চার্থে। (১০অ—৫খ—১সূ ৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১২৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ ভগবচ্চরণ লাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়। মন্ত্রের যে প্রচলিত বঙ্গানুবাদ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—"এই বলবান্ সোম অন্তরীক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী মন্ত্রের অনুযায়ী তো নহেই, ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত এই অনুবাদের মিল নাই। ব্যাখ্যার শেষভাগ—"দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।" এখানে 'দীপ্ত' পদ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের কোথায়ও দীপ্তিবাচক কোনও পদ নাই। অনুবাদকার এই 'দীপ্ত' শব্দ কোথায় পাইলেন? এখানে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতেও অনুবাদকার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তাহার সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। সোম অন্তরীক্ষে গমন করিবে কিরূপে? তরল পদার্থ কি উর্দ্ধপথে ধাবিত হয়? ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে সম্ভবতঃ সোমরসের উর্দ্ধমার্গে গমনের অসম্ভাব্যতার বিষয় তাঁহার স্মরণ হইয়াছিল, তাই তিনি এখানে অন্তরীক্ষে পদের অর্থ করিয়াছেন—'দশাপবিত্রে', অর্থাৎ ব্যাখ্যাতার প্রয়োজনমত সকল শব্দই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই এক 'অন্তরীক্ষ' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র' 'আকাশ' হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে দশাপবিত্রে পৌঁছিয়াছে! অবশ্য মন্ত্রের যখন সোমরসাত্মক অর্থ করিতে হইবে, তখন মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহেরও তো তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করা দরকার! প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যাতাই এক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নিম্নে এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"মনোরথপূরক আউর হরেবর্ণকা পবিত্র করনেওয়ালা দীপ্তিমান্ বলবান্ ইয়াহ সোম দশাপবিত্রমে টপকতা হ্যায়, ইন্দ্রকোভী আদরকে সাথ পহুঁচতা হ্যায়।" যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ ৫খ—১সূ—৫সা)*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
৩ ১ ২ ৩ ২
দেবাবীরঘশংসহা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষ্মী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসনীয়ঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দেবাবীঃ' (দেবানাং, দেবভাবানাং অবিতা, রক্ষকঃ, দেবভাববর্দ্ধকঃ ইত্যর্থঃ) 'অঘশংসহা' (পাপপ্রবণতানাশকঃ, পাপনাশকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ-৫খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, পরম আকাঙ্ক্ষণীয়, পবিত্রকারক, দেবভাববর্দ্ধক, পাপনাশক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি)। (১০অ—৫খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শুষ্মী' বলবান্ 'অদাভ্যঃ' অদম্ভনীয়ঃ অহিংসনীয়ঃ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অর্ষতি' গচ্ছতি 'দেবাবীঃ' দেবানামবিতা 'অঘশংসহা' অঘান্ শংসন্তীত্যঘশংসাঃ তেষাং বা হন্তা। ৬।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১২৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের প্রতি যে কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইগুলি একটু মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা উচিত।

শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে,—'দেবাবীঃ' এবং 'অঘশংসহা'। 'দেবাবীঃ' পদের তাৎপর্য্য—'দেবানাং অবিতা' অর্থাৎ দেবতাদিগের রক্ষক। শুদ্ধসত্ত্ব দেবতাদিগকে রক্ষা করে, ইহা হইতে ভাব আসে যে—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের প্রবর্দ্ধক। মানুষের মধ্যে যে দেবভাব সুপ্ত থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে তাহা বর্দ্ধিত হয়। মানুষ ক্রমশঃ দেবত্বের পথে চলিতে থাকে। তাই শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাববর্দ্ধক—'দেবাবীঃ'।

দেবত্ব ও অসুরত্ব, পাপ ও পুণ্য একত্র থাকিতে পারে না। আলো ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকে না, দেবভাবও পাপ তেমনি একত্র থাকে না—থাকিতে পারে না। তাই শুদ্ধসত্ত্ব কেবলমাত্র 'দেবাবীঃ' নয়, তাহা 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপপ্রবণতানাশকও বটে। 'অঘশংসহা' পদের তাৎপর্য্য—'অঘান্ শংসতীত্যঘশংসাঃ তেষাং বা হন্তা' অর্থাৎ যাহা পাপের প্ররোচক, যাহা মানুষকে পাপপথে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাই অঘশংসা, অর্থাৎ পাপপ্রবর্ত্তক বা পাপপ্রবণতা। সেই পাপপ্রবণতা বা পাপপথের উত্তেজক মূলকারণ বিনষ্ট হইলে, পাপও দূরীভূত হয়। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপনাশক বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব পাপনাশকও বটে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের উদ্বোধক। দেবভাব জাগরিত হইলে পাপ দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১০অ—৫খ ১সূ-৬সা)।*

— • —

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২ ৩ ১ ২

স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি।

৩ ১র ২র ৩ ২

নিঘ্নন্ রক্ষাꣳসি দেবয়ুঃ॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'দেবয়ুঃ' (দেবকামঃ, দেবত্বপ্রাপকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায়—ভগবতঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'রক্ষাংসি' (রিপূন) 'নিঘ্নন্' (বিনাশয়ন) তেষাং 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'অর্ষতি'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(গচ্ছতি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ রিপুনাশকং ভগবৎপ্রাপকং শুদ্ধসত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (১০অ-৬খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক প্রাসিদ্ধ শুদ্ধসত্বভাব ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করতঃ তাঁহাদিগের পবিত্রহৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ রিপুনাশক ভগবৎপ্রাপক শুদ্ধসত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'পীতয়ে' ইন্দ্রাদিপানায় 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'বৃষা' বর্ষণঃ সন্ 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন্? 'রক্ষাংসি' 'নিঘ্নন্'। 'দেবয়ুঃ' দেবকামঃ স ইত্যন্বয়ঃ। ১॥

* * *

প্রথম (১২৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"(ইন্দ্রাদির) পানার্থ অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন।" 'পবিত্রে' শব্দের প্রচলিত অর্থ দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনি। এই ছাঁকুনিতে সোমলতার রস ছাঁকা হইত বলিয়া একটী মত প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেই মতেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সোমরসকে যেন সোমলতা হইতে বাহির করিয়া দশাপবিত্রে ছাঁকিবার জন্য ঢালা হইতেছে এবং তৎকালীন সোমরস দৃষ্টে যেন এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

প্রচলিত মত-সম্বন্ধে এতটুকু না হয় বুঝা গেল। কিন্তু সেই সোমরস 'দেবয়ুঃ' অর্থাৎ 'দেবকামঃ' হয় কিরূপে? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ হয় তো উত্তর দিবেন—সোমরস দেবতাদিগের জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়, সুতরাং প্রস্তুতকারকের ভাবটা প্রস্তুত দ্রব্যের উপর আরোপিত হওয়ায় সোমরসকেই 'দেবকামঃ' বলা হইয়াছে। একথার কোন উত্তর না দিয়া শুধু বলা যাইতে পারে, আচ্ছা তাহা না হয় গ্রহণ করা গেল, কিন্তু 'রক্ষাংসি নিঘ্নন্' পদদ্বয় সোমরস সম্বন্ধে কিরূপে প্রয়োগ করা যায়? সোমরস দেবতার জন্য না হয় প্রস্তুত হইল, দশাপবিত্রেও না হয় গেল; কিন্তু তাহা 'রাক্ষস' অথবা 'শত্রু' বিনাশ করে কিরূপে? সোমরস কি এত বড় প্রকাণ্ড যোদ্ধা যে, দশাপবিত্রে যাইতে যাইতে সে রাক্ষস প্রভৃতি বিনাশ করে? তরল মাদকদ্রব্য সোমরসের মধ্যে এই অপূর্ব্ব শক্তি কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে?

তাই আমাদের মত এই যে, মন্ত্র এখানে মাতালভোগ্য কোন মাদকদ্রব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, এখানে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সোমরসই মানুষকে পরমশক্তি দান করে- রিপুগণের হাত হইতে উদ্ধার করেন। ইহাই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (১০অ - ৬খ — ১সূ ১সা)॥

— * — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।

৩ ২উ ৩ ১ ২

অভি যোনিং কনিক্রদৎ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (প্রাজ্ঞঃ, প্রজ্ঞাদায়কঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ধর্ণসি' (ধারকঃ, বিশ্বধারকঃ) 'সঃ' (সঃ প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি, আবির্ভবতি ইত্যর্থঃ); সঃ পরমদেবঃ 'অভি যোনিং' (যোনিং, স্থানং অভিলক্ষ্য, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি; সঃ পরমদেবঃ অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ - ৬খ—১সূ - ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক পাপহারক বিশ্বধারক ভগবান্ সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; সেই পরমদেব আমাদিগের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; সেই পরমদেবতা আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বিচক্ষণঃ'। পশ্যতি-কর্মৈতৎ (নিঘ' ৩,১১৩)। সর্ব্বস্য দ্রষ্টা। 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'ধর্ণসিঃ' সর্ব্বস্য ধারকঃ 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' গচ্ছতি, পশ্চাৎ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন্ 'যোনিং' স্থানং দ্রোণকলশং 'অভি' গচ্ছতি॥ (১০অ-৬খ-১সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের অপার করুণার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা।

প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তারপর এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিব। বঙ্গানুবাদটী এই,—"সেই সোম সর্ব্বদর্শী, হরিৎবর্ণ, সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হয়েন এবং পরে শব্দকরতঃ দ্রোণকলসে গমন করেন।" মন্ত্রটী প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে সোমরস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এবার দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া সোমরস দ্রোণকলসে যাইতেছেন। সোমরস প্রচলিত মতানুসারেই সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ বলিয়া উক্ত হইলেও এখানে ব্যাখ্যানুসারে হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছেন! শুধু তাই নয়-সোমকে সর্ব্বদর্শী বলা হইয়াছে। 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ সর্ব্বদর্শী হয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সোমরস সর্ব্বদর্শী হয় কিরূপে? কেবল যে সর্ব্বদর্শী তাহা নয়, সোমরস সকলের ধারকও বটে। অর্থাৎ সোমরসই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, অথবা সমগ্র বিশ্বই সোমরসের প্রভাবে বিধৃত আছে। একটা সামান্য মন্ত্র-সম্বন্ধে এতটা কল্পনার উচ্ছ্বাস আসে বলিয়া মনে হয় না আর সোমরস-সম্বন্ধে এই সকল বিশেষণ প্রযুক্তও হইতে পারে না।

আমরা মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের মহিমার চিত্রই দেখিতে পাই। তিনি কৃপা করিয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সেই পরমদয়াল দেবতার চরণেই পরাজ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১০অ-৬খ—১সূ—১সা)॥ *

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
স বাজী রোচনং দিবঃ পবমানো বি ধাবতি।
৩ ১র ২র৩ ১ ২
রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (৭ম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'রক্ষোহা' (রক্ষোনাশকঃ, রিপুনাশকঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'রোচনং' (রোচকং, দীপ্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বারমব্যয়ং' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি ধাবতি' (বিশেষেণ গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ দিব্যজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ।)॥ (১০অ—৬খ - ১সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, রিপুনাশক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের দীপ্তিদায়ক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব দিব্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়।)॥ (১০অ—২খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' 'বাজী' বেজনবান অশ্বস্থানীয়ঃ 'দিবঃ' 'রোচনং' রোচকঃ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'বিধাবতি'। কীদৃশঃ? 'রক্ষোহা' রক্ষসাং হন্তা, 'অব্যয়ং বারং' দশাপবিত্রং অতীত্য বিধাবতি বিবিধং গচ্ছতি। 'রোচনং'—'রোচনা' - ইতি পাঠো॥ (১০অ - ৬খ ১সূ—৩সা)

* * *

তৃতীয় (১২৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রখ্যাপনই মন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। যেখানে জ্ঞান সেখানে সত্যের জ্যোতিঃ, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব এই উভয়টী অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

'বারমব্যয়ং' পদে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এই জ্ঞানের একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—'দিবঃ রোচনং' অর্থাৎ স্বর্গের দীপ্তিদায়ক বা স্বর্গের দীপ্তিস্বরূপ। এই বিশেষণের ভাবার্থ কি তাহা একটু প্রণিধান করা যাউক।

'দিবঃ রোচনং' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—'দিবঃ রোচকঃ'। ভাষ্যকার এই পদদ্বয়কে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন। অবশ্য এটী যে অসঙ্গত তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু পুংলিঙ্গ শুদ্ধসত্ত্বের ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ প্রয়োগের কোন কারণ দেখা যায় না। ক্লীবলিঙ্গ জ্ঞানশব্দেরই উহা উপযুক্ত বিশেষণ বলিয়া আমরা মনে করি। আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই 'দিবঃ রোচনং' অর্থাৎ স্বর্গের দীপ্তিদায়ক। সকল জ্যোতির মূল জ্ঞানজ্যোতিঃ। জ্ঞানই

বিশ্বে জ্যোতিঃ দান করে। ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি—জ্ঞান। জ্ঞানবলেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, জ্ঞানবলেই তাহা বিধৃত আছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র স্বর্গের জ্যোতিঃস্বরূপ তাহা নয়, উহা সমগ্র বিশ্বের জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিতে শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই,—"বেগবান স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হইয়া মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছেন॥ (১০অ ৬খ—১সূ—৩সা)॥ *

—— * ——

চতুর্থ সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩২উ ৩ ১২ ৩ ১২

স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২

জামিভিঃ সূর্য্যং সহ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ, সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ত্রিতস্য' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থা-প্রাপ্তস্য সাধকস্য) 'অধি সানবি' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে) 'জামিভিঃ' (বন্ধুভূতৈঃ সদ্বৃত্তি-নিবহৈঃ ইতি যাবৎ) 'সহ' 'সূর্য্যং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, প্রকাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ তীক্ষ্ণং করোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৬খ—১সূ ৪সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের কর্ম্ম-সাধনে বন্ধুভূত সদ্বৃত্তিনিবহের সহিত জ্ঞানকে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানজ্যোতিকে তীক্ষ্ণ করেন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৪সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'ত্রিতস্য' মহর্ষেঃ 'অধিসানবি' সমুচ্ছ্রিতে যজ্ঞে। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'জামিভিঃ' প্রবৃদ্ধৈঃ বন্ধুভূতৈর্ব্বা স্বতেজোভিঃ সহ' সহিতঃ সন্ 'সূর্য্যং' 'অরোচয়ৎ' প্রকাশিতবান্॥ (১০অ ৬খ—১সূ—৪সা)॥

• . •

চতুর্থ (১২৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•*•:———

উচ্চস্তরের ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের সৌভাগ্য বর্ত্তমান মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। আমরা প্রথমে প্রচলিত মতের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া পরে আমাদের ব্যাখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনা-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই, "সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন।"

প্রথমেই দেখা যাইতেছে যে, ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রের কোথায়ও সোমরসের কোন উল্লেখ নাই; এবং মন্ত্রের ভাব হইতেও সোমরসের কল্পনা আসিতে পারে না। প্রচলিত ব্যাখ্যাটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ব্যাখ্যায় সোমরসের অধ্যাহার করায় ভাবসঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার সোমরস-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছেন। সেটা কি? তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সোমরস সূর্য্যকে প্রকাশিত করেন। কিরূপে? 'ত্রিত' নামক একজন ঋষির উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া অর্থাৎ পবিত্রতা লাভ করিয়া। তারপর কেবলমাত্র তাহাই নয়—বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করেন। এই বন্ধু কে, বা কাহার বন্ধু তাহা বাঙ্গালা ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার 'জামিভিঃ' পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"প্রবৃদ্ধৈঃ বন্ধুভূতৈর্ব্বা স্বতেজোভিঃ" অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ অথবা বন্ধুভূত স্বতেজের সহিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তেজকেই ব্যাখ্যার 'বন্ধু' শব্দে লক্ষ্য করে। সুতরাং ব্যাখ্যার শেষাংশের মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে, সোমের দ্বারাই সূর্য্য ও সূর্য্যতেজ প্রকাশিত হয়। এখন প্রশ্ন এই—সোমরস সূর্য্যকে অথবা সূর্য্যতেজকে প্রকাশিত করে—এই বাক্যের কোন সদর্থ পাওয়া সম্ভবপর কি? প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতানুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে, সোমরস এক-প্রকার তরল মাদকদ্রব্য। সোমলতা নামক লতাবিশেষের রস হইতে উহা প্রস্তুত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেই সোমরস প্রস্তুতের প্রণালীও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সোমরস কোন দৈবশক্তিসম্পন্ন বস্তু বলিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকার-গণের ধারণা নয়। তাঁহাদের মত এই যে, সোমরস একটা মাদকদ্রব্য, হয়তো বা বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল মদ্য দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কোনও মাদকদ্রব্য হইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ তাহা মাদকদ্রব্য নিশ্চয়। প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—আচ্ছা; সোম বলিতে যদি মাদকদ্রব্য মদ্যকেই বুঝায় তবে তাহা

সূর্য্যকে প্রকাশিত করে কিরূপে? পৃথিবীর চেয়ে মস্ত অন্তরীক্ষস্থ সূর্য্যকে কিরূপে তেজোবান করিতে পারে? মন্ত্রের সোমরসের এমন কি শক্তি থাকিতে পারে যে, সে সূর্য্যকে তাহার বন্ধুভূত তেজোরাশির সহিত জগতে প্রকাশিত করিবে? সোমরস প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি সূর্য্য তেজোবিহীন ছিলেন? সোমরস প্রস্তুত হইবার পরেই কি সূর্য্যদে তেজোসম্পন্ন হইলেন? এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ কেহই গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ব্যাখ্যাকার হয়তো বলিবেন—'প্রকাশ করার' একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেই অর্থ এই নয় যে, সূর্য্য সোমরসের দ্বারা তেজোসম্পন্ন হইয়াছেন; বরং তাহার ভাব এই যে, সোমরসের দ্বারা সূর্য্য অধিকতর উজ্জ্বল হয়েন। কিন্তু এই বিশেষ অর্থদ্বারাও ব্যাখ্যার অসামঞ্জস্যতা দোষ পরিহার করা যায় না। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মধ্যে ভাবের অসঙ্গতি দোষ তো আছেই, তাহা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যার কোন সদর্থ পাওয়া যায় না। যদি 'সোম' বলিতে সোমরস ব্যতীত অন্য কোন ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে বুঝায়, অথবা সূর্য্যপদে যদি প্রচলিত ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ দ্যোতনা করে তাহা হইলে হয়তো বা উপরের উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের কোন সদ পাওয়া যাইতে পারে।

শুধু তাই নয়। মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে 'ত্রিত' নামক জনৈক ঋষির উল্লেখ আছে। ত্রিত নামক জনৈক ঋষির যজ্ঞে পবিত্র হইয়া যেন সোমের এই অপূর্ব্ব শক্তিলাভ হইয়াছে অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, ত্রিত নামক ঋষি খুব বড় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই যজ্ঞে সোম পবিত্র হয়েন। অর্থ যাহাই হউক না কেন, নিত্য বেদমন্ত্রের মধ্যে অনিত্য অবিনশ্বর মানুষের বা তাহার কার্য্যকলাপের কোনও উল্লেখ সম্ভবপর নয়। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার ধারণা এই যে, 'ত্রিত' নামক একজন ঋষি ছিলেন এবং মন্ত্রে তাঁহার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নিত্য বেদমন্ত্রে অনিত্য ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনার উল্লেখ থাকা অসম্ভব।

আর বাস্তবিকপক্ষে মন্ত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের নামও উল্লেখ করা হয় নাই। 'ত্রিত' শব্দে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয় নাই—উক্ত শব্দে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধককে বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেও এই 'ত্রিত' শব্দ পাইয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান স্থলেও ঐ শব্দ দ্বারা উচ্চস্তরের সাধককে লক্ষ্য করে। ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যউক।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা সমগ্র বিশ্বে এই ত্রিগুণ অনুস্যূত আছে। জড়তা, অলসতা, হীনতা প্রভৃতি জড়গুণের পরিচায়ক। ঔদ্ধত্য, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি রজোগুণের ফল। আবার সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষের মধ্যে শুচিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্ভাবের বিকাশ হয়। বাস্তব জগতে এই তিন গুণের ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সাধারণ অবস্থায় এই ত্রিগুণের অধীন থাকে। সুতরাং এই ত্রিগুণজনিত বিভিন্ন ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়।

মানুষের মধ্যে ঐশীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। সেই শক্তির প্রেরণায় মানুষ

আপনার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় যাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। মানুষ সাধনা দ্বারা নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। ত্রিগুণের মধ্যে তমোগুণকেই সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করা যায়। কারণ তমঃই মানুষকে সংসার-পাশে, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর পাশে আবদ্ধ করে। কিন্তু অন্য দুইগুণও বন্ধনের পক্ষে কম কঠিন নয়। তবে সত্ত্বভাব যখন অন্য দুই গুণের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহা সাধককে উন্নতির পথে লইয়া যায়। কিন্তু তবুও শুদ্ধসত্ত্বের উপরেও আর একটা স্তর আছে। সেই স্তর ত্রিগুণাতীত। অর্থাৎ সাধক তখন ত্রিগুণের প্রকৃতির উপরে চলিয়া যান। তখন প্রকৃতি সাধককে আপনার মোহজালে আবদ্ধ করিতে পারে না। এই উচ্চস্তরকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলা হইয়াছে। যিনি এই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই 'ত্রিতঃ'। মন্ত্রের মধ্যে এই উন্নত সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'পবমানঃ' শব্দে পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত সাধক যখন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়েন, তখন তাঁহার হৃদয়ে পরাজ্ঞান সমুদিত হয়। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। 'সূর্য্যং' পদে জ্যোতিষ্কসূর্য্যকে বুঝাইতেছে না। উক্ত পদের দ্বারা সর্ব্বজ্যোতির আধার জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে জ্ঞানকেও আনয়ন করে—উজ্জ্বলতর করে। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১০অ—৬খ ১সূ—৪সা)। *

—•—

পঞ্চমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ।

২ ৩ ১ ২
সোমো বাজমিবাসরৎ ॥ ৫ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (রিপুনাশকঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বরিবোবিৎ' (বস্তুঃ পরস্য লম্ভকঃ, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসনীয়ঃ, অজাতশত্রুঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'বাজমিব' (সংগ্রামাশ্বতুল্যঃ দ্রুতগতিসম্পন্নঃ ইব, আশুমুক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব, যদ্বা—আত্মশক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব ইতি ভাবঃ) 'অসরৎ' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি সাধকং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ আশুং পরমধনদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (১০অ—৬খ—১সূ ৫সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, পরমধনদাতা, অজাতশত্রু, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক (অথবা আত্মশক্তিদায়ক) দেবতার ন্যায় সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ আশু পরমধনদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) ॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বৃত্রহা' শত্রূণাং হন্তা 'বৃষা' বর্ষকঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'বরিবোবিৎ' যষ্টৃদ্ধনস্য লম্ভকঃ 'অদাভ্যঃ' অন্যৈরহিংসনীয়ঃ ; এবংগুণঃ সন 'বাজমিব' সংগ্রামাশ্বইব 'অসরৎ' গচ্ছতি কলশং। (১০অ—৬খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১২৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী 'সোমঃ' পদ আছে ; সুতরাং ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য পদেরও তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই প্রচলিত মতে মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়াইয়াছে,—"(অশ্ব যেরূপ) সংগ্রামে গমন করে, সেইরূপ বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন।"

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা আছে—'বাজমিব' অর্থাৎ সংগ্রামাশ্বতুল্য। এখানে সংগ্রাম বা যুদ্ধের কোনও কথা নাই, সুতরাং এই তুলনার বিশেষ কোনও অর্থ আছে মনে করিতে হইবে। মন্ত্রের মূল শব্দ 'বাজং'। উহার সাধারণ অর্থ—শক্তি। প্রচলিত অর্থ সংগ্রামাশ্বও গৃহীত হইয়া থাকে যখন 'সংগ্রামাশ্ব' অর্থ গৃহীত হয়, তখন উহাদ্বারা গতিবেগকে লক্ষ্য করা হয়। সংগ্রামাশ্ব অতিশয় তীব্রগতির সহিত রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়, সেই তীব্রগতিই মন্ত্রের লক্ষ্য। এই গতির সহিতই শুদ্ধসত্ত্বের গতির তুলনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব শীঘ্রগতিতে সাধককে প্রাপ্ত হয়—ইহাই উপমার লক্ষ্য। আমরা উক্ত উপমার দুইটী অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজং' পদের প্রচলিত অর্থ-সংগ্রামাশ্ব, এবং অন্য অর্থ শক্তি—আত্মশক্তি। এই উভয় ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে—উভয় অর্থেই উপমার সঙ্গতি লক্ষিত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সংগ্রামাশ্বতুল্য' অর্থই গৃহীত হইয়াছে। তাহাদ্বারা ভাষ্যকার সম্ভবতঃ সোমরসের গতিবেগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শত্রূণাং হন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রচলিত মতে 'বৃত্র' শব্দে একটা অসুরের নাম বুঝায়। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে ভাষ্যকার তাঁহার অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিলেন কেন তাহা বুঝা যায় না।

'বরিবোবিৎ' পদের ভাষ্যার্থই সঙ্গত-বোধে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সত্ত্বভাব সম্বন্ধে এই বিশেষণের কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মাদকদ্রব্য সোমরস

কিছুতেই মানুষকে ধনদান করিতে সমর্থ নয়—সে পার্থিব অথবা অপার্থিব ধন, যাহাই হউক না কেন। সুতরাং সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মূলেই ভুল রহিয়াছে। মন্ত্রে 'সোম:' পদ আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা সোমরস প্রচলিত ব্যাখ্যাতাগণের কল্পনার ফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পদে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে। মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, অর্থাৎ মানুষ যখন রজঃ ও তমের হস্ত হইতে উদ্ধার পায় তখন তাঁহার হৃদয়দর্পণে সত্য প্রতিফলিত হয়। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিলে মানুষ তুচ্ছ কাচের মায়ায় প্রলুব্ধ না হইয়া কাঞ্চনলাভের চেষ্টা করে এবং আপনার সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাই সত্ত্বভাবকে 'বরিবোবিৎ' বলা হইয়াছে।

'অদাভ্যঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বহুস্থলে আলোচনা করা হইয়াছে বিশেষতঃ উক্ত পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"শত্রুওকা নাশক আউর সর্ব্ব কর্ত্তা অভিষব কিয়াহুয়া আউর যজমানকো ধন দেনেবালা আউরসে হিংসিত ন হোনেবালা বহ সোম সংগ্রামকে ঘোড়েঁকী সমান বেগসে কলশমেঁ জাতা হ্যায়।" (১০অ-৬খ-১সূ ৫সা)। *

——:০:——

ষষ্ঠং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২র

স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি।

২ ৩ ১ ২ ৩ ৩২

ইন্দুরিন্দ্রায় মꣳহয়ন্॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিনা' (প্রাজ্ঞেন সাধকেন, জ্ঞানিনা সাধকেন ইত্যর্থঃ) 'ইষিতঃ' (আহূতঃ, উদ্বুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'সঃ দেবঃ' (প্রসিদ্ধ, সঃ দেবঃ) 'দ্রোণানি' (কলসানি, পাত্রাণি, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অভিধাবতি' (অভিগচ্ছতি, আবির্ভবতি); 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'মংহয়ন' (পূজয়ন—পূজাপরায়ণঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৬খ—১সূ ৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানী সাধককর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ সেই দেবতা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন। (১০অ—৬খ—১সূ—৬সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'ইন্দুঃ' ক্লিদ্যমানঃ 'কবিনা' আক্রান্ত-প্রজ্ঞেনাধ্বর্য্যুণা। 'উষিতঃ' প্রেরিতঃ সন 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান 'অভি ধাবতি' অভিগচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন? 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রং 'মংহয়ন্' স্বকীয়-রসেন পূজয়ন। 'মংহয়ন্'—মংহনা—ইতি পাঠৌ। ৬।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। ৬।

* . *

ষষ্ঠ (১২৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের ভাবার্থ এই যে,—সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত করেন; দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হয়েন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই মহান, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যেই অসামঞ্জস্য এত স্পষ্ট যে, তাহা কখনও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। সোমকে ব্যাখ্যার মধ্যে একনিশ্বাসেই বলা হইয়াছে 'মহান্' এবং 'ক্লেদযুক্ত'। আচ্ছা যাহা মহান্, তাহা ক্লেদযুক্ত হয় কি প্রকারে? ক্লেদযুক্ত মহত্ত্ব কিছু আছে নাকি? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাখ্যাকার এই সামান্য বিষয়টীও অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাটী যে সোমরস নামক মদ্য-সম্বন্ধে কল্পিত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রচলিত কি মত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুত ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পাই। প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাতেই উপরের উদ্ধৃত মত অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণেও গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষভাবে ইহা পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা গৃহীত মত বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও সেই পাশ্চাত্যমতবাদসমূহ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সেইজন্য তাহাও আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

মন্ত্রের মধ্যে প্রধান বিষয়—সোমরস। প্রচলিত মতানুসারে সোমরস নামক মদ্য সোমলতা নামক এক প্রকার লতা হইতে প্রস্তুত হয়। সোমলতাকে প্রথমতঃ প্রস্তরের উপর পেষণ করিয়া ছাঁকিয়া তাহা হইতে নিংড়াইয়া রস বাহির করা হইত। সেই রসকে

মেষলোমের প্রস্তুত দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনির দ্বারা ছাঁকিয়া পবিত্র করা হইত। পবিত্রের দ্বারা বিশুদ্ধ করা হইলে সেই সোমরসকে একটী কলসের মধ্যে রাখা হইত, সেই কলসের নাম 'দ্রোণ'। তাহার মধ্যে জল রাখা হইত, এবং পরিস্কৃত সোমরসের সহিত দুগ্ধাদি মিশ্রিত করা হইত। মোটামুটীভাবে ইহাই সোমরসের প্রস্তুত-প্রণালী। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সোমরসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সোমরসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এই সোমরস দিয়া দেবগণের পূজা করিতেন, দেবগণ যজ্ঞস্থলে আসিয়া ভক্তপ্রদত্ত সেই সোমরস পান করিতেন। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও দেখিতেছি, "সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।" ইন্দ্রদেবকে নিবেদন করিবার জন্যই যেন সোমরস প্রস্তুত হইতেছে, এবং ছাঁকিয়া তাহা দ্রোণকলসের মধ্যে রাখা হইতেছে। এই সোমরস সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, উহা মাদকদ্রব্য, এবং সমস্ত দেবতা এই মদ্যপানে আনন্দিত হয়েন।

আমরা না হয় তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলাম যে, কোন সমাজে কোনও সময়ে সোমরস নামক মদ্যের প্রচলন ছিল এবং তাহা মানুষ পান করিয়া উন্মত্ত হইত, তাহা দেবতাকে নিবেদন করিত, দেবতাগণও যজ্ঞস্থলে আগমন করতঃ সোমপান করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু এই সকল স্বীকার করা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠে,—সোমরস নামক মদ্যের অস্তিত্ব না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, তাহা কি মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে? বেদের কোনও স্থলে বলা হইয়াছে—"সোম সূর্য্যকে জ্যোতিঃ দান করিয়াছেন, কোথায়ও বা বলিয়াছেন, সোম বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। অতি সাধারণবিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষের মনেও স্বভাবতঃই সন্দেহ আসিবে যে, অতি হেয় একটা মাদকদ্রব্যসম্বন্ধে কি মানুষ এত উচ্চধারণা পোষণ করিতে পারে? একটা অতি নিম্নশ্রেণীর মাতালও মদসম্বন্ধে এত অত্যুক্তি করিবে না। সকল বেদ, বিশেষভাবে সমগ্র সামবেদ-সংহিতা এই সোমরসের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আর সেই প্রশংসা অতিশয়োক্তি-পূর্ণ। একমাত্র ভগবান্ অথবা ভগবৎশক্তি ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধে এই মহিমাকীর্ত্তন প্রযোজ্য হইতে পারে না।

তাই আমাদের ধারণা, বেদে 'সোম' বলিয়া যে বস্তুটীর উল্লেখ আমরা পাই, তাহা মদ্য নয়, এবং তাহার প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করি, তাহাও সত্য নয়। প্রাচীন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ কখনই এত অপদার্থ ছিলেন না যে, একটা অতি জঘন্য মাদক-দ্রব্যে এত উচ্চাঙ্গের মহিমা আরোপ করিয়াছেন। আমাদিগকে দুই পথের এক পথ বাছিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অবিসম্বাদীরূপে মানিয়া লই, তাহা হইলেই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাঁহারা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা অতিশয় মদ্যপ ছিলেন, এবং তাঁহাদের দৃষ্টির সীমা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি আবার জাগতিক অতি সাধারণ বস্তু ও জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমরা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধে এত হীন ধারণা পোষণ করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের পূজনীয় বলিয়াই যে, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে

উচ্চ ধারণা পোষণ করি, তাহা নয়, তাঁহাদের মহত্ত্বের, উচ্চসাধনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমাদের মাথা নত হইয়া আসে কিন্তু আমরা যদি বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে যাই, তাহা হইলে পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ন্যায় সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগকে 'কৃষক' এবং বেদকে 'চাষার গান' আখ্যা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয়।

কিন্তু তাহাও সকল স্থলে সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অথবা প্রচলিত ব্যাখ্যাতাদের মতে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে, বেদের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান নিহিত আছে। সেই অসীম সমুদ্রের মধ্যে যিনি যে রত্নের অন্বেষণ করিবেন, তিনি সেই রত্নই লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদি সমগ্র বেদকে একত্রভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাবের অসামঞ্জস্য ঘটে যে, সমগ্র বেদকে এক জিনিষ বলিয়া মনে করা শক্ত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে মনে হয় যে, বেদের এক অংশের সাত্ত্বিকতা, বিশুদ্ধিতা বুঝি অন্য অংশের তামসিকতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বেদের মধ্যে এই বৈষম্য নাই। উহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিবৈষম্যের ফলমাত্র।

তাই বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, বেদের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা গভীরতর নিগূঢ় ভাব মন্ত্রে নিহিত আছে। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশলাভ করা হয়তো সহজসাধ্য নয়, কিন্তু যাহাতে আমরা যতদূর সম্ভব সত্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের ধারণা, মন্ত্রে সোমরস নামক কোন মদ্যের উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে ভগবানের শক্তি, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। বেদে সোমকে 'মদঃ', 'মদকরঃ' প্রভৃতি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহা সেই মত্ততাকে লক্ষ্য করে, যে মত্ততা লাভ করিবার জন্য যোগী-ঋষি, ভক্তগণ দিবানিশি সাধনায় নিরত থাকেন। সেই মদসুধা পান করিতে পারিলে ভবক্ষুধা চিরতরে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। 'সোম' শব্দে তাহারই দ্যোতনা করে।

যখন 'সোম' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এরূপভাবে পরিবর্তিত করিতে হইল, তখন সেই সোম-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের ধারণাও পরিবর্তিত হইবে। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ের বস্তু, উহা সাধকের পবিত্র হৃদয়ে সমুৎপাদিত হয়। তাই 'দ্রোণ' শব্দে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণের উপযোগী পাত্র সাধকহৃদয়কে লক্ষ্য করে। আমরা তাই সর্ব্বত্রই 'দ্রোণ' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—"হৃদয়রূপপাত্রাণি, হৃদয়ানি"। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণেরই পবিত্র হৃদয়ে উপজিত হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে আছে—"কবিনা উষিতঃ দ্রোণানি অভিধাবতি।" কবি পদে জ্ঞানী সাধককে লক্ষ্য করে। জ্ঞানী সাধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। অর্থাৎ সাধনা দ্বারা সাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিয়া থাকেন—ইহাই এই মন্ত্রাংশ প্রকাশ করিতেছে।

এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? "ইন্দ্রায় মংহয়ন"—ভগবানের আরাধনার জন্য। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্যই ভগবানকে যথোপযুক্তরূপে আরাধনা করিবার শক্তিলাভের জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন। মন্ত্রাংশে এই ভাবই স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১০অ—৬খ—১সূ ৬সা)॥ *

—•—

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতꣳ রসম্।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সর্ব্বꣳ স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা॥ ১॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসম্পন্নঃ, যদ্বা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ যঃ সাধকঃ) 'ঋষিভিঃ' (মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ, জ্ঞানিভিঃ) 'সম্ভৃতং' (কৃতং, দৃষ্টং) 'রসং' (রসযুক্তং, অমৃতময়ং—স্তোত্রং বেদমন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'অধ্যেতি' (পঠতি, উচ্চারয়তি) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মাতরিশ্বনা' (মাতৃভূতেন জ্ঞানেন, আদিজ্ঞানেন) 'স্বদিতং' (স্বাত্নকৃতং, বিশুদ্ধীকৃতং) 'পূতং' (পবিত্রং) 'সর্ব্বং' (সর্ব্ববস্তূনি) 'অশ্নাতি' (গৃহ্লাতি, লভতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বেদপাঠনিরতাঃ সাধকাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৭খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসম্পন্ন (অথবা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত) যে সাধক জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট অমৃতময় বেদমন্ত্র পাঠ করেন—উচ্চারণ করেন, সেই সাধক আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল বস্তু লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বেদপাঠনিরত সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন)॥ (১০অ—৭খ— সূ—১সা)।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের বত্রিংশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যাঃ' জনঃ 'পাবমানীঃ' পবমান-দেবতাকাঃ সর্ব্বাঋচঃ তদ্রূপং 'ঋষিভিঃ' সুক্তদ্রষ্টৃভিঃ মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঃ 'সম্ভৃতং' সম্পাদিতং 'রসং' বেদসারভূতং পাবমানং সুক্তলক্ষং যঃ 'অধ্যেতি', 'সঃ' জনঃ 'সর্ব্বং' ভোজ্যজাতং 'পূতং' পরিশুদ্ধমেব 'অশ্নাতি' ভক্ষয়তি। কথমস্য পূতত্বং? তত্রাহ - স্বদনাৎ প্রাগেব 'মাতরিশ্বনা'। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ, স চ পবিত্রমেব। পবিত্রেণ বায়ুনা 'স্বদিতং' স্বাদূকৃতং পরিপূতমেবান্নং পশ্চাৎ স নরোঽশ্নাতি। (১০অ - ১খ - ১সূ - ১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের কোনও উন্নতিই সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিবা ইহলৌকিক উৎকর্ষসাধন, কিবা পারলৌকিক পরমধন অধিকরণ সকলই কর্ম্মসাপেক্ষ। মন্ত্র সেই তথ্যই বিবৃত করিতেছে। বেদমন্ত্র উচ্চারণ, বেদ-মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞসম্পাদন - সকলই কর্ম্মপর্য্যায়ভুক্ত। বেদ নিত্য সামগ্রী; বেদ সত্যমূর্ত্তি। সুতরাং বেদমন্ত্রের পাঠ-রূপ কর্ম্মসম্পাদনে সেই নিত্য সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে। সাধনপথে এই ভাবেই অগ্রসর হইতে হয়। কর্ম্মহীনতা এ সংসারে সম্ভবপর নহে। কর্ম্মের মধ্যে আবার সৎকর্ম্ম—ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম শ্রেষ্ঠপদবাচ্য। এখানে, বেদমন্ত্রাধ্যয়নে সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসম্পাদনের উপদেশই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্র কহিতেছেন,—'যদি পরমধন লাভ করিতে চাও, বেদমন্ত্র-রূপ ভগবদ্বাণীর নিত্য উপাসক হও।'

কিন্তু এমন যে উচ্চভাবমূলক মন্ত্র, ব্যাখ্যায় এবং ভাষ্যে তাহার কি বিকৃতিই না সাধিত হইয়াছে! মন্ত্রের অন্তর্গত 'সর্ব্বং' পদের অর্থের ভাষ্যে এবং তদনুসরণে ব্যাখ্যায় এক বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদে 'ভোজ্যজাতং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তদনুসারে 'সর্ব্বং পূতং অশ্নাতি' মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে, - 'সর্ব্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন।' বেদমন্ত্রের এরূপ বিকৃত অর্থ যে কদাচ অভীষ্ট নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। পবিত্র বিশুদ্ধ (ভেজালহীন) খাদ্য আহার করিলে সহসা স্বাস্থ্যহানি হয় না সত্য; কিন্তু তাহাতে পারলৌকিক কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে। তার্কিক কহিবেন,—শরীর নিরোগ হইলে ভগবদারাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় না; তাই পবিত্র বিশুদ্ধ আহার্য্য আহার করিবার আবশ্যকতা। এ যুক্তি শতকাংশে সত্য হইলেও পারলৌকিক কল্যাণসাধন বিষয়ে এরূপ অর্থের কোনই সার্থকতা দেখি না। তাই আমরা ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যের অনুসরণে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"যে ব্যক্তি-পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যাহার রসশালিনী রচনা ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই সমস্ত সর্ব্ব-প্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যাহা বায়ু আহার করিয়াছেন।" ভাবের বৈচিত্র্য একবার লক্ষ্য করুন। বায়ু যে পবিত্র খাদ্য আহার করিয়াছেন, বেদমন্ত্র পাঠকারী

সেই পবিত্র তত্ত্বাবস্তু আহার করিয়া থাকেন। এখানে 'মাতরিশ্বনা' পদই 'পরিক্রেণ বায়ুনা' অর্থে অধ্যাহৃত হওয়ায় এইরূপ ভাববিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে কহিয়াছেন,—"মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ" অর্থাৎ অন্তরিক্ষে প্রবহমান বলিয়া 'মাতরিশ্বা' পদে বায়ু বুঝায়। এখানে 'মাতরি' পদে আকাশ বা অন্তরিক্ষ অর্থ পরিকল্পিত। কিন্তু এরূপ অর্থ অধ্যাহারে কোনই হেতু দেখি না। 'মাতৃ' পদের সাধারণ ব্যবহারিক অর্থ পরিগ্রহণে করিলেই, আমাদের মতে, অধিকতর সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমরা 'মাতরি' পদে 'মাতৃভূত' অর্থ গ্রহণ করিয়া 'মাতরিশ্বনা' পদে 'মাতৃভূতেন জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানকে মাতৃভূত বলিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। মাতা যেন আদিভূত, মাতা যেমন সন্তানের উৎপাদিকা; সেইরূপ সজ্জ্ঞানই সৎকর্ম্মের জনয়িতা এবং মাতৃস্থানীয়। এতদর্থেই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'মাতরিশ্বনা' পদে আমরা 'মাতৃ-ভূতেন জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আদিভূত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও পরাজ্ঞানের দ্বারা সংসারের যাবতীয় সামগ্রী বিশুদ্ধীকৃত হয়। অর্থাৎ জ্ঞান-প্রভাবেই মানুষ সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া থাকে, আর সেই বিচার-সামর্থ্যের দ্বারা পবিত্র সামগ্রী বাছিয়া লইতে পারে। 'আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল বস্তু লাভ করে' বলিতে এই ভাবই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ফলতঃ, সৎকর্ম্মের দ্বারা, সজ্জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ নিত্য পবিত্র পরমবস্তুর সন্ধান পায়; আর তাহার সন্ধান পাইয়া মানুষ তাহাই প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রধাবিত হয়। এই সবস্তু লাভের উদ্বোধনা এবং সজ্জ্ঞানে তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (১০—৭খ—১সূ—১সা)।

—— • ——
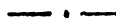
দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ　৩ ১র ২র ৩　১ ২ ৩　১ ২
পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।
২ ৩ ১ ২　৩ ২　৩ ১র ২র৩ ২
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্ম্মধূদকম॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ভগবতঃ শরণাগতঃ যঃ জনঃ) ঋষিভিঃ (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ জনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সম্ভৃতং' (সেবিতং, ধৃতং—প্রাপ্তং ইতি ভাবঃ) 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধকং, পরিত্রাণকারকং)

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের একত্রিংশ ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভাবঃ) 'তস্মৈ' (তস্মৈ শরণাগতায় জনায় ইত্যর্থঃ) 'সরস্বতী' (সর্ব্বত্র সর্পণশীলা দেবতা—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'ক্ষীরং' (সৎকর্ম্মসাধনভূতং প্রকৃষ্টং জ্ঞানং) 'সর্পিঃ' (কর্ম্মসামর্থ্যং) তথা 'মধু উদকং' (প্রাণোন্মাদকং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিং চ) 'দুহে' (দুগ্ধে, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতঃ শরণপরায়ণঃ জনঃ জ্ঞানং কর্ম্ম ভক্তিং চ লভতে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের শরণাগত যে ব্যক্তি, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক সেবিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধৃত পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সংজনন জন্য আপনাকে উদ্বোধিত করে, শরণাগত সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বত্র সর্পণশীল দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ সৎকর্ম্মসাধনভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, কর্ম্মসামর্থ্য এবং প্রাণোন্মাদক শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শরণাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি লাভ করেন)। (১০অ—৭খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' ব্রাহ্মণঃ 'পাবমানীঃ' পবমান-দেবতাকা ঋচঃ 'ঋষিভিঃ' মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্ম্মন্ত্র-দ্রষ্টৃভিঃ 'সম্ভৃতং রসং' বেদসারং সূক্তসজ্যং 'অধ্যেতি' অধীতে, 'তস্মৈ' পবমানাধ্যয়নং কুর্ব্বতে জনায় 'সরস্বতী' সর্ব্বত্র সরণবতী বাগ্দেবতা 'ক্ষীরং' যজ্ঞ-সাধনং পয়ঃ, 'সর্পিঃ' তাদৃশং ঘৃতং 'মধু' মদকরং 'উদকং' সোমং 'দুহে' স্বয়মেব দুগ্ধে যাগাদি-পর-বেদশাস্ত্রং বিদং করোতীত্যর্থঃ। দুহ প্রপূরণে (অদা০ প০) কর্ম্মকর্ত্তরি 'ন দুহস্নু-নমাং (৩।১।৮৯)' ইত্যাদিনা যকঃ প্রতিষেধঃ 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৭।১।৪১)' ইতি ত-লোপঃ। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— - * - ——

ভাষ্যের ভাব এই যে,—মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট সোমদেবতাবিষয়ক বেদসার সূক্তসমূহ যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেন; পবমান অধ্যয়নকারী সেই ব্যক্তির নিমিত্ত সর্ব্বত্র সরণবতী বাগ্দেবতা যজ্ঞসাধন পয় ও ঘৃত এবং মদকর সোমকে দোহন করেন অর্থাৎ যাগাদিপর বেদশাস্ত্রবিৎ করিয়া থাকেন। ভাষ্যের ভাব আত্মোৎকর্ষতাসাপেক্ষ। এখানেও সাধনার একটী স্তরের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মন্ত্রশক্তির প্রভাবও ভাষ্যের ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট দেখি। মন্ত্রাধ্যয়নে আত্মোৎকর্ষ সাধন হয়, আর সেই আত্মোৎকর্ষের দ্বারা পরাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়,

এই ভাবই ভাষ্যে পরিস্ফুট। এখানেও সেই কর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত দেখি। সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়,—মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে, বেদমন্ত্রের পাঠে বেদবিৎ হওয়া যায় বলিতে তাহাই উপলব্ধি করি। ফলতঃ কর্ম্ম যে মূলীভূত এখানে সেই তত্ত্বই প্রকটিত দেখি।

ভাষ্যের অনুসৃত ব্যাখ্যায় কিন্তু এ ভাব সংরক্ষিত হয় নাই। ভাষ্যকার 'মন্ত্রদ্রষ্টা' মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষির কথা বলিয়াছেন; ব্যাখ্যাকার মন্ত্ররচনাকারী ঋষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বেদমন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব এবং নিত্যত্ব খ্যাপনে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও মতই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা সেই প্রচলিত ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে সরস্বতী ঘৃত, দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন করিয়া দেন।" এখানে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—ভাষ্যের "মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ সম্ভৃতং বেদসারং সূক্তসজ্যং", আর ব্যাখ্যার 'রসময়ী রচনা' ভাষ্যকারও এখানে অতিসাবধানতা সহকারে 'মন্ত্রের রচনাকারী' বাক্য ব্যবহারে বিরত হইয়াছেন। বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব রক্ষা করিতে গেলে মন্ত্র রচিত হওয়ার বিষয় এবং মন্ত্রের সহিত পুরুষসম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের উক্তি যে, স্বকপোলকল্পিত পরন্তু তাহা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। তার পর ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ঘৃত দুগ্ধ জল প্রভৃতি যজ্ঞসাধনভূত সামগ্রীর যে পরিকল্পনা, তাহাও আমরা মানিতে অসমর্থ।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের মধ্যে এক অতি উচ্চ ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মতে মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে কর্ম্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের—সাধুসজ্জনের পদাঙ্কের অনুসরণে অগ্রসর হইলে, আত্মোৎকর্ষলাভ হয়, আর তাহাতে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, মন্ত্র এই তত্ত্বই প্রকটিত করিতেছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় 'ক্ষীরং', 'সর্পিঃ' এবং 'মধু উদকং' পদসমূহের লৌকিক যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যজ্ঞসাধনভূত দ্রব্য—সাধকের লক্ষীভূত নহে। এখানকার লক্ষ্য - জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, যদ্দ্বারা সৎস্বরূপকে সর্ব্বথা অধিগত হয়। ক্ষীর, সর্পি এবং উদক - যেমন লৌকিক যজ্ঞের সাধক, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি এবং ভক্তি সেইরূপ মানসযজ্ঞের উদ্‌যাপক। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ যিনি, তিনি ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত সেই ত্রিবিধ সামগ্রী লাভের কামনাই করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন লৌকিক সুখসাধক বা যজ্ঞসাধক সামগ্রী তাঁহার প্রার্থনীয় নহে।

তবে লৌকিক ক্রিয়াপদ্ধতিই যে অলৌকিক পরাগতি লাভের প্রধান সহায়, তাহা অস্বীকার করি না। লৌকিক কর্ত্তব্য সম্পাদনেই যে পারলৌকিক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মন্ত্রে প্রকারান্তরে সে উপদেশও নিহিত রহিয়াছে। বৃক্ষশিরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে যেমন মূল অবলম্বন করিয়া উঠিতে হয়, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম্ম সেইরূপ পারলৌকিক মঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া মনে করি। মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। কর্ম্মফল তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে চায়। তাই স্থূলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মে যাইবার উপদেশ বেদমন্ত্রের

অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। স্থূলের সাধনায় স্থূলকে পরিহার করিতে পারিলেই, সূক্ষ্মে উপনীত হওয়া যায়। তাই স্থূলের সাধনাও পরিহার্য্য নহে।

যাহা হউক, মন্ত্রের উপদেশ - ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; সচ্চিন্তার সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হও; কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানভক্তির উন্মেষে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। * (১০অ—৭খ—১সূ - ২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চ্যুতঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বস্ত্যয়নীঃ' (পরাশান্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণীদেবী ইত্যর্থঃ) অস্মৎসম্বন্ধে 'পাবমানী.' (পবিত্রতাসাধিকা, আত্মোৎকর্ষসম্পাদিকা ইত্যর্থঃ) 'সুদুঘা' (স্বতঃবর্ষীচন্দ্রসুধামিব শোভনফলদায়িকা) 'ঘৃতশ্চ্যুতঃ' (সদ্ভাবসংজননয়িত্রী, শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ 'ঋষিভিঃ' (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সম্ভৃতঃ' (সম্যকধৃতঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ ভক্তিরসঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রাহ্মণেষু' (ব্রহ্মজ্ঞেষু অস্মাসু ইত্যর্থঃ) উপস্থিতঃ সন অস্মৎসম্বন্ধে 'অমৃতং' (অমৃতপ্রাপকং, পরমার্থদায়কং বা ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (কল্যাণকরং) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। কর্ম্মপ্রভাবেণ বয়ং যথা সদ্ভাবাদিকারিণঃ ভবেম তথা সাধয়াম ইতি ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাশান্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণী দেবী আমাদিগের সম্বন্ধে পবিত্রতা-সাধিকা (আত্মোৎকর্ষসম্পাদিকা), স্বতঃবর্ষী চন্দ্রসুধার ন্যায় শোভনফল-দায়িকা, এবং সদ্ভাব-সংজননয়িত্রী শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা হউন। অপিচ, অন্তর্দৃষ্টি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে সপ্তষষ্টিতম সূক্তের দ্বাত্রিংশ ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে ধৃত (উৎপাদিত) শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ভক্তিরস, ব্রহ্মজ্ঞ আমাদিগের মধ্যে উপজিত হইয়া, আমাদিগের অমৃতপ্রাপক পরমার্থদায়ক এবং পরমকল্যাণকর হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। কর্ম্মপ্রভাবে আমরা যেন সদ্ভাবাধিকারী হইতে পারি)। (১০ম—৭থ—১সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণভাষ্যং।

যাঃ পাবমান্য ঋচঃ তাঃ 'স্বস্ত্যয়নীঃ' ক্ষেম-প্রাপিকাঃ 'সুদুঘাঃ' সুষ্ঠু ফলং দুহানাঃ 'ঘৃতশ্চ্যুতঃ' ঘৃতং শ্চোতন্তি ক্ষারয়ন্তীতি ঘৃতশ্চ্যুতঃ ঈদৃগভূতাঃ। অস্মানস্তুগৃহ্ণান্বিতি শেষঃ। 'ঋষিভিঃ মন্ত্র-দর্শিভিম্মুনিভিঃ 'রসঃ' ফলসারঃ 'সম্ভৃতঃ' অস্মাসু সম্পাদিতঃ। 'ব্রাহ্মণেষু' ব্রহ্মাণো মন্ত্রাঃ তৎপাঠকাঃ ব্রাহ্মণাঃ, তেষস্মাসু 'অমৃতং' অবিনাশ-বলং 'হিতং' সম্পাদিতং। (১০ম—৭থ—১ম—৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (১২৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও সঙ্কল্পমূলক। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিভাব স্বতঃ সঞ্চারিত হয়; তাঁহাদের প্রভাবে আমাদিগের অন্তরেও সেই সদ্ভাব ভক্তিরস উপজিত হউক,—স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রকিরণ যেমন উচ্চনীচ-নির্বিশেষে নিপতিত হয়, ভক্তিও সেইরূপ উচ্চনীচ-নির্বিচারে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হউক, প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের ভাব সরল, প্রার্থনা সারল্যপূর্ণ। সুতরাং অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রের অর্থ যে আমরা নিষ্পন্ন করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। স্থানবিশেষে যে সামান্য ইতরবিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"পবমান দেবতাওয়ালী ঋচাএঁ কল্যাণপ্রাপ্ত করানেওয়ালী আউর শ্রেষ্ঠ ফল দেনেওয়ালী হমারে উপর অনুগ্রহরূপ ঘৃতকো টপকানেওয়ালী হ্যায়। মন্ত্রদ্রষ্টাওনে হমারে লিয়ে ফলোঁকা সার সার সম্পাদন কর দিয়া হ্যায়, হম বেদ পঢ়িয়োঁমে অবিনাশী বল স্থাপন কর দিয়া হ্যায়।" মন্ত্রটী পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ভাষ্যকার সেইভাবে বেদমন্ত্র পাঠে বেদাধিকারী হইবার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন; আর আমরা আমাদের পন্থার অনুসরণে, পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য সাধনে, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছি। প্রভেদ এই মাত্র। (১০ম—৭থ—১সূ—৩সা)।

—— * ——

চতুর্থং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩ ২
পাবমানীর্দ্দধন্তু ন ইমংল্লোকমথো অমুম্।
২ ৩ ১২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২
কামান্ৎসমর্দ্ধয়ন্তু নো দেবীর্দ্দেবৈঃ সমাহৃতাঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবৈঃ' (দেবভাবাদিভিঃ, শুদ্ধসত্ত্বাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমাহৃতাঃ' (সম্পাদিতাঃ, উৎপাদিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধিকাঃ, আত্মোৎকর্ষদায়িকাঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবীঃ' (দ্যোতমানাঃ ভক্তিরূপিণ্যঃ দেব্যঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং অথো অমুং লোকং' (ঐহিকামুষ্মিকলোকয়োঃ, যদ্বা—ইহলোকপরলোকয়োঃ—কল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'দধন্তু' (ধারয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তু) অপিচ 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং বা) 'কামান' (অভীষ্টান, অভিলষিতফলানি ইত্যর্থঃ) 'সমর্দ্ধয়ন্তু' (পূরয়ন্তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভক্তিপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেন চ ভগবান্ অস্মাকং অভিলষিতফলানি প্রযচ্ছন্তু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ - ৭খ - ১সূ—৪সা।)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের বা সত্ত্বভাবাদির দ্বারা উৎপন্ন, পবিত্রতাসাধক আত্মোৎকর্ষদায়ক দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবীগণ আমাদিগের ঐহিক আমুষ্মিক অথবা ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধী কল্যাণ প্রদান করুন এবং সর্ব্ববিধ অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভক্তিপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণে ভগবান্ আমাদিগের অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (১০অ—৭খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবৈঃ' ইন্দ্রাদিভিঃ 'সমাহৃতাঃ' সম্পাদিতাঃ 'পাবমানীঃ দেবীঃ' পবমান-মন্ত্রাভিমানিনো দেব্যঃ 'নঃ' অস্মাকং 'ইমং' ঈদৃগ্ভূতং 'লোকং' ভূলোকং 'অথো' অপিচ 'অমুং' স্বর্গলোকং 'দধন্তু' প্রযচ্ছন্তু। তত্রত্যান্ 'কামান্' চ 'নঃ' অস্মদর্থং 'সমর্দ্ধয়ন্তু' সমৃদ্ধান্ কুর্ব্বন্তু ॥ ৪।

* * *

চতুর্থ (১২৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া ভক্তির সহায়তার, সেই অভীষ্ট ফললাভ হয়, —মন্ত্রের প্রার্থনায় তাহাই সংসূচিত।

মন্ত্রের প্রার্থনা সরল। মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহারে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই মতানৈক্য নাই। মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। ভক্তি স্বর্গাপবর্গপ্রদায়িকা, ভক্তি ভগবৎ-সাযুজ্যদায়িকা; সুতরাং সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া হৃদয়ে ভক্তিভাবের উন্মেষণের উদ্বোধনা মন্ত্রে অন্তর্নিহিত। (১০অ—৭থ—১স্থ—৪সা)।

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২　৩ ২　৩ ১ ২ ৩ ১ ২　৩ ২ ৩　১ ২

যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা।

১ ২　৩ ১ ২　৩ ১　২

তেন সহস্রধারেণ পাবমানীঃ পুনন্তু নঃ॥ ৫॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেন পবিত্রেণ' (যেন পবিত্রতাসাধকেন বস্তুনা, শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি ভাবঃ) সাধকঃ 'আত্মানং' (স্বাত্মানং ইত্যর্থঃ) 'সদা' (নিত্যকালং) 'পুনতে' (পবিত্রং করোতি), 'পাবমানীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদায়কাঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, যদ্বা—দেবভাবাঃ) 'তেন সহস্রধারেণ' (প্রভূতপরিমাণেন তেন—পবিত্রতাসাধকেন তেন শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পুনন্তু' (পবিত্রং কুর্ব্বন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বেন আত্মানং পবিত্রং করবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—৭থ—১স্থ—৫সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

যে পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক নিজের আত্মাকে নিত্যকাল পবিত্র করেন, শুদ্ধসত্ত্বদায়ক সকল দেবতা (অথবা দেবভাবসমূহ) প্রভূতপরিমাণ পবিত্রতাসাধক সেই শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা

আমাদিগকে পবিত্র করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে পারি।)॥ (১০অ—৭খ—১সু—৫সা)॥

* ০ *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবাঃ' ইন্দ্রাদ্যাঃ 'যেন' পবিত্রেণ শুদ্ধি-সাধনেন 'সদা' আত্মানং স্ব-দেহং পুনতে শোধয়ন্তি, 'সহস্রধারেণ' সহস্রসংখ্যাক-ধারা-যুক্তেন 'তেন' সাধনেন 'পাবমানীঃ' পাবমান্য ঋচঃ 'নঃ' অস্মান্ 'পুনন্তু'॥ (১০অ - ৭খ - ১সু—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১৩০০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ; উহাকে আত্মোদ্বোধকরূপেও গ্রহণ করা যায়। যে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক আপনার আত্মার বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করেন, আমরাও যেন সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভ করতঃ আপনার পবিত্রতাসাধন করিতে পারি - মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনমূলক এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। ভাষ্যাদির ভাব এই,—"ইন্দ্রাদি দেবতা যে উপায়ের দ্বারা তাঁহাদের আত্মার বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করেন, পাবমানী অর্থাৎ পবমানদেব-সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্রসমূহ সেই উপায়ের দ্বারা আমাদিগকে শোধন করুন।" এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে,—ব্যাখ্যায় ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বাহ্যবস্তু বা প্রক্রিয়া দ্বারা শোধনসাপেক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতা যেন কোন কারণবশতঃ অশুদ্ধ অপবিত্র আছেন, তাঁহারা কোন বস্তুবিশেষের সাহায্যে আপনাকে পবিত্র করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে,—ব্যাখ্যার মূলভাবই অসঙ্গত। কারণ দেবতার মধ্যে কি অপবিত্রতা থাকিতে পারে? আর তাহা দূর করিবার উপায় বা কি? আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, দেবতা বহু নহেন - দেবতা এক। বহুনাম, বহুরূপ, সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ-মাত্র। সুতরাং সেই 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' পরমব্রহ্মের প্রতি অপবিত্রতার আরোপ করা নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। যিনি পবিত্রতার আধার, যাঁহার পুণ্যছায়াস্পর্শে জগৎ পবিত্রতালাভ করে, তিনি কিরূপে অপবিত্র হইবেন? তিনি যদি অপবিত্র হয়েন তবে জগতে পবিত্র কি আছে বা থাকিতে পারে? সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অসঙ্গতবোধে আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যাদির অন্বয় হইতে আমাদের অন্বয় বিভিন্ন ধরণের তাহা ভাষ্য ও আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দুষ্টেই

অবগত হওয়া যাইবে। 'পবিত্র' শব্দে ভাষ্যকার সাধারণতঃ 'ছাঁকুনি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে উহার স্বাভাবিক অর্থই গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে আত্মোদ্বোধনমূলক প্রার্থনা আছে, তাহার মূলভাব এই যে,—সাধকগণ যে উপায়ে আপনাদের হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, আমরাও যেন সেই সদুপায় অবলম্বন করিয়া নিজেদের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারি। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য ॥ (১০অ ৭খ—১সূ—৫সা) ॥

— * —

ষষ্ঠং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩　　২　　৩ ১ ২ ৩ ১ ২　　　৩ ২
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্।

১ ২　　　৩ ১　২　　৩ ১　২
পুণ্যাꣳশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥ ৬ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবমানীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদায়িকাঃ) 'স্বস্ত্যয়নীঃ' (অবিনাশীফলপ্রাপয়িত্র্যঃ, অমৃতত্বদায়িকাঃ) যাঃ দেবতাঃ 'তাভিঃ' (তাসাম্ অনুকম্পয়া ইতি ভাবঃ) সাধকঃ 'নান্দনং' (স্বর্গং) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি); 'চ' (অপিচ), 'পুণ্যান্' (পবিত্রান্) 'ভক্ষান্' (ভক্ষণীয়ানি, গ্রহণীয়ানি বস্তূনি) 'ভক্ষয়তি' (গৃহ্লাতি) 'চ' (তথা) 'অমৃতত্বং' 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্য-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকঃ দ্যুলোকং গচ্ছতি, অমৃতত্বং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ-৭খ—১সূ-৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বদায়ক অবিনাশীফলপ্রাপক অমৃতত্বদায়ক যে দেবতাগণ—তাঁহাদের অনুকম্পায় সাধক স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, পবিত্র গ্রহণীয় বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন, এবং অমৃতত্বপ্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধক দ্যুলোকে গমন করেন, এবং অমৃতত্ব-প্রাপ্ত হয়েন।) (১০অ—৭খ—১সূ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পাবমানীঃ' পবমানঃ পাবকঃ পূয়মানো বা সোমঃ, তৎসম্বন্ধিন্যস্তদ্দেবতাকা ঋচঃ পাবমান্যস্তাঃ 'স্বস্ত্যয়নীঃ' স্বস্তীতাবিনাশ-নাম, তথাবিধ-ফলস্য প্রাপয়িত্র্যঃ, 'তাভিঃ' উক্ত-লক্ষণাভিঃ পাবমানীভিঃ, তৎপাঠেন স্তোতা 'নান্দনং' নন্দয়তি সুকৃতিন ইতি নন্দনঃ স্বর্গঃ স এব নান্দনঃ। স্বার্থিকস্তদ্ধিত-প্রত্যয়ঃ। তং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি। কিঞ্চেহ লোকে 'পুণ্যান্' সুকৃত-সম্পাদিতান, 'ভক্ষান্' ভক্ষণীয়ান্ ভোগান্ অন্ন-পানাদিলক্ষণান্ 'চ' ভক্ষয়তি। কিঞ্চ 'অমৃতত্বং চ গচ্ছতি' অমৃতত্বং নাম সোমস্তক্ষ প্রাপ্নোতি। ৬।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* . *

ষষ্ঠ (১৩০১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। কেবল-মাত্র 'পাবমানীঃ' এবং 'স্বস্ত্যয়নী' পদদ্বয়ের লক্ষিত ভাব-সম্বন্ধে একটু মতভেদ জন্মিয়াছে। ভাষ্যকারের মতে উক্ত পদদ্বয় বেদমন্ত্রকে লক্ষ্য করে। আমরা মনে করি, উক্ত দুই পদের লক্ষ্যস্থল—দেবতা। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যের বা ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যার বিশেষ কোন মতভেদ ঘটে নাই! নিম্নে প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—'অগ্নিদেবতাওয়ালী বা পূয়মান সোমসম্বন্ধী দেবতাওয়ালী ঋচায়েঁ অবিনাশী ফল দেনেওয়ালী হ্যায়। উন ঋচাওঁকে পাঠসে স্বর্গকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। ইস্ লোকসে পুণ্যপ্রাপ্ত খান-পানকে পদার্থোকো ভোগতা হ্যায়, আউর অমরভাবকোভী প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।"

মন্ত্রের প্রধানভাব এই যে, ভগবানের অনুকম্পায় সাধকগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন, অমৃতত্ব লাভ করেন। সেই অমৃতত্বই মানুষের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। যখন ভগবানের করুণাধারা মানুষের মস্তকে বর্ষিত হয়, যখন মানুষ ভগবানের কৃপাকণা লাভ করিতে পারে, তখন তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। তখন তিনি যাহা করেন, যাহা ভাবেন—সকলেই পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তাঁহার কর্ম্ম-মাত্রই ভগবদুপাসনায় পরিণত হয়। তাঁহার ভাব, চিন্তা, কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে অমৃতের পথে লইয়া যায়।

'নান্দনং' 'স্বস্ত্যয়নী' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। নান্দন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "নন্দয়তি সুকৃতিনঃ ইতি নন্দনঃ স্বর্গঃ স এব নান্দনঃ।" অর্থাৎ যাহা সুকৃতিগণকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগকে আনন্দ প্রদান করে তাহাই নন্দন। স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা 'নান্দনঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—স্বর্গ। সঙ্গতবোধে আমরাও উক্ত পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থই গ্রহণ করিয়াছি। সাধারণে প্রচলিত 'নন্দনকাননের' ভাব বৈদিক নন্দন শব্দ হইতেই আহৃত হইয়াছে। (১০অ—খ—১দ—৬সা)।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২   ৩ ১র   ২র ৩   ১ ২ ৩
অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং

২   ৩ ২ ৩   ১ ২৩   ১   ২   ৩   ২
যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।

৩ ১ ২ ৩   ১ ২   ৩ ২ ৩ ১
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্ব্বী

২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বে দুরোণে' (স্বস্থানে, স্বর্গে ইতি ভাবঃ) 'সমিদ্ধঃ' (দীপ্তঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'যঃ' (যা দেবতা) 'দীদায়' (দিপ্যতি, জ্যোতিঃ প্রযচ্ছতি) 'উর্ব্বী' (বিস্তীর্ণয়োঃ) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'অন্তঃ' (মধ্যে—স্থিতং ইতি যাবৎ) 'স্বাহুতং' (সুষ্ঠু আহুতং, আরাধিতং পরমারাধনীয়ং) 'চিত্রভানুং' (চিত্রোজ্জ্বলং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রত্যঞ্চং' (প্রতিগচ্ছন্তং, সর্ব্বত্রগমনশীলং, সর্ব্বত্রবিদ্যমানং ইত্যর্থঃ) তং 'যবিষ্ঠং' (যুবতমং, নিত্যতরুণং দেবং) বয়ং 'মহা নমসা' (মহতা নমস্কারেণ, ঐকান্তিকয়া ভক্ত্যা) 'অগন্ম' (প্রাপয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমজ্যোতির্ম্ময়ং পরমদেবং বয়ং ভক্ত্যা প্রার্থনয়া চ লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ-৮খ—১সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গে দীপ্ত হইয়া যে দেবতা জ্যোতিঃ প্রদান করেন, বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে স্থিত পরমারাধনীয়, জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র গমনশীল অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান সেই নিত্যতরুণ দেবতাকে আমরা ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমদেবতাকে আমরা যেন ভক্তি এবং প্রার্থনা দ্বারা লাভ করিতে পারি।)॥ (১০অ—৮খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' অগ্নিঃ 'স্বে দুরোণে' আহবনীয়াখ্যে স্বে স্থানে 'সমিদ্ধঃ' কাষ্ঠৈঃ সম্যগ্ দীপ্তঃ সন্ 'দীদায়' দীপ্যতে, তমিমং 'যবিষ্ঠং' যুবতমং 'উর্বী' বিস্তীর্ণয়োঃ 'রোদসী' রোদস্যোঃ দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ 'অন্তঃ' মধ্যে অন্তরিক্ষে 'চিত্রভানুং' চিত্রকালং 'স্বাহুতং' সুষ্ঠু আহুতিভিহু তং সন্তং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'প্রত্যঞ্চং' প্রতিগচ্ছন্তমগ্নিং 'মহা' মহতা 'নমসা' নমস্কারেণ 'অগন্ম' বয়ং উপগচ্ছামঃ। (১০অ ৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩০২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে পাওয়া যায়। উহা সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অন্তর্গত। সূক্তের প্রথমে অনুক্রমণিকায় অগ্নিদেবতার উল্লেখ আছে। সেইজন্য ভাষ্যকার মন্ত্রটিকে অগ্নিদেবতাসূচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও মন্ত্রের মধ্যে কোথায়ও অগ্নির উল্লেখ নাই। ভাষ্যকার সেই অগ্নিকে কি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই। নিম্নে প্রায় ভাষ্যানুযায়ী একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হইয়া দীপ্তি পান, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহুত ও সর্ব্বত্রগমনকারী (অগ্নির) নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি।

'অগ্নি' শব্দে কি বুঝায় তাহা আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার আগ্নেয় সূক্তে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি। আমরা সেখানে ইহা প্রদর্শন করিয়াছি যে, 'অগ্নি' শব্দে জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করে, উহা দ্বারা পরাজ্ঞান বুঝায়। মানুষের অন্তরে যে জ্ঞানবীজ বর্ত্তমান আছে, বিশ্বে যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত দেখা যায়, তাহা সমস্তই পরমজ্যোতির আধার অগ্নিরই বিকাশ-মাত্র। বেদের মধ্যে বিশেষতঃ ঋগ্বেদে অগ্নির মাহাত্ম্যপ্রখ্যাপক মন্ত্রের সংখ্যাই বেশী। ইহার কারণ কি? যে অগ্নি মানুষের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত করিয়া দেয়, যে অগ্নি সর্ব্বভক্ষ্য-রূপে পরিচিত, সেই অগ্নিকে এত উচ্চস্থান প্রদান করিবার কারণ কি? 'অগ্নি' শব্দে যে বস্তুকে বুঝায়, সেই বস্তুকে বেদে কিরূপ উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে তাহা বেদের কয়েকটী মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধ হইবে।

ঋগ্বেদ ও সামবেদের প্রথম মন্ত্র অগ্নি-সম্বন্ধীয়। ব্রাহ্মণগণ আবহমানকাল হইতে ব্রহ্মযজ্ঞে যে চারিটী বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটীতেই অগ্নির মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রে অগ্নির মাহাত্ম্যসূচক যে বিশেষণসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিলেই অগ্নির প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। সেই মন্ত্রে অগ্নিকে 'দেব', 'যজ্ঞের পুরোহিত', 'ঋত্বিক' 'হোতা', 'রত্নধাতা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'অগ্নি' শব্দে যদি সাধারণ অগ্নিকে বুঝায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি এই সকল বিশেষণ কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? সর্ব্বভস্মীভূতকারী অগ্নি কিরূপে 'রত্নধাতা'

হইতে পারে ? এ সমস্ত বিষয়ই আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি।

বেদে অগ্নির এই প্রাধান্য দর্শনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুকরণকারী এদেশীয় অনেকে মনে করেন যে, আদিমকালে আর্য্যগণ অগ্নির ব্যবহার জানিতেন না। তারপর যখন তাঁহারা এই অপূর্ব্ব বস্তুটী আবিষ্কার করিলেন, তখন ইহার সুখ্যাতিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন, এই অগ্নিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তাহার প্রিয় খাদ্য ঘৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইত। ক্রমশঃ তাহার চারিদিকে নানাবিধ আখ্যায়িকা সৃষ্ট হইতে লাগিল। বেদে আমরা আদিমজাতির অগ্নিপূজার এই চিত্রই দেখিতে পাই। শুধু তাই নয়, 'অগ্নি' সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যাকার নানাবিধ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা মনে করি, এই সকল কাল্পনিক ঐতিহাসিক গবেষণার কোনও মূল্য নাই। নিত্যগ্রন্থ বেদের মধ্যে অনিত্য বস্তুর উপাসনার কোনও উল্লেখ নাই। মন্ত্রে যে অগ্নির উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে সেই পরমদেবতা - পরমবস্তু জ্ঞানেরই মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অগ্নিকে 'যুবতম' অথবা 'যবিষ্ঠ' বলা হয়। তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—অগ্নি প্রত্যেকবার অরণিকাষ্ঠের সঙ্ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলিয়া অগ্নিকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে গবেষণার অন্ত নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, এই জ্ঞান প্রতিমুহূর্ত্তেই মানবের অন্তরে বিকশিত হইতেছে বলিয়াই তাঁহাকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এই মন্ত্রের ভাব আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ - ৮খ — ১সূ — ১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নিঃ

২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২
ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।

১ ২ ৩ ১ ২৩২ ৩ ১ ২৩২
স নো রক্ষিষদ্ দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত নো মঘোনঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'মহ্না' (মহত্ত্বেন) অস্মাকং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'দুরিতানি' (পাপানি) 'সাহ্বান্' (অভিভবন দূরীকরোতু ইত্যর্থঃ); 'জাতবেদাঃ' (জাতধনঃ, জাতপ্রজ্ঞঃ, জ্ঞানস্বরূপঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'দমে' (যজ্ঞগৃহে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'আ স্তবে' (সাধকৈঃ স্তূয়তে); 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'দুরিতাৎ' (পাপাৎ) 'রক্ষিষৎ' (রক্ষতু) তথা 'অবদ্যাৎ' (নিন্দিতাৎ কর্ম্মণঃ, অসৎকর্ম্মণঃ) 'গৃণতঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ) অস্মান রক্ষতু ইতি শেষঃ; 'উত' (অপিচ) 'মঘোনঃ' (হবিষ্মতঃ, পূজাপরায়ণান) 'নঃ' (অস্মান্) রক্ষতু – ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মান্ সর্ব্বপাপেভ্যঃ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ-৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব মহত্ত্বের দ্বারা আমাদিগের সকল পাপ দূর করুন; জ্ঞানস্বরূপ দেব সৎকর্ম্মসাধনে সাধকগণের দ্বারা স্তুত হয়েন; সেই দেবতা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন এবং অসৎকর্ম্ম হইতে প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করুন; অপিচ, পূজাপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা করুন।)। (১০অ—৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ 'অগ্নিঃ' 'মহ্না' মহত্ত্বেন 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'দুরিতা' দুরিতানি 'সাহ্বান' অভিভবন 'জাতবেদাঃ' জাতধনঃ জাতপ্রজ্ঞো বা 'দমে' যজ্ঞগৃহে 'স্তবে' অস্মাভিঃ স্তূয়তে, 'সঃ' অগ্নিঃ 'গৃণতঃ' স্তুবতঃ 'নঃ' অস্মান 'দুরিতাৎ' পাপাৎ 'অবদ্যাৎ' নিন্দিতাচ্চ কর্ম্মণঃ 'রক্ষিষৎ' রক্ষতু। 'উত' অপিচ 'মঘোনঃ' হবিষ্মতঃ 'নঃ' অস্মান্ রক্ষতু। (১০অ-৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রটীও পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞগৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি।"

ভাষ্যকার মন্ত্রের ভাব আরও পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'জাতবেদাঃ' পদের ভাষ্যার্থ—"জাতধনাঃ, জাতপ্রজ্ঞঃ।" সুতরাং ভাষ্যার্থ হইতেই আমরা মন্ত্রের দেবতার স্বরূপ জানিতে পারি। এই বিশেষণ কি জলন্ত অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? আগুন কি জ্ঞানের আধার? আবার প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারেই মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা কি অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? মন্ত্রের প্রার্থনা পাপনাশের জন্য অসৎকর্ম্ম হইতে, পাপ-প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার জন্য, কিন্তু সাধারণ অগ্নির কি সাধ্য আছে যে তাহা মানুষকে পাপের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে?

ভগবানের শক্তিস্বরূপ যে পরাজ্ঞান, সেই জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে। পাপ-কালিমা প্রভৃতি জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাই সেই ভগবৎ-শক্তির নিকটই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহা এই যে, জ্ঞানদেব সৎকর্ম্মসাধকগণের দ্বারা স্তুত হয়েন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হইলেই সৎকর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি জন্মে, আবার সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হয়। অর্থাৎ সৎকর্ম্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে জন্য জনক সম্বন্ধ বিদ্যমান। একটীর উপস্থিতিতে অন্যটী উপস্থিত হয়—মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। (১০অ—৮খ—১সূ—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১
ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বর্দ্ধন্তি মতিভির্ব্বসিষ্ঠাঃ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বে বসূ সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত

৩ ২ ৩ ১ ২
স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং' (ত্বমেব ইত্যর্থঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উত' (অপিচ) 'মিত্রঃ' (মিত্রভূতঃ, মিত্রস্বরূপঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; 'বসিষ্ঠাঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'মতিভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'ত্বাং' 'বর্দ্ধন্তি' (বর্দ্ধয়ন্তি, আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ); 'ত্বে' (ত্বয়ি—বর্ত্তমানানি ইতি যাবৎ) 'বসু' (বসূনি পরমধনানি) অস্মাকং 'সুষণনানি' (সুসম্ভজনানি, প্রীতিদায়কানি, পরমমঙ্গলসাধকানি) 'সন্তু' (ভবন্তু); হে দেবাঃ! যূয়ং' 'সদা' (নিত্যকালং) 'নঃ' (অস্মান্) 'স্বস্তিভিঃ' (ক্ষেমৈঃ, পরমমঙ্গলৈঃ সহ) 'পাত' (রক্ষত)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ জ্ঞানসাধনে যত্নপরায়ণাঃ ভবন্তি; পরমমিত্রঃ অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ কৃপয়া অস্মাকং পরমমঙ্গলং সাধয়তু—ইতি ভাবঃ। (১০অ-৮খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি অভীষ্টবর্ষক এবং মিত্রস্বরূপ হয়েন; জ্ঞানিগণ স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্দ্ধিত করেন—আরাধনা করেন; আপনাতে বর্ত্তমান পরমধনসমূহ আমাদিগের পরম মঙ্গলসাধক হউক; হে দেবগণ! আপনারা নিত্যকাল আমাদিগকে পরম মঙ্গলের সহিত রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ জ্ঞানসাধনে যত্নপরায়ণ হয়েন; পরমমিত্র অভীষ্টবর্ষক দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুন।)। (১০অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'ত্বং' 'বরুণঃ' অসি পাপানাং নিবারকো ভবসি 'উত' অপিচ 'মিত্রঃ' অসি, পুণ্য-প্রাপণে সখা ভবসি। 'বসিষ্ঠাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ হে অগ্নে! 'ত্বাং' 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'বর্দ্ধন্তি' বর্দ্ধয়ন্তি 'ত্বে' ত্বয়ি বিদ্যমানানি 'বসু' বসূনি 'সুষণনানি' সুসম্ভজনানি 'সন্তু'। হে অগ্নে! যূয়ং' ত্বদাত্মাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'স্বস্তিভিঃ' ক্ষেমৈঃ 'নঃ' অস্মান্ 'সদা' সর্ব্বদা 'পাত' রক্ষত। (১০অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৩০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও অগ্নিসম্বন্ধসূচক। 'মন্ত্রে' অগ্নিকে সম্বোধন করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার মূলভাব এই যে, জ্ঞানদেব অগ্নি আমাদের মঙ্গলসাধন করুন, আমাদিগকে বিপদ হইতে নিত্যকাল রক্ষা করুন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাব অব্যাহত আছে, কেবল-

মাত্র দুই একটী পদের প্রতিশব্দ সম্বন্ধে একটু মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করেন। তোমাতে নিত্যমান ধন সুলভ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তি-দ্বারা পালন কর।"

এই ব্যাখ্যা হইতেই ইহা পরিস্ফুট হইবে যে, অগ্নিকে এখানে মিত্র ও বরুণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার কিন্তু অনর্থক তাঁহার প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বরুণঃ' পদে 'পাপানাং নিবারকঃ' এবং 'মিত্রঃ' পদে 'পুণ্যপ্রাপণে সখা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। আমরা মনে করি বাঙ্গালা অনুবাদকার মন্ত্রের মূলভাব অনেক পরিমাণে অবিকৃত রাখিয়াছেন। ভগবান্ এক, তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্ন নামে পরিচিত—এই সত্যই মন্ত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই অর্য্যমা - সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই বিভূতি মাত্র। মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বসিষ্ঠ' শব্দে জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করে—আমরা তাহা পূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। 'বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতির দ্বারা বর্দ্ধিত করেন' তাহার ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ সাধনা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়স্থ জ্ঞানরাশিকে বর্দ্ধিত করেন। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। (১০অ-৮খ-১সূ ৩সা)।*

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ　৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মহা৺ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমা৺ ইব।

১ ২ ৩ ১ ২

স্তোমৈর্ব্বৎসস্য বাবৃধে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষ্টিমান্' (বর্ষণশীলঃ, অভিষ্টপূরকঃ) 'পর্জ্জন্যঃ ইব' (রসানাং প্রার্জ্জয়িতা, অমৃতদায়কঃ দেবঃ ইব) 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ ইন্দ্রদেবঃ যঃ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) সঃ তস্য 'বৎসস্য' (পুত্রভূতস্য, পুত্রস্থানীয়স্য সাধকস্য ইত্যর্থঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বাবৃধে' (প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ সাধকৈঃ আরাধিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ-৮খ-২সূ ১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ঊনদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টপূরক অমৃতদায়ক দেবতার ন্যায় শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি যে দেবতা, তিনি তাহার পুত্রস্থানীয় সাধকের স্তুতিদ্বারা আরাধিত হয়েন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকগণের দ্বারা আরাধিত হয়েন।)॥ (১০অ- ৮খ—২সূ—১সা।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'ওজসা' বলেন 'মহান্' সর্ব্বেভ্যোঽধিকঃ। কইব? 'বৃষ্টিমানিব' যথা বৃষ্ট্যা যুক্তঃ 'পর্জ্জন্যঃ' রসানাং প্রার্জ্জয়িতা দেবঃ মহান, স ইন্দ্রঃ 'বৎসস্য' পুত্র-স্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস-নাম্ন এব বা ঋষেঃ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ 'বাবৃধে' প্রবর্দ্ধতে। (১০অ—৮খ ২সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

মন্ত্রটীতে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে ভগবানেরই দুইটী বিভূতির একত্র তুলনা করা হইয়াছে। 'পর্জ্জন্যঃ' 'ইন্দ্রঃ' ভগবানের এই উভয় প্রকাশের মধ্যে একত্ব সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই বিভূতিসমূহের মধ্যে যে একত্ব বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবান অমৃতদায়ক, অভীষ্টপূরক। তিনি আপনার সন্তানগণকে বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে কৃপা করিয়া থাকেন। যিনি পর্জ্জন্যরূপে মানবকে অমৃতত্ব দানে কৃতার্থ করেন, তিনিই ইন্দ্ররূপে তাহাকে ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অধিকারী করেন। মানুষ তাঁহারই সন্তান। মন্ত্রান্তর্গত 'বৎসস্য' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'বৎসস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন,—"পুত্রস্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস-নাম্ন এব বা ঋষেঃ"। অন্যত্র তিনি 'বৎস' পদে 'বৎস' নামক ঋষিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেও তাহার স্বাভাবিক অর্থও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আমরা মনে করি, 'পুত্রস্থানীয়স্য' অর্থই সঙ্গত। মানুষ ভগবানেরই সন্তান। তিনিই মানবকে তাঁহার অপার স্নেহকরুণায় সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন।

যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সাধক, তাঁহারা সেই পরমপিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 'বাবৃধে' পদের অর্থ 'প্রবর্দ্ধতে' অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়েন কিরূপে? তিনি কি অপূর্ণ যে সাধকের স্তুতিতে পূর্ণত্ব লাভ করিবেন। মন্ত্রের এই অর্থই আপাততঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত গূঢ়ার্থ অন্যরূপ। সাধক সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধনপথে যতই অগ্রসর হয়েন ততই ভগবন্মাহাত্ম্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং ভগবান স্তুতি দ্বারা সাধকের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন—এ কথা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমরা 'বাবৃধে' পদে "প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে উপলব্ধ হইবে। ১॥ ০

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম। *

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩   ২ ৩   ১র ২র ৩   ১   ২ ৩ ২ ৩   ১ ২

কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্।

৩ ১   ২ ৩   ১ ২

জামি ব্রুবত আয়ুধা॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদ্' (যদা) 'কণ্বাঃ' (স্তোতারঃ, ক্ষুদ্রশক্তিজনাঃ বা) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিং দেবং, ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞস্য সাধনং' (সৎকর্ম্মণঃ লক্ষীভূতং, সৎকর্ম্মণঃ চরমলক্ষ্যং) 'অক্রত' (কুর্ব্বন্তি) তদা সাধকাঃ 'আয়ুধা' (আয়ুধানি রক্ষাস্ত্রাণি) 'জামি' (অপ্রয়োজনানি, যদ্বা—বন্ধুস্বরূপাণি) 'ব্রুবতে' (বদন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্র। ভগবান্ ভগবৎপরায়ণান্ সাধকান্ সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি ইতি ভাবঃ। (১০অ—৮খ ২সূ ২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যখন ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিগণ (অথবা স্তোতাগণ) স্তুতির সহিত ভগবানকে সৎকর্ম্মের লক্ষীভূত অর্থাৎ চরমলক্ষ্য করেন, তখন সাধকগণ রক্ষাস্ত্রকে অপ্রয়োজনীয় (অথবা বন্ধুস্বরূপ) বলিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ ভগবৎপরায়ণ সাধকদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।)॥ (১০অ—৮খ—২সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কণ্বাঃ'। স্তোতৃ-নামৈতৎ (নিঘ০ ৩।১৫।৭) স্তোতারঃ কণ্বগোত্রা বা 'ইন্দ্রং' 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ 'যজ্ঞস্য' যাগস্য 'সাধনং' সাধয়িতারং নিষ্পাদকং 'যদ্' যদা 'অক্রত' অকুর্বত। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি (২৪৮০) চ্লের্লুক্, তদানীং 'আয়ুধা' শত্রূণাং হিংসকানি

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

আপাদীনি 'জামি'। অতিরেকনামৈতৎ। অতিরিক্তং অধিকং প্রয়োজন-রহিতং 'ক্রবতে' কথয়ন্তি। 'আয়ুধা' আয়ুধস্য সর্ব্বস্য কার্য্যস্যেন্দ্রেণ কৃতত্বাৎ আয়ুধানি নিষ্প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। যদ্বা, 'আয়ুধা' আয়ুধমায়োধনশীলমিন্দ্রং 'জামি' জামিং ভ্রাতরং 'ক্রবতে' বদন্তি॥ 'আয়ুধা' —'আয়ুধং'—ইতি পাঠৌ। (১০অ ৮খ ২সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় (১৩০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহা এই যে,—সাধক যখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন, তখন তাঁহার আর কোনও ভয় থাকে না। ভগবানই তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের 'যজ্ঞস্য সাধনং' পদের অর্থ এই যে, ভগবান যখন সাধকের সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের লক্ষ্যস্থলরূপে গৃহীত হয়েন, অর্থাৎ সাধক যখন কেবলমাত্র ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই জীবনপথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যখন ভগবদুদ্দেশে পরিচালিত হয়, তখন ভগবানও সর্ব্বতোভাবে সেই সাধকের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ভগবানে আত্মসমর্পিত হইলে, সাধকের আর নিজের বলিতে কিছুই থাকে না। কাজেই রিপুশত্রুগণ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। কারণ, তিনি অনায়াসেই তখন বলিতে পারেন—"যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং"। তাঁহার বাক্য, কর্ম্ম, চিন্তা সমস্তই ভবদারাধনায় নিয়োজিত হয়। সুতরাং তিনি যাহা করেন, তাহা সমস্তই তাঁহার উন্নতিসাধক হয়।

তাঁহার নিজের সত্তা যখন সেই পরমসত্তায় বিলীন হইয়া যায়, তখন তাঁহার প্রতি রিপুর আক্রমণ সম্ভবপর হয় না। কারণ তখন সাধকের পৃথক অস্তিত্বই থাকে না—আক্রমণ করিবে কাহাকে? তাই বলা হইয়াছে তখন অস্ত্রশস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হইয়া যায়, অথবা বন্ধুরূপে পরিণত হয়। অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা শত্রুনাশ হয়, কিন্তু যাঁহার শত্রু নাই, তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে অস্ত্র-শস্ত্র প্রাণনাশক, তাহাই সাধকের পক্ষে বন্ধুস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ ৮খ—২সূ—২সা)॥

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩২ ৩   ১ ২ ৩   ১র   ২র ৩   ১ ২

প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ভরন্ত বহ্নয়ঃ।

১ ২   ৩ ২ ৩   ৩ ২

বিপ্রা ঋতস্য বাহসা॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যদ্' (যদা) 'বহ্নয়ঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'ঋতস্য প্রজাং' (সত্যস্য সাধকং) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তঃ, জ্ঞানেন পূরয়ন্তি ইত্যর্থঃ) তদা তে 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'ঋতস্য বাহসা' (সত্যস্য প্রাপকেন-স্তোত্রেণ ইতি যাবৎ) 'প্রভরন্ত' (প্রকর্ষেণ ভরন্তি, ভগবন্তং পূজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (১০অ—৮খ—২সূ—৩সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

যখন জ্ঞানকিরণসমূহ সত্যসাধককে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে, তখন সেই জ্ঞানিগণ সত্যপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে পূজা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (১০অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

• . •

সায়ণভাষ্যং।

'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সত্যস্য বা 'প্রজা' প্রকর্ষেণ জাতমিন্দ্রং 'পিপ্রতঃ' নভসঃ প্রদেশান্ পূরয়ন্তঃ 'বহ্নয়ঃ' বাহকা অশ্বা 'যদ্' যদা 'প্রভরন্ত' প্রকর্ষেণ ভরন্তি বহন্তি তদা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারঃ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'বাহসা' প্রাপকেণ স্তোত্রেণ তং ইন্দ্রং স্তুবন্তীতি শেষঃ। ৩॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

• . •

তৃতীয় (১৩০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ভাব এই যে, মানুষ যখন হৃদয়ে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিতে পারে তখন সেই আলোকের সাহায্যে আপনার জীবনের চরম অভীষ্ট সম্বন্ধে সত্য ধারণায় উপনীত হয়। যখন মানুষ আপনার নিজের অভাব অপূর্ণতার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তখন মানুষ সর্ব্বাভীষ্টপূরক ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বিকশিত করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে সে আপনার সকল অভীষ্টই সাধন করিতে পারে। সুতরাং যখন অভ্রান্তভাবে আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় এবং যখন সে আপনার চরম অভীষ্টের সন্ধান পায়, তখন সে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে। শুধু তাহাই নয়, এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় যে ভগবৎপরায়ণতা তাহা সে জ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই সে আপনার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়—ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানু-

দ্বারা একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"যখন (সত্যোদেশ) পূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা ইন্দ্রকে বহন করে, তখন বিদ্বানগণ যজ্ঞের প্রাপক (স্তুতি দ্বারা স্তব করে)।" এই ব্যাখ্যান্তর্গত বন্ধনীমধ্যস্থিত শব্দগুলি মূলে নাই, ব্যাখ্যাকার অধ্যাহৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের পদগুলির অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'প্রজাং' পদের ভাষ্যার্থ,—'প্রকর্ষেণ জাতং ইন্দ্রং' এখানে ইন্দ্র কোথা হইতে আসিলেন? আবার 'বহ্নয়' পদের প্রচলিত অর্থ 'অগ্নি', কিন্তু এখানেই ভাষ্যার্থ - 'বাহকাঃ অশ্বাঃ'। যাহা হউক মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—৮খ ২সূ—৩সা)। •

——:০:——

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জীরা অজিরশোচিষঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জিঘ্নতঃ' (পুনঃপুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ, অজ্ঞানতানাশকস্য) 'হরেঃ' (পাপহারকস্য) 'অজিরশোচিষঃ' (সর্ব্বত্রগমনশীলতেজসঃ, বিশ্বজ্যোতিষঃ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য—শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি যাবৎ) 'চন্দ্রাঃ' (দেবানামাহ্লাদয়িত্র্যঃ, দেবভাবপ্রাপিকাঃ) 'জীরাঃ' (ধারাঃ) 'অসৃক্ষত' (সৃজ্যন্তে, উৎপাদিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পাপনাশকং দেবভাবপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৯খ ১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক পাপহারক বিশ্বজ্যোতিঃ পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বের দেবভাবপ্রাপিকা ধারা সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পাপনাশক দেবভাবপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৯খ—১সূ—১সা)।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'জিঘ্নতঃ' পুনঃ পুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ 'হরেঃ' হরিতবর্ণস্য 'অজিরশোচিষঃ' সর্ব্বত্র-গমন-শীল-তেজসঃ' 'পবমানস্য 'চন্দ্রাঃ'। চদি আহ্লাদে (ভ্বা০ প০)। দেবানামাহ্লাদয়িত্র্যঃ 'ধারাঃ' ক্ষিপ্রং ক্ষরণ-শীলাঃ ধারাঃ 'অসৃক্ষত' সৃজ্যন্তে পবিত্রান্নির্গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ 'জিঘ্নতঃ' 'অঘ্নতঃ' - ইতি পাঠৌ। (১০অ - ৯খ—১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§ * §:• ———

সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের যে সকল বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। 'জিঘ্নতঃ' পদের ভাষ্যার্থ— 'পুনঃ পুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ'। ইহা হইতে আমরা ভাব গ্রহণ করিয়াছি অজ্ঞানতা-নাশক। 'তমঃ' পদে এখানে অজ্ঞানতাকে লক্ষ্য করিতেছে। অজ্ঞানতাই জগতের প্রগাঢ়-তম অন্ধকার। সেই অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইলেই মানুষ আপনার প্রকৃত লক্ষ্য দেখিতে পায়। মানবের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে তাঁহার হৃদয় পরিষ্কার নির্ম্মল হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে তমোনাশক বা অজ্ঞানতানাশক বলা হইয়াছে।

'অজিরশোচিষঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'সর্ব্বত্রগমনশীলতেজসঃ' অর্থাৎ যাঁহার তেজ সর্ব্বত্র গমন করে। শুদ্ধসত্ত্বের জ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানের জ্যোতিঃ সমগ্রবিশ্বে বিকীর্ণ হয়। উক্তপদে শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'হরেঃ' পদে ভাষ্যকার হরিৎবর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ভাবসঙ্গতির দিক দিয়াও উক্তপদের 'পাপহারক' অর্থই নিষ্পন্ন হয়।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাহার তেজ সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন, আহ্লাদকর ধারা সমস্ত তাঁহার হরিৎবর্ণ মূর্ত্তি হইতে নির্গত হই-তেছে।" অর্থাৎ সোমরসাত্মক অর্থই ভাষ্যকারগ্রহণ করিয়াছেন॥ (১০অ ৯খ -১সূ —১সা)॥

——§ ০ §——

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথীতমঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ নির্ম্মলতমঃ, শ্রেষ্ঠতমঃ বিশুদ্ধিতাদায়কঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'চন্দ্রঃ' (আহ্লাদয়িতা, পরমানন্দদায়কঃ) 'মরুদ্গণাঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ যস্য সহায়ভূতাঃ, বিবেকজ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ-শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) অস্মান্ প্রাপ্নোতু-ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমানন্দদায়কং সৎকর্ম্মসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ-৯খ-১সূ-২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম্মসাধক, শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধিতাদায়ক, পাপহারক, পরমানন্দ-দায়ক, বিবেকজ্ঞানদাতা, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দ-দায়ক সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করি॥ (১০অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' দেবঃ 'রথীতমঃ' অতিশয়েন রথবান্। ইত্রথিনঃ (৮।২।১৭ বা০)—ইতীকারঃ। তথা 'শুভ্রেভিঃ' শোভাযুক্তৈস্তেজোভিঃ অপি 'শুভ্রশস্তমঃ' অত্যন্তং দীপ্যমানশ্চ। যদ্বা, নির্ম্মলতম-যশোযুক্তঃ। 'হরিশ্চন্দ্রঃ'। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রে (৬।১।১৫১)—ইতি সাংহিতিকঃ সুট্। হরিতবর্ণ-দীপ্তিঃ হরিত-ধারা-যুক্তো বা 'মরুদ্গণাঃ' মরুতো যস্য গণাঃ সহায়-ভূতাঃ স তথোক্তঃ তাদৃশঃ সোমঃ সর্ব্বান্ স্বরশ্মিভিঃ ব্যাপ্নোতীতি অন্বয়েণ সম্বন্ধঃ॥ ২॥

• • •

দ্বিতীয় (১৩০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইহার তুল্য রথী নাই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ম্মল, ইঁহার ধারা হরিৎবর্ণ, দেবতারা ইঁহার সহায়, ইনি তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করেন।" একই মন্ত্রের মধ্যেই সোমকে হরিৎবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বলা হইয়াছে! সোম তবে কোন বর্ণ? এক সময়ে একই বস্তু দুই বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিতে পারে না। প্রচলিত মতানুসারে সোমরস তরলবস্তু। সুতরাং উহা এক সময়ে শুভ্র ও হরিৎবর্ণ হইবে কিরূপে? মন্ত্রের মধ্যে সোমরসকে অধ্যাহার

করায় এবং 'হরিঃ' প্রভৃতি পদে বিকৃত অর্থ করায় এই অসঙ্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রচলিত ব্যাখ্যার এই অসঙ্গতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

মন্ত্রে যদি সোমরসেরই উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে 'রথীতমঃ' প্রভৃতি বিশেষণ-পদ প্রয়োগের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? বাঙ্গালা অনুবাদগ্রন্থে 'রথীতমঃ' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"ইহার তুল্য রথী নাই।" সোমরস সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে এই বিশেষণের দ্বারা যে কি ভাব প্রকাশিত হইতে পারে তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১০অ—৯খ—১হ ২সা) ॥ ২ ॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সুক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ৩ ৩ ১ ২
পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ।

১২৩ ২ ২ ৩ ১ ২
দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্ ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) 'বাজসাতমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শক্তিদায়কঃ, আত্মশক্তি-দায়কঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রশ্মিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'ব্যশ্নুহি' (অস্মান্ তথা সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্নুহি ইতি ভাবঃ); ত্বং 'স্তোত্রে' (প্রার্থনাপরায়ণায় জনায়) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দধৎ' (প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেণ সাধকাঃ আত্মশক্তিং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বস্য পরমমঙ্গলদায়কং জ্যোতিঃ লভেম—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৯খ—১হ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! আত্মশক্তিদায়ক আপনি জ্যোতিঃদ্বারা আমা-দিগকে এবং সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করুন; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ জনকে আত্মশক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়্ষষ্টিতম সূক্তের ষড়্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ আত্মশক্তি লাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতিঃ লাভ করি।)। (১০অ—১খ—১সু—৩সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! ত্বং 'রশ্মিভিঃ' স্ব-দীপ্তিভিঃ 'ব্যশ্নুহি' সর্ব্বং জগদ্ ব্যাপ্নুহি। কীদৃশস্ত্বং? 'বাজসাতমঃ' অতিশয়েনান্নস্য দাতা বলস্য সম্ভক্তা বা তথা 'স্তোত্রে' পবমানং স্তোত্রং কুর্ব্বতে জনায় 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রং ধনং বা 'দধৎ' বিদধৎ প্রযচ্ছৎ ব্যাপ্নুহি। 'পবমানব্যশ্নুহি'—'পবমানোব্যশ্নবৎ'—ইতি পাঠৌ। (১০অ—১খ—১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৩১০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রটীর প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই, ইহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করে। প্রার্থনা করি, ইনি আপন তেজে সর্ব্বব্যাপী হউন।" ইহার পূর্ব্ব-মন্ত্রে সোমকে 'রথীতম' বলা হইয়াছে, আর বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে—ইহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই। এই একবচনের পরেই বহুবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে,—"ইহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করে।" এখন প্রশ্ন এই যে, এখানে 'ইহার' এবং 'ইহারা' এই পদদ্বয়ে কাহাকে বা কাহাদিগকে বুঝাইতেছে? এই পদদ্বয় এক না বহুকে লক্ষ্য করিতেছে? ব্যাখ্যা হইতে তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না।

'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার পুত্র ধনজন প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুবীর্য্য—শোভনবীর্য্য কি? যাহা মানুষকে প্রকৃতশক্তি দিতে পারে, তাহাই সুবীর্য্য। মানুষের অন্তরাত্মা যখন জাগরিত হয়, মানুষের মধ্যে যখন সত্যিকার শক্তির সাড়া জাগে, তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সেই শক্তি আত্মশক্তি। বাহির হইতে কেহ এই শক্তি মানুষকে দিতে পারে না। ভগবানের কৃপায় মানুষের মধ্যে এই শক্তির স্ফুরণ হয়। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মানুষ এই শক্তির বিকাশ করিতে পারে, মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। আর হৃদয়ে সেই পরমবস্তু শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনাও করা হইয়াছে। (১০অ—১খ ১সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২৩ ২ ৩ ২
পরীতো ষিঞ্চতা সুতᳬ সোমো য উত্তমᳬ হবিঃ।
৩ ১র ২র ৩ ২ ২উ
দধন্বাᳬ যো নর্য্যো অপ্স্বাহ৩ন্তরা
৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'হবিঃ' (দেবপূজোপকরণং) তং 'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'ইতঃ' (ইহ, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পরিষিঞ্চত' (উৎপাদয়); 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপোসাধনেন) 'সুষাব' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অপ্সু অন্তরা' (অমৃতমধ্যে স্থিতঃ, অমৃতপ্রাপকঃ) 'নর্য্যো' (নরাণাং হিতকারকঃ) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) তং 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'দধন্বান্' (গচ্ছন্, প্রাপয়ন্, প্রাপয় ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মসাধনেন লোকানাং হিতসাধকং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজোপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন কর; কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতকারক যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা, লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'ইতঃ' অস্মাৎ কর্ম্মণ ঊর্দ্ধং অথবা অস্মাৎ প্রদেশাদূর্দ্ধং 'পরিষিঞ্চত' বসতীবরীভিঃ। ইতোসিঞ্চতেতি ইত্যত্র সংহিতায়াং ছান্দসং রোরুত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। 'যঃ' 'সোমঃ' দেবানাং 'উত্তমং' প্রশংস্যং 'হবিঃ' ভবতি 'সঃ' অপিচ 'নর্য্যঃ' মনুষ্য-হিতঃ 'যশ্চ' সোমঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু অন্তরেণ

স্বা 'অস্তরং' 'দধধান, গচ্ছন্ ভবন্ ভবতি তং 'সোমং' 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ' অধ্বর্য্যুং 'সুষাব' অভিষুতং চকার ; তং পরিষিঞ্চতেতি সমন্বয়ঃ। (১০অ ৯খ—২সূ -১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৩১১) সামের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। উহা দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই সাধকের নিজ-হৃদয়ে সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহা—'উত্তমং হবিঃ'। সত্ত্বভাবই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। দেবপূজার উদ্দেশ্য—দেবতাকে লাভ করা, দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। ভগবান্ মানুষের পূজা গ্রহণ করেন যদি সেই পূজা বিশুদ্ধ হৃদয়ে সম্পন্ন করা হয়। সত্ত্বভাবময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে সত্ত্বভাব দেখিলেই সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহাদিগকে আপনার কোলে টানিয়া লয়েন। ভগবান মানুষের বাহ্য পূজা উপাসনা অথবা প্রার্থনা দেখেন না, তিনি—দেখেন মানুষের হৃদয়। হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব দিয়াই তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। তাই বলা হইয়াছে,—সোমঃ উত্তমং হবিঃ—সত্ত্বভাবই শ্রেষ্ঠ পূজোপকরণ। তাই বলা হইতেছে, "হে আমার মন! যদি তুমি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে চাও, তবে হৃদয় পবিত্র কর, সত্ত্বভাবের অনুসরণ কর। কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদন কর। সত্ত্বভাবময় সেই পরমপুরুষকে সত্ত্বভাবের অর্ঘ্যই প্রদান করা চাই। তবেই তোমার জীবন সফল হইবে—ধন্য হইবে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। সুতরাং সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ লাভ করিবার জন্য আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হই—মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৯খ—২সূ—১সা) । *

——:*:——

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সুতে চিত্ত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৪অ—৪খ ২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুরভিস্তরঃ' (সুগন্ধিতরঃ, অত্যন্তং সুগন্ধিঃ, পরমপ্রীতিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'অদব্ধঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ ত্বং) 'অবিভিঃ' (নিত্যৈঃ, নিত্যজ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'পরিস্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'সুতে চিৎ' (অভিষুতে সতি, বিশুদ্ধে সতি) 'অন্ধসা' (অন্নেন, শক্ত্যা) তথা 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'অপ্সু' (অমৃতে স্থিতং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শ্রীণন্তঃ' (মিশ্রয়ন্তঃ) বয়ং 'মদামঃ' (পরমানন্দং লভেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্বং তথা পরমানন্দং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ ৯খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অত্যন্ত সুগন্ধি অর্থাৎ পরমপ্রীতিদায়ক, অজাতশত্রু, পবিত্রকারক আপনি নিত্যজ্ঞানের সহিত নিশ্চিতরূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; বিশুদ্ধ হইলে শক্তি এবং জ্ঞানকিরণের সহিত শ্রেষ্ঠ অমৃতস্থিত আপনাকে মিশ্রণকারী আমরা যেন পরমানন্দলাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরমানন্দ লাভ করি।)॥ (১০অ—৯খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অদব্ধঃ' কৈশ্চিদপ্যহিংসিতঃ 'সুরভিতরঃ' অত্যন্তং সুগন্ধি ত্বং 'নূনং' ইদানীং 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অবিভিঃ' অবি-বাল-কৃতৈঃ পবিত্রৈঃ 'পরিস্রব' পরিক্ষর 'সুতে চিৎ' অভিষুতে সতি 'অন্ধসা' ভৎক-লক্ষণেনান্নেন 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণন্তঃ' মিশ্রয়ন্তঃ বয়ং 'উত্তরং' উদ্গততরং 'অপ্সু' বসতীবরীষু স্থিতং 'ত্বা' ত্বাং 'মদামঃ' মদামহে॥ (১০অ—৯খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩১২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"হে দুর্দ্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্ব্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হইতে হইতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হইবার পর তোমাকে জলের সহিত, দুগ্ধের সহিত, এবং আহার-সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া আনন্দের সহিত সেবন করিব।" বা! প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটীর ভাব অতিশয় চমৎকার বলিতে হইবে। এবার আর সোমরসকে ভগবানের নিকট নিবেদন

করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই, একেবারে নিজে ভক্ষণ করিবার জন্য যেন বক্তা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর প্রত্যেক অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাহা প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইতেছে অনুমান করিয়া হয় তো বা বিরক্তও হইতেছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যার ভাবদৃষ্টে আমাদের মনে সাধারণ গৃহস্থালীর একটী চিত্র জাগরিত হয়। বাড়ীতে যেন মিষ্টান্ন পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইতেছে, আর ছেলেমেয়েরা কিরূপে তাহা পূর্ণভাবে উপভোগ করিবে তাহারই জল্পনা কল্পনা করিতেছে, কেহ কেহ হয়তো বা অধৈর্য্যভাবে রন্ধনগৃহের মধ্যে ঘুরাফিরা করিতেছে। মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যায় বক্তা অধীর শিশুর ন্যায়ই আপনার লোভের ও আগ্রহের পরিচয় দিতেছেন।

কিন্তু বাস্তবিকই কি মন্ত্রের ভাব তাহাই? ভাষ্যকারও এই ভাব প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দি ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ভাষ্যের ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! কিসিসে ভী হিংসা ন কিয়া হুআ অত্যন্ত সুগন্ধওয়ালা তু ইস্ সময় শোধাজাতা হুআ উনকে পবিত্রমেকো বরস; অভিষুত হোনে পর ভাতরূপ অন্নসে আউর গোঘৃতাদিসে মিলাতে হুয়ে হম অত্যন্ত প্রকট হুয়ে বসতীবরী জলোঁসে স্থিত তুঝকো প্রসন্ন করতে হ্যায়।"

ভাষ্যকারের সহিতও আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু অনুবাদকারের অদ্ভুত ব্যাখ্যা তাহাতে নাই। ভাষ্যকার সোমরসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে কোন মাদক-দ্রব্যের উল্লেখ নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে পরিস্ফুট হইবে। (১০অ—৯খ-২সূ-২সা)।*

—·*·—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ক্রতুরিন্দুর্ব্বিচক্ষণঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানঃ' (সুবানঃ, বিশুদ্ধকারকঃ ইত্যর্থঃ) 'বিচক্ষণঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'দেবমাদন (দেবানাং তর্পয়িতা, দেবভাবোৎপাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'ক্রতুঃ' (কর্ত্তা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'ইন্দু

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততমসূক্তের দ্বিতীয়া ঋ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'চক্ষসে' (দর্শনায়, পরাজ্ঞানদানায় ইত্যর্থঃ) 'পরি' (পরিস্রবতু – অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ দেবভাবোৎপাদকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞান-দানায় অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ ৯খ ২সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধকারক, দেবভাবোৎপাদক, সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান দানের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাবোৎপাদক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।) ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানঃ' সুতঃ অভিষূয়মাণঃ সোমঃ 'চক্ষসে' সর্ব্বেষাং দর্শনায় 'পরি' স্রবতি। কীদৃশঃ? 'দেবমাদনঃ' দেবানাং তর্পয়িতা, 'ক্রতুঃ' কর্ত্তা, 'ইন্দুঃ' পাত্রেষু ক্ষরণশীলঃ দীপ্তো বা, 'বিচক্ষণঃ' 'সর্ব্বস্য' দ্রষ্টা ॥ (১০অ-৯খ—২সূ-৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১৩১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——— (*) ———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমরসার্থক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, "সোম কর্ম্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদনকর্ত্তা তিনি চতুর্দ্দিক দেখিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।"

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'স্বানঃ' পদের ভাষ্যার্থ - 'সুতঃ, অভিষূয়মাণঃ'। বিবরণকার উক্তপদে অর্থ করিয়াছেন 'সুবানঃ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ। আমরা বিবরণকারের অর্থই অনেকটা সঙ্গত মনে করি। তবে সোম অথবা শুদ্ধসত্ত্ব যে নিজেই কেবল বিশুদ্ধ, তাহা নয়, উহা মানবকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। তাই আমরা 'স্বানঃ' পদে 'বিশুদ্ধকারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে কোন অনৈক্য হয় নাই। 'দেবমাদনঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'দেবানাং তর্পয়িতা' অর্থাৎ দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধক। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাখ্যা—"দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদক।" এখানে 'মত্ততার' কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা, 'দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধক' অর্থ হইতে ইহার নিগূঢ়ভাব লক্ষ্য করা যায়। দেবতা এখানে দেবভাবের দ্যোতক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যখন সেই দেবভাব জাগরিত হয়, এবং তাহা শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়, তখন দেবভাব পূর্ণতা লাভ করে। ইহাকেই দেবভাবের

অথবা দেবতাদের তৃপ্তি বলা হইয়াছে। 'চক্ষসে' পদের সাধারণ অর্থ 'দর্শনায়' অর্থাৎ দেখিবার জন্য। কাহার দর্শনের জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর সাধকের দর্শনের জন্য। সাধক সত্যামিথ্যা দর্শন করিবেন, পাপপুণ্য দর্শন করিবেন। এক কথায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইবে—এই জন্যই প্রার্থনা। সুতরাং আমরা 'চক্ষসে' পদের 'দর্শনায়', 'পরাজ্ঞানদানায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (১০অ ৯খ—২সূ ৩সা)।

—— —— • —— ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৪ ২র ৩৪ ৫ ২র র ১ ২ ১র
১। পরা ৩ য়িত্তোবিঞ্চতাস্সুতাস। সোমোযউত্ত মও হবা ২ ৩ য়িহাঁইয়া। দধন্বাও-

ব র ১ ২১র ২ ১ ২
যোনর্য্যোঅপ্‌সুবন্তরা ২ ৩ হোইয়া। সুষাবা ২ ৩ সো। মমদ্রা ২ ৩ য়িভা

৫ ৪ ২৩র ৫ ১ র র ১
৩ ৪ ৩ য়িঃ॥ সুষা ৩ বসোমমদ্রিভায়িঃ। সুসাবসোমমদ্রিভা ২ ৩ য়িহোঁ ইয়া।

২র ১র র ১ ২১ ২ ১
নূম্পুনানোঅবিভিঃ পরিস্রবা ২ ৩ হোইয়া। অদব্ধা ২ ৩ঃ সু। রভিন্তা ২ ৩

২ ৫ ৪ ২ ৩৪ ৫ ১ ১
রা ৩ ৪ ৩ঃ॥ অদা ৩ ব্ধঃ সুরভিন্তরাঃ। অদব্ধ সুরভিন্তরা ২ ৩ হোইয়া।

২ ১র র র ১ ১র১ ২ ১
সুতেচিত্বাপ্‌সুমদামোঅন্ধসা ২ ৩হোইয়া। শ্রীণন্তো ২ ৩ গো। ভিরুত্তা ২ ৩

২ ১
রা ৩ ৪ ৩ম। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

৫৪ ২ ৪ ৫র ৫র ১র র - ২ র
২। পরা ৩ য়িত্তো বিঞ্চতা সুতাস্। সোমোযউত্তমা ২ ও হোবা ২ ৩ ৪ য়িঃ। দধন্বাও

র ১ ২ ২ ১ —১ র র ২ ১ ৫
যোনর্য্যোআ। এ হোয়ি। অপ্‌সু ২ অন্তরা। সুষাবসোম মোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ৫ ৪ ২ ৪র ৫ ১ ২ র —
দ্রা ৫ য়িভো ৬ হায়ি॥ সুষা ৩ বা ৩ সোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসোমমা ২

১ ২র র র ১ ২ র ১ —১
দ্রায়িভা ২ ৩ ৪ য়িঃ। নূনম্পুনানোঅবায়িভায়িঃ। ঔহোয়ি। পা ২ রিস্রবা।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১ ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ ২
অদব্ধাঃসুরভোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ত্তা ৫ রো ৬ হারি॥ অদা ৩ ব্ধা ৩ঃ

৪ ৫ ১ ১ ২ র র ১ ২
সুরভিন্তরাঃ। অদব্ধঃ সুরভা ২ রিন্তারা ২ ৩ ৪ ঃ। সুতেচিত্তাপ্সুমাদা।

১ র —১ র র র ১ ২ ১ ৫
ঔহোয়ি। মো ২ অন্ধসা। শ্রীণন্তোগোভিয়োবা ৩ ও ২ ৪ বা।

৪ ৫
ত্তা ৫ রো ৬ হায়ি॥

* * *

১২র১র ২ র ১ ১ ১র ২র১ ২১ ২১
৩। পরোত্তোবিষ্ণুতাসুতম্। হুবে ২ ৩। সোমোয়উত্তম৺হবিঃ। হুবে ২ ৩।

২১র র র ২১ ২১র ২১র২১র২১ ২ ১
দধন্বা৺যোন র্য্যোঅপ্স বন্তরা। হুবে ২ ৩। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩।

২১র২১র২১ ২ ১ ২১র২১র২১ ২ ১
সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩।

২র১ ২র১র ২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১
নূনম্পুনানোবিভিঃপরিস্রব। হুবে ২ ৩। অদব্ধঃসুরভিন্তর হুবে ২ ৩।

২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১
অদব্ধাঃসুরভিন্তরঃ। সুরভিন্তরঃ। হুবে ২ ৩। অদব্ধাঃসুরভিন্তরঃ। হুবে

২ ১র ২র ১ ২র র ১ ২র ১ ২র১২র১র২১ র
২ ৩। সুতেচিত্তাপ্সুমদামোঅন্ধসা। হুবে ২ ৩। শ্রীণন্তোগোভিরুত্তরম।

১ ১ ১ ২ ২ ৫র র
হুবে ২ ৩। হুবে ২ ৩। হোবা ৩ র্হা ৩। হা ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ১র র র — ১র ২ —৩ ১১১১
অর্কোদেবামা ২ ম্পরমেণিষো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ ন॥

* * *

২র১র র র র র ২ ১র১র১ ২১২১ S ২ S
৪। পরীত্তোবিষ্ণুতাসুতমোহাওহা ৩ এ। সোমোয় উত্তম৺হবিঃ। ও ৩ হা। ও ৩

২ ২ ৩২ ৩র ২ ১ ২ ১ ২ S ২
হা ৩ এ ৩ ৪। দধা ৩ ৪ ন্বা৺ য়োঃ। নারিয়ঃ। অপ্সু অন্তরা। ও ৩ হা।

s ২ ২ ৩২ ৩২ ২ ৫ ৪
ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। সুষা ৩ ৪ বসো ৩। মগো ২ ৩ ৪ বা। দ্রা ৫ রিভো ৬

৫ ১র র র র র ২ ২১র২১র২১ ২ S
হায়ি॥ (১) সুষাবসোমমদ্রিভিরোহা ও হা ৩ এ। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। ও

২ s ২—২ ৩র২ ৩২ ১ ২ ১
৩হা। ঔ৩হা৩এ৩২। নূনা৩৪ম্পুনা। নো অধি। ভিঃপারিস্র-

২ s ২ s ২ ২ ৩২ ৩২ র১ ৫
বা। ও৩হা। ও৩হা৩এ৩৪। অদা৩৪ব্ধঃ সু৩। রস্তো২৩৪বা।

৪ ৫ ২ ররর ১ ১ ২ ১ ২
তা৫রো৬হারি॥ (২) অদব্ধঃ সুরভিন্তরওহাওহা৩এ। অদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।

৪ ২ s ২ ২ ৩২ ৩২ ১ ২ র১
ও৩হা। ও৩হা৩এ৩৪। সুতা৩৪য়িচিত্রা। আপস্তুম। দাযো

২ s ২ s ২ ২ ৩র২ ৩র২ ২১
অন্ধসা। ও৩হা। ও৩হা৩এ৩৪। শ্রীণা৩৪স্তোগো৩। ভিরো

১ ৪ ৫
২৩৪বা। তা৫রো৬হারি(৩)॥

* * *

২রর র১১ র ১২ —
৫। পরীতোষিঞ্চতাসুতাম। সোমো। যউত্তম৶হবিঃ। দধাম্বা৬১যা২ঃ।

র র ২ — ১ ২
নর্যো। অপ্স্বন্তরা। সুষাবা১সো২। মমদ্রা২৩রিভা৩৪৩দ্রিঃ॥ (১)

২রর ১ ২ র ১ ২ — ২
সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। সুষা। বসোমমদ্রিভিঃ। নূনাম্পূ১না২। নো

১২ — ১ ২
অধিভিঃপরিস্রব। অদাব্ধা১ঃসু২। রভিন্তা২৩রা৩৪৩ঃ॥(২)

২ ১২ ১ ২ —
অদব্ধঃসুরভিন্তারাঃ। অদা। ব্ধঃ সুরভিন্তরঃ। সুতায়িচা১য়িত্রা২। অপ

র র র র১২ — ১ ২ ১
সুমদায়োঅন্ধসা। শ্রীণান্তো১গো২। ভিরুত্তা২৩রা৩৪৩ম্। ও

২৩৪৫উ। ডা(৩)॥

* * *

২রর র রর ১১ ২ ৩ ৫
৬॥ পরীতোষিঞ্চতাসুতম। এ। সোমোযউ৩ত্তাম৶হাবিঃ। দা২৩৪ধা।

২ ১র র র ৩২৮ ৩ ৫ ২ ১র২১
হারি। স্বা৬যোনর্যো অপসু৲ন্তারা। সু২৩৪বা। হারি। বাসেমমো২৩৪

৫ ৪ ৫ ২রর ২র রs১১

২৯　৩　৫　২　১র র　১ ২n　৩
ত্রিভায়িঃ। নু২৩৪নাম্। হায়ি। পুনানোঅবিভিঃ পারিস্রাবা। আ২৩৪

৫　২　১　২১　৫　৪　৫　২
দা। হায়ি। ক্বাঃ শুরভো২৩৪বা। ভা৫রো ৬হায়ি॥(২) অদব্ধঃ

৫ ১ ৭ ২n　৩　৫　২　১র
শুরভিত্তর এ। অদব্ধঃ শু৩রাভিত্তারঃ। সু২৩৪তে। হায়ি। চিত্বাপ্ শু-

র　৭ ২n　৩　৫　২　১ র২১　৫　৪
মদামোঅন্ধানা। শ্রা২৩৪য়িণ। হা। তোগোত্তিরো২৩৪বা। ভা৫

৫
রো৬হায়ি(৩)॥

* * *

৩৪র৫র র　২র　৩৪র ৫　৫　২র১২১　৩　৫
৭॥ পরীতোষা। হোয়িঃ। চতাসুতা ৬মে। সোমা যউ। তাম৮ হা২৩৪নীঃ।

২১র　র　র　২　১　২৯　৩র২　৫র২　১　২n　৩র২
দধন্বা৮যোনর্য্যো অ। প্সু বান্তারা ঔহো৩৪ বাগায়ি। সুষাবাসো। ঔহো

৫র২　১　২　১
৩৪বাহা। মদ্রা২৩য়িভা৩৪৩য়িঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা।

* * *

১ ২১　২১র　র র২　২১
৮। আয়িপরায়ি। তোষায়ি। চতাসুতাম্। সোমোযউ৩১। তম৮হবায়িঃ।

র ২　২১র　২১　র ২　২১
দাধন্বা৮যা ৩১ঃ। নর্য্যো অ। প্সু বন্তরা। সুষাবসো৩১। মদ্রা২৩

২　১ ২১　২১　র ২
য়িভা৩৪৩য়িঃ॥ (১) আয়িসুষা। বাসো। মদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো

২১　২　র　২১
৩১। মদ্রিভায়িঃ। নুনম্পুনা৩১। নো অবিভায়িঃ। পরিস্রবা। আদব্ধঃ

২　২১　২　১২১　২১
শু৩১। রভিত্তা২৩রা৩৪৩ঃ॥(২) আ অদা। ব্ধঃ সু। রভিত্তরাঃ।

২　২১　র ২　২র১
আদব্ধঃ সু ৩১। রভিত্তরাঃ। সুতেচিত্বা ৩১। প্সু মদা। মো অন্ধসা।

র র　২১　২　১
শ্রায়িণন্তো গো৩১। ভিরুত্তা২৩রা৩৪৩ম্। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২১ ৪র ৫ ১র২র১ ২১ ২১ ২
৯। পরীবিতো ২৩ বিষ্ণুতাসুতং৮ হাউ। সোমোযউত্তম৮ হবিঃ। দধন্বা৮ ১ যা ২৩ঃ।

১২ ২ ২ ২র ১২ ১২ ২
হোবা ৩ হায়ি। যারিয়োজ। অপ্সু বাস্তা ১ রা ২৩। হোবা ৩ হায়ি।

২২ ১২ ১২ ১ ২
সুষাবা ১ সো ২৩। হোবা ৩ হা। মামদ্রিভিঃ। ইডা ২৩ ভা৩৪৩।

১
ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২র র র র র ১ ১ ২^ ৩ ৫
১০। পরীতোষিঞ্চতাসুতম এ। এ। সোমোযউঃ ৩ ত্তম৮ হাবিঃ। দা ২৩৪ ধা।

২ ২ র র র ১ ১^ ৩ ৫ ২ ২
হা ৩ হারি। ন্ব৮ বোনর্য্যো অপ্স অন্তারা। সূ ২৩৪ ষা। হা ৩ হারি।

১র ২১র ৫ ৪ ৫ ২র র
বাসোম মো ২৩৪ বা। স্রা ৫ রিভো ৬ হায়ি॥ সুষাবসোমমদ্রিভিরে। এ।

র র S ১ ১ ২^ ৩ ৫ ২ ২ ১র র
সুষাবসো ৩ মামদ্রি। ভাম্নিঃ। নূ ২৩৪ নান্। হা ৩ হারি। পুনানো

১ ২^ ৩ ৫ ২ ২ ১২ ১ ৫
অবিভিঃ পারিস্রাবা। পা ২৩৪ দা। হা ৩ হারি। কাঃসুরভো ২৩৪ বা।

৪ ৫ ২ ১ ১ ২^
তা ৫ রো ৬ হায়ি॥ অদব্ধঃ সুরভিন্তর এ। এ। অদব্ধঃ সূ ৩ রাভিস্তারঃ।

৩ ৫ ২ ২ ১র র ১ ২^ ৩ ৫
সূ ২৩৪ তে। হা ৩ হাবি। চিত্বাপ্সু মদামো অন্ধালা। শ্রা ২৩৪ য়িণা।

২ ৩ ১র ২১ ৫ ৪ ৫
হা ৩ হা। ভোগোভিরো ২৩৪ বা। তা ৫ রো ৬ হায়ি॥

* * *

১২র১র ২ ১র ২১ র র ২১ ২ ১
১১॥ পরীতোষিঞ্চতাসুতাৎ। সোমোযউত্তম৮ হবায়িঃ। দধন্বা৮ ২৩ য়াঃ। যারি-

২র ১ ২^ ৩র ২ ৩র২ ১ ২
য়োজ। অপ্সু বাস্তারা। ঔ হো ৩৪ বাহারি। সু। ষাবা ২৩ সো৩।

১ ২ ২ ১ ২ ২১র২১র২১ ২১ র
তো বা ৩ হা। মমদ্রা ২৩ য়িস্তা ৩৪৩ য়িঃ। সুষাবসোমমদ্রিভারিঃ। সুষাব-

২১ র ২ ১ ২ ১ ২^ ৩র ২
সোংমমদ্রিভায়িঃ। নূনপ্পূ ২৩ না। সো অবিভিঃ। পরায়িস্রাবা। ঔ হো ৩৪

১২র১র ২ র ১র২র১র ২ ২ ১র২র১ ২ ১
১৪। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্বৈরাদো। হো ৩ বা। সোমোযউত্তমম্। হোবা ২৩ য়িঃ।

১র ১ ১র র র ২ ১
ঐয়া ২৩৭। ঔ ২ ৩ হোবা। দধন্বা৬যোনর্য্যোঅপ্সু ন। তারা ২ ৩।

১র ১ র ২ ১র২ ১র২ ১
ঐয়া ২ ৩ ৭। ঔ ২ ৩ হোবা। সুষাবসোমম। দ্রাম্বিভা ২ ৩ য়িঃ।

১র ১ র ২^ ২১র২১র২১২ ১র২র০র
ঐয়া ২ ৩ ৭। ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩॥ সুষাবসোমমদ্রিভিরৈয়াদো।

২ ২ ১র২১র২ ২ ১র ১ র ২
হো ৩ বা। সুষাবসোমম। দ্রাম্বিভা ২ ৩ য়িঃ। ঐয়া ২ ৩ ৭। ঔ ২ ৩ হোবা।

র১ ২র১র ২ ২ ১র ১ র র
নূনম্পু নানো'বভিঃপরি। স্রাবা ২ ৩। ঐয়া ২ ৩ ৭। ঔ ২ ৩ হোবা।

১ ২ ১ ১র ১ র ২^
অদব্ধঃসুরভি। তা ২ ৩ ৭। ঐয়া ২ ৩ ৭। ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩॥

১ ২ ১ ২১র২র১র ২ ২ ১ ২ ১
অদব্ধঃসুরভিস্তরঐয়াদো। হো ৩ বা। অদব্ধঃসুরভি। তারা ২ ৩ঃ।

১র ১ র ২ ১র ২র ১ ২রর ১
ঐয়া ২ ৩ ৭। ঔ ২ ৩ হোবা। সুতেচিত্বাপ্সুমদামোঅ। ধানা ২ ৩।

১র র১ ২র১র ২ ১ ১র
ঐয়া ২ ৩ হোবা। শ্রীণন্তোগোভিরু। তারা ২ ৩ ম্। ঐয়া ২ ৩ ৭।

১ র ২^ ১
ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

• • •

৩৪র৩র ৪ ৩র৪ ৫ র ৩ ২ ৩র৪র৫ ২১
১৫ পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। সোমঃ। যউ ৩ ৪ ঔহোবা। তম৬হবাং ২ য়িঃ।

২ন ৫ ৩২ ৪র ৫র ৪ ৫
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। দধা ৩ ন্বা৬যা। ঔহোবাহায়ি।

১ ২র ১ ২ ১২র ২^ ৫ ৩ ২ ৪ র
নারিয়োঅ। প্সুবন্তারা। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। অ ৩ ৪ পা। সুষা ৩ বসো।

৫র৪ ৫ ৩ ২ ৪ ৪৩র৪৩র৪৩ ৪ ৫
ঔহোবাহায়ি। মমা ৩ দ্রা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ য়িঃ। সুষাবসোমমাদ্রিভিঃ।

র ৩ ২ ৩র৪র৫ ২১
সুষা। বসো ৩ ৪ ঔহোবা। মমাদ্রিভাং ২ য়িঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩।

২র ৫ ৩র২ক ৪ র ৫র৪ ৫ ১ ২১ ২ ১১
উ ৩ ৪ পা। নূনা ৩ পুনা। ঔহোবাহায়ি। নোঅবিভায়িঃ। পরিস্রাব।

২ক ৫ ৩২ ৪ ৫র৪ ৫
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। অদা ৩ ব্ধায়ু। ঔহোবাহায়ি।

৩২ ৪ ৩ ৪ ৩৪৫ ৩২ ২র ৪র৫
রস্তা ৩ য়িস্তা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ঃ। অদব্ধাঃসুরভিন্তরঃ। অদ। ব্ধঃসু ৩ ৪ ঔ হোবা।

২১ ২ক ৫ ৩২ ৪
রভিন্তরাহ ২ ঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। সুতা ৩ য়িচিত্বা।

৫র৪ ৫ ১ ২১ ২র ১২র ২ক ৫
ঔহোবাহায়ি। আপ সুমদা। মোঅপ্সা। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা।

৩র২ ৪র ৫ ৫র৪ ৫ ৩২ ৪
শ্রীণা ৩ স্তোগো। ঔহোবাহায়ি। ভিব্ধ ৩ স্তা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২২ ৪ র ৫ ১র২র ১ ১১ ২১ ২
১৬। পরায়িস্তো ২ ৩ বিষ্ণুতাসুত ৮ হাউ। সোমো য উত্তম৮ হবিঃ। দধান্বা

১২ ২ ১ ২র ১ ২
৮ ১ বা ২ ৩ ০। হোবা ৩ হায়ি। নারিয়োঅ। প্সবাস্তা ১ রা ২ ৩।

১২ ২ ১ ২ ১২ ২ ১ ২ ১
হোবা ৩ হায়ি। সুবা বা ১ সো ২ ৩। হোবা ৩ হা। মামদ্রিভিঃ। ইডা ২ ৩

২১ ৪র ৫ ২১র২১র২১ ২ ১র ২
সুবা বা ২ ৩ সোমমাদ্রি'র্ভিহাউ। সুবাবসোমমদ্রিভিঃ। নূনাম্পূ ১ না ২ ৩।

১২ ২ ১র ২ ১ ২ ১২ ২
হোবা ৩ হায়ি। নো অবিক্তিঃ। পরায়িস্রা ১ বা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি।

১ ২ ১২ ২ ১ ২ ১ ২১
অদাব্ধা ১ ঃসূ ২ ৩। হোবা ৩ হা। রাভিন্তরঃ। ইডা ২ ৩। (২) অদাব্ধা

৪ র ৫ ১২ ১ ২ ১ ২
২ ৩ সুরভিন্তরোহাউ॥ (২) অদব্ধাঃসুরভিন্তরঃ। সুতায়িচা ১ য়িত্বা ২ ৩।

১২ ২ ১ ২র র১২ ১২ ২ ১র ২
হোবা ৩ হায়ি। অপ্সুমদা। মোআব্ধা ১ সা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। শ্রীণাস্তো

১২ ২ ১ ২ ১
১ গো ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। ভায়িক্রস্তবম্। ইডা ২ ৩ (৩)।

* * *

৩৪র৩র ৪ ৫ র ২ ২ ১ ৫ ১র —
১৭। পরীতোষিঞ্চতা। হা ৩ হা ৩ য়ি। সূ ২ ৩ ৪। তৎসুতোবা। সোমোহো ২ য়ি।

১ — ১৭ — ১২র ১ ২৯ ৩২ ৯
যউহো ২ তামভ্রাবা ২ য়িঃ। দাধধা৺র। নরারিযোআ। পশুযাউবা ৩।

২৯ ৫ ১ — ১ -- ১ -- ১ ৯ ৫র র
উ ৩ ৪ পা। ভরা ২। সুধা ২ বাগো ২। মম। ত্রা ২ য়িতা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা॥

৪৩র৪৩র৫রু ২ ২ ১ ৫ ১ —
সুযাবসো মমা হা ৩ হায়ি। ত্রা ২ ৩ ৪ য়ি। ভির্দ্রিভোবাঃ সুযাহো ২ ঈ।

১ — ১৭ — ১ ২ র র ১ ২n ৩২
যদাহো ২। মামত্রায়িতাহয়িতা ২ য়িঃ। মনস্পুনা। নোআবায়িতায়িঃ। পরাউপা ৩।

২৯ ৫ ১ — ১ — ১ -- ১ ৯ ৩
উ ৩ ৪ পা। স্রবা ২। আদা ২ ক্কাঃ সু ২। রন্তি। তা ২ রা ২ ৩ ৪

৫রর ৩ ৪ ৫ ২ ২ ১ ৫
ঔহোবা। অদব্ধঃ সুরভি। তা ৩ রা ৩ য়ি। তা ২ ৩ ৪। রন্তরোবা।

১ — ১ — ১৭ ১র২র ১২৯
অদাহো ২ য়ি। ক্কাঃসুহো ২। রাভিস্তারা ২ :। সুতেভিস্বা। শুমাদা।

৩২ ৯ ২৯ ৫ ১ -- ১ -- ১ -- ১
মআউবা ৩। উ ৩ ৪ পা। মদা ২। শ্রায়িণা ২ স্তোগো ২। ভিক্ষু।

৯ ৩ ৫র র ২n ৫
তা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥

* * *

৫ ২র১র ২র ১ র
১৮। হাগায়ি। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। হোগায়ি। সোমোযউত্তমভ্রবিঃ।

৭২র ১ ৭ র ২ ৭ n ৩ ৫ ২ ১ ২
দাধম্বা৺ যঃ। নারিয়োআ ৩ ১ সুযা ২ স্বা ২ ৩ ৪ রা। সুযাবা ২ ৩ গো ৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ১ ২১র২১র২
মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ত্রা ২ ৩ ৪ য়িতাঃ॥ হোগায়ি। সুযাবসোম-

১ ২ ১ র র ৭২র ১ ৭ ২ ৭
মদ্রিভিঃ। হোগায়ি সুযাবসোমমদ্রিভিঃ। নৃঃস্পুনা। নোঅবিতা ৩ ১ য়িঃ। পরা

n ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ n ৫রর ৩ ৫
২ য়িস্রা ২ ৩ ৪ বা। অদাব্ধা ২ ৩ : সু ৩। রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ রাঃ॥

১ ২ ১ ২ ১ ১
হোবায়ি। অদব্ধঃ সুরভিস্তরঃ। হোবায়ি। আদব্ধঃসুরভিস্তরঃ। হোবায়ি।

৭র ২র ১ ৭ ২ ৭র ২ ৫
আদব্ধঃসুরভিস্তরঃ। সুতেভিস্বা। আপ্সুমদা ৩ ১। যোআ ২ স্বা ২ ৩ ৪ সা।

২র ১ ২ ১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
শ্রীণাস্তো ২ ৩ গো ৩। তা ২ য়িরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ৩ ২ ৩ ৪ রাঘ॥

* * *

১২　১২　র　১২　—　১র২　১　২
১৯। পরাগ্নি পরাগ্নি। ত্তোবিঞ্চা ৩ তা৺ ১ তা ২ মৃ। সোমোযউ। ত্তমা৺ হা-

—　১　—১　‥　১র　২১　২　১　২
১ বা ২ য়িঃ। দাধা ২ যা৺ য়া ২ ঃ। মর্ত্তোপপ সুবস্থা ২ ৩ রা। সুষাবা ৩

২　১　৪　২　৫　১২ ১২　র
সো ৩। মা ২ ৩ মা ৩। ত্রা ৩ ৪ ৫ য়িত্তো ৬ হায়ি॥ সুষাসুষা। বসোমা-

১২　‥　১র২ র　১২　‥　১　১
৩ মাত্রা ১ য়িত্তা ২ য়িঃ। সুষাবসো। মমাত্রা ১ য়ি ত্তা ২ য়িঃ। নূনা ২ পূ-

‥　১র　২ র　২　১　২　২　১　৪
না ২। সোঅবিভিঃপরিস্রা ২ ৩ বা। অদাব্ধা ৩ ঃ সু ৩। রা ২ ৩ তা ৩ য়ি

২　৫　১ ২ ২২　১　২　—　১
তা ৩ ৪ ৫ রো ৬ হায়ি॥ অদাঅদা। ব্ধঃসুরা ৩ তারিস্তা ১ রা ২ ঃ। আদ-

২　১　২　‥　১　‥ ১　‥　১　র২র　১
ধ্বঃসু। রত্তারিস্তা ১ ব্ধা ২ ঃ। সতে ২ চায়িত্তা ২। অপ্স্যদীমো অব্ধা ২ ৩

২　১র　২　২　১　৪　২　৫
বা। শ্রীণান্তো ৩ গো ৩। তা ২ ৩ য়িত্র ৩। তা ৩ ৪ ৫ রো ৬ হায়ি॥

•
•

৩২　২　৪　৫　২n৩　৫　১২　১　n
২০। পরা ৩ ১ য়ি। ত্তো ৩ যি। চ। তাসূ ২ ৩ ৪ তাম। সোমা ৩। যউ ২।

৩২　৩　৫　২১২র　১　২　১র　n　৩২
ত্তমা ৩ ৪ ৫ ম। হা ২ ৩ ৪ বীঃ। দধান্বা৺ য়াঃ। ন। র্যোঅ ২। প্স্ না

৩　৫　২　‥　১　n　৩২　৩
৩ ৪ ৫। তা ২ ৩ ৪ রা। সুষা ২। বাসো ২। মমা ৩ ৪ ৫। ত্রা ২ ৩ ৪

৫　৩২　২　৪৪　৫　২n৩　৫　১২
য়িত্তীঃ॥ সুষা ৩ ১। বা ৩ সো। মম। আত্রা ২ ৩ ৪ য়িত্তায়িঃ। সুষা ৩।

১　n　৩২　৩　৫　২র১২১　২　২
বসো ২। মমা ৩ ৪ ৫। ত্রা ২ ৩ ৪ য়িত্তীঃ। নূনাপুনা। নঃ। অভিবা

n　৩২　৩　৫　২ n　১　‥　৩২
২ য়িঃ। পরা ৩ ৪ ৫ য়ি। স্রা ২ ৩ ৪ বা। অদা ২। ব্ধাঃসু ২। রত্তা

৩　৫　৩২　২　৫　৫　২৩
৩ ৪ ৫ য়ি। তা ২ ৩ ৪ রাঃ। অদা ৩ ১। ব্ধা ৩ ঃ সু। র। ভিস্তা

৫　১২　১　n　৩২　৩　৫
২ ৩ ৪ রা ঃ। আদা ৩। ব্ধাস ২। রত্তা ৩ ৪ ৫ যি। তা ২ ৩ ৪ রাঃ।

২ ১ ২ ১ ২ ২ n ৩র ২ ৩ ৫ ২র --
সুতায়িচিত্বা। অ। প্স মদা ২। মোঅা ৩ ৪ ৫। ধা ২ ৩ ৪ সা। শ্রীণা ২।

১ n ৩ ২ ৩ ৫
তোগো ২। ভিরূ ৩ ৪ ৫। ত্তা ২ ৩ ৪ রাম।

• • •

৫ র ২ ৪৫৪র ৫ ১ র ২ ১ ২ n ৩২
২১। পরীতো ৩ ষিঞ্চতাসুতাম্। সোমোযউ। তমা৮ হা ১ মা ২ য়িঃ। দধা ৩।

১ ২ ২ ১র র র ৭ -- ১ ১ n ৩
হো ৩ হো ৩ মা। ম্বা৮ যোনর্যোঅপ্স অন্তারা ২। সুষা ২। বা ২ সো

৫র র ২ ১ -- ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ র২ ৪র৫
২ ৩ ৪ ঔহোবা। এত মমা ২ দ্রিভা ২ ৩ ৪ ৫ য়িঃ। সুষাবা ২ সোম

৪ ৫ ১ র২ র ১ ২ ৩র ২ S ২
মদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো। মমাদ্রা ১ য়িভা ২ য়িঃ। নূনা ২ ম্। হো ৩ হো

২ ১ র র ৭ -- ১ ১ ৩
৩ বা। পুনানোঅবিভিঃ পারিস্রাবা ২। অদা ২ ৩। ব্ধা ২ঃ সু ২ ৩ ৪

৫রর ২ ১ -- ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ২ ৪৫ ৪ ৫
ঔহোবা। এত। রভা ২ য়িম্বরা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। অদব্ধা ৩ঃ সুরভিন্তরাঃ।

১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৪ ২ ২ ১ র
আদব্ধঃ সু। রভারিস্তা ১ রা ২ঃ। সুতা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ মা। চিত্বা-

র ২ ৭ -- ১র ১ ৩ ৫র র ২
প্স মদামো অন্ধাসা ২। শ্রীণা ২ ৩। তো ২ গো ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এত।

৩ -- ৩ ১ ১ ১ ১
ভিরূ ২ ত্তরা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

২র র ১র ২ ১র১১s ২র ১র ৪ ২ ১ ২ ২
২২। পারীতোষিঞ্চতাসুতাম্। সোমোযউ। তা ৩ মা ৮ হা ৩ বারি।

২ র র n৩ ৩র ২১র ৫
দধন্বা৮ যোনর্যোঅপ্সু বন্তরা ২ ৩ ৪ ঔহী। সুষাবা ২ ৩ ৪ সো।

২ ২ ২ ৩ ২ রর ১২র ১ ২ ১ ২১র র
মমা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। দ্রিভিরা। সুষাবসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো।

২ ১ ২ ২ র র র n৩ ৫র
মা ৩ মাদ্রা ৩ য়ি ভায়িঃ। নূনম্পুনানোঅবিভিঃপরিস্রবা ২ ৩ ৪ ঔহী।

২১ ৫ ২ ২ ২৩২
অদব্ধা ২ ৩ ৪ ঃ সু। সু। রভা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। তরমা।

র ১ ২ ১২২ ২১ ২ ১ ২ ২ র র
আদব্ধঃসুরভিস্তরাঃ। অদধ্বঃহ। রা ৩ ভাযিস্থা ৩ রাঃ। সুতেচিত্তাপ্সুম-

র র ৩ ৫র ১র১ ৫ ২ ১
দামোঅন্ধসা ২ ৩ ৪ ঔহী। শ্রীণস্তো ২ ৩ ৪ গো। ভিরূ ৩ আউবা ২ ৩।

২ ২৩২
এ ৩। ভরমা (৩)। ১২।৩ ॥

* * *

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ র ২উ ৩ ২৩ ১ ২
অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব

৩ ২ ৩ ১র ২র
দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।

২ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরুষঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'রাজেব দস্মঃ' (রাজতুল্যদর্শনীয়ঃ, পরমরমণীয়ঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ—অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'অসাবি' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন) 'অভি গাঃ' (জ্ঞানরশ্মীন অভিলক্ষ্য জ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, সম্মিলিতঃ ভবতু); 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ সঃ) 'বারমব্যয়ং' (অমৃতপ্রবাহং) 'অত্যেষি' (অতীত্য গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); 'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনবৎ,

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের দ্বাবিংশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;- (১) "পৃষ্ঠম্" (২) "কৌল্মলবর্হিষম্" (৩) "সক্তুপুষ্পান্তম্" (৪) "দৈর্ঘশ্রবসম্" (৫) বাঙ্করোবৈয়শ্বম্" (৬) "আভীশবাস্তম্" (৭) "মাধুচ্ছন্দসম্" (৮) "ঔডমারাস্তম্" (৯) "পৃশ্নি" (১০) "অভীশবোত্তরম্" (১১) "সম্মতম্" (১২) "কালেয়ম্" (১৩) "রৌরবম্" (১৪) "আষ্টাদংষ্ট্রোত্তরম্" (১৫) "উৎসেধম্" (১৬) "পৃশ্নি" (১৭) "বাস্রম্" (১৮) "মানবোত্তরম্" (১৯) "আনুপং বাভ্রাশ্বম্" (২০) "যৌধাজয়ম্" (২১) "বৈগতম্" ও (২২) "কণ্বরথন্তরম্"।

ক্ষিপ্রগতিশীলঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বং ইতি ভাবঃ) সত্ত্বভাবঃ 'যোনিং' (উৎপত্তি-স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতবন্তং' (উদকবন্তং, অমৃতময়ং—কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'আসদং' (প্রাপ্নোতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসমন্বিতং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজাতশত্রু, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক, পরমরমণীয়, আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হউন; পবিত্রকারক তিনি অমৃতপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়কে অমৃতময় করিয়া প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি। (১০অ—৯খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। কীদৃশঃ সোমঃ? 'অরুষঃ' আরোচমানঃ, 'বৃষা' বর্ষকঃ, 'হরিঃ' হরিৎবর্ণঃ; স চ রাজেব 'দস্মঃ' দর্শনীয়ঃ সন্ 'গাঃ' উদকানি 'অভি' লক্ষ্য 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি স্বরসনির্মোক-সময়ে, পশ্চাৎ পুনানঃ 'অব্যয়ং' অবিময়ং 'বারং' বালং দশাপবিত্রং 'অত্যেষি' হে সোম! অতিক্রম্য গচ্ছসি। ততঃ 'শ্যেনো ন' শ্যেন ইব 'যোনিং' স্বীয়ং স্থানং 'ঘৃতবন্তং' উদকবন্তং 'আসদৎ' প্রবিশতি। 'অত্যেষি'—'পর্য্যেতি'—ইতি পাঠৌ, 'আসদন্'—'আসদং'—ইতি চ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। নানাভাবাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া একটী ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্ম প্রার্থনা।

'শ্যেনঃ ন' পদদ্বয়ের দ্বারা আমরা প্রার্থনাকারীর মনের একটা ধারার সন্ধান পাই। ক্ষিপ্রগতিশীল, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পিত, সৎকর্ম্মান্বিত সাধক যেমন আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, 'ঊর্দ্ধগতিশীল সাধক যেমন তাঁহার চরণে শীঘ্রই আত্মবিলীন করেন, তেমনি-ভাবে, তেমনি ক্ষিপ্রগামিতার সহিত, অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউক, আমাদিগের হৃদয়কে অমৃত-প্লাবনে অভিষিক্ত করুক' মন্ত্রের প্রার্থনায় এই ভাবই

ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে হৃদয় অমৃতময় হয়। সাধক তখন স্বতঃই ভগবানে আত্মবিলীন করেন।

জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবের মিলন, সাধকের চরম ও পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তাই তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অতোষি' পদে বিবরণকারের মতানুসারে আমরা প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিয়াছি, এবং 'অরুষঃ' পদে 'অহিংসিত' অর্থ তাঁহারই অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে॥ (১০অ-৯খ-৩সূ-১সা)॥

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পর্জ্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩২র
স্বসার আপো অভি গা উদাসরন্ৎসং-
২র ৩ ১ ২ ৩ ২
গ্রাবভির্ব্বসতে বীতে অধ্বরে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পর্জ্জন্যঃ' (অমৃতবর্ষকঃ, অমৃতপ্রবাহঃ ইতি ভাবঃ) 'পিতা' (জনয়িতা, উৎপাদকঃ—ভবতি ইতি শেষঃ) 'মহিষস্য' (মহতঃ) 'পর্ণিনঃ' (পর্ণযুক্তস্য, ঊর্দ্ধগমনশীলস্য, ঊর্দ্ধগতি-প্রাপকস্য—শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি যাবৎ); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'পৃথিব্যাঃ' (পৃথিবীবাসিনাং জনানাং, সর্ব্বলোকানাং ইত্যর্থঃ) 'নাভা' (নাভৌ, কেন্দ্রশক্তিস্বরূপেষু) 'গিরিষু' (পাষাণসদৃশেষু, কঠোরসাধনেষু) 'ক্ষয়ং' (নিবাসং, আশ্রয়ং) 'দধে' (ধারয়তি, গৃহ্লাতি ইত্যর্থঃ);

---

* সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (৩প-৫অ-৯খ ৯সা) দ্রষ্টব্য।

'স্বসারঃ' (ভগিন্যঃ, পরস্পরং ভগিনীস্বরূপাঃ) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'আপঃ অভি' (আপঃ অভিলক্ষ্য অপ্সু, অমৃতেষু) 'উদাসরন্' (উদ্‌গচ্ছন্তি, সম্মিলিতাঃ ভবন্তি); 'বীতে' (শ্রেষ্ঠে) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গ্রাবভিঃ' (পাষাণকঠোর-সাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সংবসতে' (সংগচ্ছতে, উৎপাদিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকানাং পরমমঙ্গলসাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ কঠোরসাধনেন উৎপাদিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রবাহ মহান্ ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্ব সকল লোকের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ কঠোরসাধনে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরস্পর ভগিনীস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতে সম্মিলিত হয়েন; শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মে সেই শুদ্ধসত্ত্ব পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকের পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব কঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয়েন)। (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যস্য 'মহিষস্য' মহতঃ 'পর্ণিনঃ' পর্ণসতঃ পতনবতো বা সোমস্য 'পর্জ্জন্যঃ' 'পিতা' জনকঃ 'সঃ' সোমঃ 'পৃথিব্যাঃ' 'নাভা' নাভৌ নাভিস্থানীয়ে হবির্দ্ধানে 'গিরিষু' গিরিসম্বন্ধিষু গ্রাবসু 'ক্ষয়ং' নিবাসং 'দধে' ধারয়তি অভিষবসময়ে। তথা 'স্বসারঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'আপঃ' বসতীবর্য্যঃ 'গাঃ' আশিরার্থাঃ স্তুতয়ো বা 'অভি' আভিমুখ্যেন 'উদাসরন্' উদগচ্ছন্তি গচ্ছন্তু, 'বসতে', 'সং' গচ্ছতে চ, 'গ্রাবভিঃ' সাকং। কুত্র? 'বীতে' কান্তে 'অধ্বরে' যজ্ঞে॥ 'উদাসরন্'—'উতাসরন্'—ইতি পাঠৌ, 'বীতে'—'বীধে'—ইতি চ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"পর্জ্জন্য মহান্ সোমের পিতা, সেই পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্ব্বতের উপরে বাস করেন। অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ ক্ষীর ইত্যাদি লইয়া গেল।

তিনি সুন্দর যজ্ঞের মধ্যে প্রস্তরের সহিত মিলিত হইতেছেন।" অনুবাদকার ইহার সহিত একটী টীকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—"এই স্থানে... পর্জ্জন্যকে সোমের পিতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টিদ্বারা সোমলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।" বৃষ্টিদ্বারা যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সকলকে যদি পর্জ্জন্যের পুত্র-রূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কেবল সোমলতা কেন পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদকেই পর্জ্জন্যের পুত্র বলিতে হয়। সুতরাং এই কৈফিয়ৎ দ্বারা পর্জ্জন্যের সোম-পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা সোম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার একটা আভাষ পাই। সোম পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। সেই পর্ব্বতকে পৃথিবীর মধ্যস্থান বলা হইয়াছে, কোন কোনও স্থলে পুরাণাদিতে পর্ব্বতকে পৃথিবীর মেরুদণ্ডরূপে কল্পনা করা হয়। কোথায়ও আবার পর্ব্বত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল ভাবকে কবিত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে এরূপ কবিত্বের স্থান নাই। 'পৃথিবীর নাভি' বলিতে আমরা পৃথিবীস্থিত জীববৃন্দের কেন্দ্রশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছি। জনগণের কেন্দ্র-শক্তি—সৎকর্ম্মসাধন। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত শক্তি লাভ করে। সৎকর্ম্মই শক্তির উৎপত্তিস্থল, শক্তির কেন্দ্র। কঠোর সাধনের দ্বারা মানুষ সেই শক্তিলাভ করে। তাই সেই কঠোর সাধনকে পর্ব্বতের কঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই শক্তিকেন্দ্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থিতি করে। অর্থাৎ কঠোর সাধনার দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে যে শক্তির উদ্বোধন করে তদ্দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বলাভে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'গিরিষু ক্ষয়ং দধে' - সেই কঠোর সাধনে আশ্রয় গ্রহণ করে।

'পর্ণিনঃ' পদের অর্থ যাহার পাখা আছে, অর্থাৎ যে উর্দ্ধগমন করিতে সমর্থ। শুদ্ধসত্ত্ব উর্দ্ধগমনশীল নিশ্চয়ই। তাহা যে ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহাকেই উর্দ্ধে লইয়া যায়, তাই 'পর্ণিনঃ' পদে আমরা 'উর্দ্ধগতিপ্রাপকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'স্বসারঃ' পদের সাধারণ স্বাভাবিক অর্থ 'ভগিনী'। কিন্তু মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে প্রচলিত করিবার জন্য ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'অঙ্গুলয়ঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রের স্বাভাবিক অর্থেই এখানে ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই যে, জ্ঞান অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ পরাজ্ঞান দ্বারা মানুষ অমৃতত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। সেই শক্তির স্ফুরণ হইলে, হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। 'আপঃ' শব্দে ভাষ্যকার 'জল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—"অপ্সু ভ্রাতৃরূপঃ"। আমাদের মতে, 'আপঃ অভি' পদদ্বয় একত্রে সপ্তম্যন্ত ভাবই প্রকাশ করে। তাই উক্তপদদ্বয়ে আমরা 'অপ্সু, অমৃতেষু' অর্থ সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতমসূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবিৰ্ব্বেধস্যা পৰ্য্যেষি মাহিনমত্যো
২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষষি।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপসেধং দুরিতা সোম নো মৃড়
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঘৃতাবসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥ ৩॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'কবিঃ' (ক্রান্তদর্শী, পরমজ্ঞানদাতা) ত্বং 'বেধস্যা' (যাগবিধানেচ্ছয়া, সৎকর্ম্মসাধনেচ্ছয়া) 'মাহিনং' (মহনীয়ং প্রশংসনীয়ং সাধকহৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'পর্য্যেষি' (পরিগচ্ছসি প্রাপ্নোষি); 'মৃষ্টঃ' (প্রক্ষালিতঃ শোধিতঃ বিশুদ্ধঃ ত্বং) 'অত্যঃ ন' (অশ্বঃ ইব, শীঘ্রগামিতয়া শীঘ্রং ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (শক্তিং আত্মশক্তিং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রাপ্নোষি); হে দেব! ত্বং অস্মাকং 'দুরিতা' (দুরিতানি, শত্রূন ইত্যর্থঃ) 'অপসেধন' (পরিহরন, বিনাশয়ন ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান) মৃড' (সুখয় পরমানন্দং প্রযচ্ছ); 'ঘৃতাবসানঃ' (অমৃতযুতঃ ত্বং) 'নির্ণিজং' (পবিত্রতাং যদ্বা ঔজ্জ্বল্যং) 'পরিযাসি' (পরিগচ্ছসি, প্রাপ্নোষি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং রিপূন বিনাশয়ন পরমানন্দং প্রযচ্ছতু; আত্মশক্তিদায়কঃ রিপুনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং প্রাপ্নোতি— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—৯খ—৩সূ—৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমজ্ঞানদাতা আপনি সৎকর্ম্মসাধনের ইচ্ছায় প্রশংসনীয় সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন; বিশুদ্ধ আপনি শীঘ্র আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হয়েন; হে দেব! আপনি আমাদিগের শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন; অমৃতযুত আপনি পবিত্রতা

(অথবা ঔজ্জ্বল্য) প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের রিপু বিনাশ করিয়া পরমানন্দ প্রদান করুক; আত্মশক্তিদায়ক রিপুনাশক শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে প্রাপ্ত হয়)। (১০অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী সন 'বেধস্যা' যাগবিধানেচ্ছয়া 'মাহিনং' মংহনীয়ং পবিত্রং 'পর্য্যেষি' পরিগচ্ছসি পশ্চাৎ 'মৃষ্টঃ' প্রক্ষালিতঃ 'অত্যোন' অশ্ব ইব 'বাজং' সংগ্রামং 'অভ্যর্ষসি'। সোম! 'দুরিতা' অস্মদীয়ানি দুরিতানি 'অপসেধন্' পরিহরন 'নঃ' অস্মান 'মৃড' সুখয় 'ঘৃতাবসানঃ' ঘৃতানি উদকানি বসানঃ আচ্ছাদয়ন 'পরি যাসি' অভিগচ্ছসি। কিন্তৎ? 'নির্ণিজং' পবিত্রং। •'সোমনোমৃড়ঘৃতা'—'সোমমৃডয়ঘৃতং'—ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ॥ ৯॥

• • •

তৃতীয় (১৩১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——:○○:——

মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং তৃতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে তিনি সৎকর্ম্ম-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসম্পন্ন লোকের মধ্যে আত্মশক্তির আবির্ভাব হয়। বিশুদ্ধতার সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং যে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন তাঁহার হৃদয় হইতে অপবিত্রতা মলিনতা দূরীভূত হয়। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হৃদয় পবিত্র না হইলে, শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা সম্ভবপর নয়।

প্রার্থনার প্রধান ভাব রিপুনাশ এবং পরমানন্দলাভ। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ রিপুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করে। রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইয়া নিরুপদ্রবে, শান্তভাবে সাধক আপনার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয়ে পরাশান্তি বিরাজ করে, তিনি পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারেন। মন্ত্রে সেই পরমানন্দের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ ও হিন্দী অনুবাদ হইতে বুঝা যাইবে; এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির পরস্পরের মধ্যে কি অনৈক্য আছে, তাহাও উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সুপণ্ডিত! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাইতেছ। স্নান করাইলে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায় তদ্রূপ তুমি যাইতেছ। হে সোমরস! তুমি আমাদিগের অশেষ অনিষ্ট নষ্ট করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া

নির্ম্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।" হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে সোম! অনুভবী তু যজ্ঞনিধামকো ইচ্ছাসে পবিত্রমে পহুঁচতা হ্যায়। ফির ধোয়ে হুয়ে ঘোড়েকী সমান বেগসে সংগ্রামকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। হে সোম! হমারে পাপকো দূর করতা হুআ হমৈ সুখ দে, জলোকো আচ্ছাদন করতাহুয়া পবিত্রভাবকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।" (১ অ—৯খ—৩সূ—৩সা) ॥*

—•—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র ২ রর S১ ১ ৪ ২র ৩ ১১২
১। হাউহোবা ৩ হায়ি। অসাবিসোযো ৩ আ। ক্রযো ৩ বা ৩। যাহরা ২ ৩৪

১ ২রর রS১ ২ ৪ ২ ৩১১১১
৫ য়ঃ। রাজেবদস্মো ৩ আ। ভিগা ৩। আ ৩। চিক্রদা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ।

২ররর s১ ২ ৪ ২ ২১১১১ ২রর
পুনানোধারা ৩ মা। ভিয়া ৩ যিসী ৩। অ্যায়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্। শ্যেনোন-

র ১ ২ ৪ ২র ২ ২ ২ s১
যোনী ৩ ষা। তবা ৩ স্থা ৩ ম্। আসদা ৩ দাউ। (১) পর্জ্জন্যঃ পিতা ৩ মা।

২ ৪ ২ ৩১১১১ ২রর র s১ র ৪
হিষা ৩ স্যা ৩। পর্ণিনা ২ ৩ ৪ ৫ঃ নাভাপৃথিব্যা ৩ গায়ি। রিষ ৩ ক্ষা ৩।

২ ৩১১১১ ২র রর ১ র ৪ ২র ৩
যন্দধা ২ ৩ ৪ ৫ রি স্বসার আযো ৩ আ। ভিগা ৩ উ ৩ ৎ। আসরা

১১১২ ২র ১ ২র ৪ ২
২ ৩ ৪ ৫ ন। সঙ্গাংভির্ম্মা ৩ সা। তেবা ৩ য়িতে ৩। অধ্বরা ৩ ২ উ।

র রs ১ ২ ৪ ২র ৩১১১১ ২ র
(২) কবির্ব্বেধস্যা ৩ পা। রিয়া ৩ য়িষী ৩ মাহিনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। অত্যোন-

রs ১ ২ ৪ ২ ৩১১১১ রর ১
মৃষ্টো ৩ আ। ভিবা ৩ জা ৩ ম্। অর্ষসা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। অপসেধন্দু ৩ রায়ি।

২র ৪ ২র ৩১১১১ ২রর ২ ২র ১
তাসো ৩ সা ৩। সোমৃড়া ২ ৩ ৪ ৫। হাউহোবা ৩ হায়ি। ঘৃতাবসানা ৩ঃ পা।

২ ৪ ২ ২ ১১১১
রিয়া ৩ সী ৩। নির্ণিজা ৩ মা উবা ২ ৩ ৪ ৫ (৩)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

৩৪র ৩র৪র ৩র ৪ ৩র৪৫র ৩ ২ ৩ ১ ১ ১ ৩র র
২। অপাবি লোমো অরুষো বৃষোবৃষা। হরারিঃ। হরা ২ ৩ ৪ য়িঃ। রাজে ৩ ১

২ র র ১ ২ ১ ২n ৩ ২
২ ৩ ৪। বদস্মো অভিগা অচি। ক্রদাৎ ক্রদাৎ। পুনা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র র র ১ ২ ১ ২ ৩র ২ ২ র n
নোবারমত্তোম্ভ। বায়াং ব্যয়াম্। শ্রেনো ৩ ১ ২ ৩ ৪। নযোনিজ্বৃ ত্তব।

৩ ২ ৪ ১ ৪ ৩ ৪ ৩র৪ ৩৪৫ ৩২১১১১
ত্তমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ৭। পর্জ্জন্যঃ পিতামহিষস্য প। পিনা ২ ৩ ৪ ৫ :।

৩র ২ ২ র ১ ২ ১রn ৩ ২
নাভা ৩ ১ ২ ৩ ৪। পৃথিব্যাগিরিষুক্ষয়ম্। দধারি দধারি। স্বসা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২ র র ১ র ১২ ১২n ৩ ২ ২ র র
রআপো অগ্নউদা। নরান্ নরান্। নঙ্। ৩ ১ ২ ৩ ৪। বভিবর্চসত্তেবী।

৩র ২ ৪ ৪ ৩র৪ র৩র ৪৫রর ০ ২ ৩
ত্তেআ ৩ ধ্বা ৫ রা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ কাবর্কেধস্যাপরিয়েষিমা। হিনাম্। হিনা

১১১১ ০ ২ ২ র র ১ ২ ১২n
২ ৩ ৪ ৫ ম্। অত্তো। ৩ ১ ২ ৩ ৪। নমৃষ্টো অভিবাজম। যসায়ি যসায়ি।

৩ ২ ২র র র ১ ২১ ২ ৩ ২
অপা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সেধন্দুরিতাসোমনঃ। মৃডামৃডা। ঘৃতা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র ২n ৩ ২ ৪
বসানঃ পরিয়া। পিনা ৩ ম্নির্ণা ৫ রিজা ৬ ৫ ৬ ম্॥

* * *

২ র ১ ২র ১ ২ ২ র ২র র
৩। অপাবায়িসো ২ ৩। সোঅক্রষা ২ ৩ :। এ ৩। বৃষাৎরিরে ৩। রাজে-

১ ২র ২ ২ ২ ২ র ১
বাদা ২ ৩। সোঅত্তায়িগা ২ ৩ :। এ ৩। অচিক্রদদে ৩। পুনানোবা ২ ৩।

২ ১ ২ ২ ২র র ১ ২ ১
রমত্তায়িয়ে ২ ৩। এ ৩। বিঅব্যয়মে ৩। শ্রেনোনাযো ২ ৩। নিজ্বৃত্তাপা

২ ২ র ২ ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। ত্তয়াসদদে ৩ ৪ ৩। পর্জ্জন্যাঃপা ২ ৩ রি। ত্তামহায়িষা

২ ২ র ২রর ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। স্তপর্ণিন এ ৩। নাভাপার্থা ২ ৩ রি। ব্যাগিরায়িব্ ২ ৩।

২ ২ ২ র ১ ২র ১ ২
এ ৩। ক্ষয়ন্দধ এ ৩। স্বসারাআ ২ ৩। পোঅভারিগা ২ ৩ঃ। এ ৩।

২ র ২ র ৩ ২ ৩ ২
উদাদরয়ে ৩। নঙ্ক্রাবাভা ২ ৩ রিঃ। বনভারিনা ২ ৩ য়ি। এ ৩। পো-

অভায়িগা ২ ৩ঃ। এ ৩। উদাদরয়ে ৩। নঙ্ক্রাবাভা ২ ৩ রিঃ। বনভারি-

২র n ২ ২ ২র ১
বা ২ ৩ য়ি। এ ৩। তেঅধ্বরএ ৩ ৪ ৩। কবির্ব্বায়িধা ২ ৩। স্বাপয়ারিয়ে

২ ২র ২ র ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। বিমাহিনমে ৩। অত্যোনামা ২ ৩। স্তৌঅভারিবা ২ ৩।

২ ২ ১ ২ ১ ২
এ ৩। বমর্ষসি এ ৩। অপনারিধা ২ ৩ ম। ভুরিভাদা ২ ৩। এ ৩।

২ র ১ র ১ ২ ১ ২ ২ n
মনোমুড় এ ৩। ঘৃতাবাসা ২ ৩। নঃপরারিয়া ২ ৩। এ ৩। সিনির্ণিজমে

১
৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

• ॰ •

২ n ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪র
৪। হারি। উহুবারি। অদা ৩ ৪ ঔহোবা। বিসো। মো ৩ অরু। ষোবুবা-

৪ ৩র ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n ৩ ৪ ৫
হরারিঃ। রাজে ৩ ৪ ঔহোবা। দদা। স্মো ৩ অভি। গাঅচিক্রদাৎ।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ২ ২n৩৪ ৫ ৩র ২
পুনা ৩ ৪ ঔহোবা। নোবা। বা ৩ মতি। এবিঅবায়াম্। শ্রেনো ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২১ ২n ৩ ২ ৩ ৩ ২
ঔহোবা। নয়ো। নিঘুত। ব। তমা ৩ সা ৫ দা ৬৫৬৫। পর্জ্জা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩৪ ৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১
ঔহোবা। স্তঃপারি। তা ৩ মহি বস্তপর্ণিনাঃ। নাভা ৩ ৪ ঔহোবা! পৃথারি।

১ ১ ২৩৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
ব্যা ৩ গিরি। যুক্ষমন্দধারি। স্বদা ৩ ৪ ঔহোবা। রজা। পো ৩ অভি।

২^৩৪র ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২১ র ২n ৩র ২
গাউদাসরান্। নদ্ক্র। ৩ ৪ ঔহোবা বভারিঃ। বদতে। বী। ভে আ ৩

দশমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
১ ২ ২ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি
৩ ১র ২র
ভাগং ন দীধিমঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যুয়ং 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য, ইন্দ্রদেবস্য) 'বিশ্বেৎ' (বিশ্বানি, সমগ্রাণি) 'বসূনি' (ধনানি, বিভূতীঃ) 'সূর্য্যং শ্রায়ন্ত ইব' (জ্ঞানাধিষ্ঠাতারং দেবং সমাশ্রিতঃ জ্ঞানিজনঃ ইব, যদ্বা—সূর্য্যরশ্ময়ঃ যথা সূর্য্যং সমাশ্রিতা তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ) 'ভক্ষত' (ভজত, অনুসরত ইত্যর্থঃ); জ্ঞানিজনা যথা জ্ঞানমুপাসন্তে তদ্বৎ বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য দেবস্য বলৈশ্বর্য্যরূপাং বিভূতিং উপাধ্বং ইতি ভাবঃ; তেন 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'বসূনি' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) 'জাতঃ জনিমানি' (উৎপন্নে, প্রাপ্তে সতি ইত্যর্থঃ) 'ভাগং ন প্রতিদীধিমঃ' (পিতৃসম্পত্তিং ইব প্রতিধারয়েম, অধিকারিণঃ ভবেম); অয়ং ভাবঃ পিতৃসম্পত্ত্যাং যথা পুত্রস্য অব্যাহতঃ অধিকারঃ অস্তি ভগবদ্বিভূতিষু বয়ং তদধিকারিণঃ ভবেম। (১০অ—১০খ-১সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার সমগ্র বিভূতিসকলকে, জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাতে সমাশ্রিত জ্ঞানিজনের ন্যায় অথবা সূর্য্যরশ্মিসকল যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে সেইরূপ, ভজনা কর—অনুসরণ কর; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিজন যেমন জ্ঞানের ভজনা করে, সেইরূপ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের বিভূতি-সকলকে ভজনা কর); সেই শক্তির দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ধনসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃসম্পত্তির ন্যায় যেন অধিকারী হই; (ভাব এই যে,—

পিতৃসম্পত্তিতে যেমন পুত্রের অব্যাহত অধিকার, ভগবদ্বিভূতিসমূহে আমরা যেন সেইরূপ অধিকারী হই ।) ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে অস্মদীয়া জনাঃ ! 'প্রারব্ধ ইব' সূর্য্যং যথা সমাশ্রিতা রশ্ময়ঃ সূর্য্যং ভজন্তে, তথা 'ইন্দ্রস্য' 'বিশ্বেৎ' বিশ্বান্যেব ধনানি 'ভক্ষত' ভজত । 'বসুজাতঃ' প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রঃ যানি 'বসূনি' ধনানি 'ওজসা' বলেন 'জনিমা' জনিষ্যমাণানি করোতি অতো 'ভাগং ন' পিত্র্যং ভাগমিব তানি ধনানি 'প্রতি দীধিমঃ' প্রতিধারয়েম । 'জাতোজনিমানি'—'জাতেজনিমানি' —ইতি পাঠৌ ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

প্রথম (১৩১৭) সামের মর্ম্মার্থ ।

এই মন্ত্রটীতে সাধক স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর । কিরূপে ভজনা করিবে ? জ্ঞানী যেমন জ্ঞানকে ভজনা করে, সেইরূপে ।' মন্ত্রে 'সূর্য্যং' পদ আছে । আমরা সূর্য্যদেবকে আভ্যন্তর পক্ষে জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি । বাহ্যতঃ সূর্য্যদেবতা যেরূপে জাগতিক অন্ধকারসমূহ ধ্বংস করিয়া জগৎকে আলোকিত করেন, জ্ঞানোদয়ে তেমনই, জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত তমোরাশি বিধ্বস্ত হইয়া, হৃৎপ্রদেশ অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে । যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া বহুজন্মান্তর জ্ঞানারাধনায় তৎপর, স্বতঃই তাঁহারা জ্ঞানাধারে বিলীন হয়েন । এ স্থানে তাই উপদেশ আছে,—জ্ঞানী যেমন অনন্যচিত্ত হইয়া জ্ঞানের আশ্রয়েই আশ্রিত থাকে, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা সেইরূপ বলৈশ্বর্য্য-কামনায় বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার আরাধনাতে তৎপর হও ; এবং তাঁহার আশ্রয়ে চিরাশ্রিত হইয়া অপেক্ষা কর । তাহা হইলে, কোনও না কোনও শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার বিভূতিসকল তোমরা অধিকার করিয়া কৃতার্থন্মন্য হইবে ; তোমাদের লক্ষ্য সার্থক হইবে । এই শুভ প্রত্যাশায় সেই পরমদয়াল ইন্দ্রদেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাক । মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সুমহান্ ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে । দ্বিতীয়াংশে এই ভাবকে আরও দৃঢ়তর করিয়া বলা হইয়াছে, এইরূপ অনুসরণের ফলেই ভগবানের সম্পত্তিতে—তাঁহার বিভূতিতে অধিকারী হইতে পারিবে । (১অ ১০খ—১সূ ১সা) । *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার একোনপঞ্চাশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১খ ৩দ ৫সা) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩

যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২

মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'অলর্ষিরাতিং' (অপাপকদানং, অপাপীজনস্য দাতারং) 'বসুদাং' (পরমধন দাতারং) দেবং 'উপস্তুহি' (সম্যক্‌রূপেণ আরাধয়); যতঃ 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'রাতয়ঃ' (দানানি) 'ভদ্রাঃ' (ভদ্রাণি, কল্যাণদায়কানি ভবন্তি ইতি শেষঃ); 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'দানায়' (দানলাভায়, পরমধনপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) তস্য 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'চোদয়ন্' (চোদয়তি, প্রেরয়তি—ভগবন্তং অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) ভগবান 'অস্য' (তস্য) 'বিধতঃ' (পরিচরতঃ, আরাধনাপরায়ণস্য সাধকস্য) 'কামং' (প্রার্থনাং) 'ন রোষতি' (ন হিংসতি, পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! অপাপীজনের দাতা, পরমধনদাতা দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা কর; কারণ, ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবতার দান কল্যাণ-দায়ক হয়; যে সাধক পরমধনপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার অন্তঃকরণকে ভগবানের অভিমুখে প্রেরণ করেন, ভগবান্ সেই আরাধনাপরায়ণ সাধকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (১০অ—১০খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'অনর্ব্বিরাতিং' অপাপক-দানং অপাপিষ্ঠস্য দাতার ইত্যর্থঃ। অনর্ব্বি-পদ সমানার্থমনর্শ-পদং যাস্কেন ব্যাখ্যাতং—'অনর্শরাতিমনশ্লীল দানমশ্লীলং পাপকং' ইতি (নিরু॰ নৈ॰ ৬।২৩)। 'বসুদাং' ধনস্য দাতারমিন্দ্রং 'উপ স্তুহি' যস্য 'ইন্দ্রস্য' 'রাতয়ঃ' দানানি 'ভদ্রা' কল্যাণানি মহদৈশ্বর্য্যকারীণীত্যর্থঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ স্বকীয়ং 'মনঃ' 'দানায়' অভীষ্ট-প্রদানায় 'চোদয়ন্' প্রেরয়ন 'বিধতঃ' পরিচরতঃ 'অস্য' স্তোতুঃ 'কামং' ইচ্ছাং 'ন রোধতি' ন হিনস্তি। তমিন্দ্রমুপস্তুহীতি সম্বন্ধঃ। 'অনর্ব্বিরাতিং'—ইতি ছন্দোগাঃ পঠন্তি, 'অনর্শরাতিং'- ইতি বহ্বৃচাঃ; 'যো অস্য'—'সো অস্য'— ইতি চ ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত এক এক অংশ করিয়া আলোচনা করা যাউক প্রথম অংশে আত্মোদ্বোধন আছে সেই আত্মোদ্বোধনের ভাব এই যে, সাধক আপনার মনকে ভগবদারাধনাপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। এই উদ্বোধনের মধ্যে যাঁহার আরাধনা করিতে হইবে তাঁহার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাষ পাই। কাহাকে আরাধনা করিবে? 'অনর্ব্বিরাতিং' ইহার ভাষ্যার্থ - "অপাপকদানং অপাপিষ্ঠস্য দাতারং" - যে পাপী নয় তাহাকে যিনি দান করেন, অর্থাৎ সাধুসজ্জনকে দানকারী। এই একটী বিশেষণের দ্বারা দেবতার সম্বন্ধে যেমন আমরা কিছু জানিতে পারি, সেইরূপভাবে কে সেই দানের উপযুক্ত পাত্র তৎসম্বন্ধে আমরা আভাষ পাই। দেবতা কাহাকে দান করেন? যিনি নিষ্পাপ, যিনি সৎকর্ম্ম সাধন করেন, তাহাকেই ভগবান আপনার পরমধনদানে কৃতার্থ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পাপী ব্যক্তি পরমধন লাভ করিতে পারে না। কিন্তু পাপীর কি উদ্ধার নাই? আছে বৈ কি! তিনিই তো পতিতপাবন পরম দয়াল! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে হৃদয় পবিত্র করিতে হইবে। হৃদয়ের হীনতা কালিমা দূরীভূত করা চাই, সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা চাই, তবেই ভগবানের কৃপালাভ সম্ভবপর হইবে। নতুবা মুক্তিলাভ অসম্ভব। ভগবানের কৃপাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করে বটে, কিন্তু সেইজন্য নিজকেও প্রস্তুত করা চাই। মন্ত্রের এই অংশ যেন মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—মানুষ নিষ্পাপ হও, নিজের হৃদয় হইতে হীন কামনা বাসনা দূরীভূত করিয়া দাও। তুমি যাঁহার উপাসনায় রত হইতে চাও, যাঁহার নিকট হইতে পরমধন লাভ করিতে চাও 'তিনি অনর্ব্বিরাতিং' তিনি নিষ্পাপদিগকে পরমধন বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমি যদি নিষ্পাপ না হও তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার কৃপালাভ করিবার আশা করিতে পার? তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা— নিষ্পাপ হও, সৎকর্ম্ম-

পরায়ণ হও, ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ কর—মুক্তিলাভ করিবে, তাঁহার অসীম কৃপার দান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে'।

কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইলেই প্রার্থিত ধনলাভ হইবে? দুর্ব্বল মনের এই সংশয় নিরসন করিবার জন্যই বেদ বলিতেছেন, 'বসুদাং'—যাঁহাকে তুমি আরাধনা করিবে, তিনি পরমধন দাতা। সুতরাং তোমার আশঙ্কার কারণ নাই, তুমি সেই পরমপুরুষের অনুগত হও, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তাঁহার দান পরম কল্যাণের আধার। যিনি সেই পরমপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন, তিনি অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়েন। তাই বেদ বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ভদ্রা"—ভগবানের দান পরমকল্যাণের আকর।

যিনি ভগবানে আপনার হৃদয় মন সমর্পিত করেন, ভগবানও তাঁহাকে গ্রহণ করেন, তাঁহার সকল প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং'—"যে আমাকে যেরূপ আরাধনা করে আমি তাহাকে সেইরূপভাবে প্রাপ্ত হই, যে আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আমি তাহাকে আত্মস্থ করিয়া লই, তাহার আর নিজের সুখ দুঃখ থাকে না। সে ব্যক্তি পরামুক্তি লাভ করে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোনও কোনও বিষয় সামান্য মতভেদ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। নিম্নে একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই "পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধনদাতা সেই ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করিয়া এই পরিচর্য্যাকারীর ইচ্ছায় বাধা দেন না।" (১০অ—১০খ—১সূ ২সা)। *

—*—

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ২ ১ — ১ ১ — ১ ২ ২ ২
১॥ প্রারক্তইবদ্ ১ রায়াম্। বিশ্বা ২ য়িদিন্ত্রা ২। স্তুতা ২ ক্ষাতা। বাজনিজাতো-

২র ১ ২ — ১ ২র১ — ১ ২
জনিমা। নিষোজা ১ সা ২। প্রতিভাগয়দী ২ ধিমঃ। প্রা ২ ৩ ভী।

১র ২ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫ ২ র
ভাগায়া ৩ দা। হস। ধিমা ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (১) প্রতিভাগয়দা ১

২ ১ — ১র — ১ — ১ ২
য়ি ধাৱিমাঃ। প্রতা ২ য়ি। ভাগা ২ স। নদা ২ য়ি ধাৱিমাঃ। আক্রবি-

র ১ ২ র ১ ২ ২ ১র ২ র ১ ২ ১ ২
রাভিষণদাম। উপাস্তু ১ হাবি ভদ্রা ইন্দ্রস্যরাতয়ঃ। ভা ২ ৩ ত্রাঃ।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ২ ১ ৩২ ১ ৫ ২র
ইন্দ্রাভা ৩ রা। হুম্। ভয়া ৩ঃ। ও২৩৪ বা॥ (২) ভদ্রাইন্দ্রলায়া ১

২ ১ — ১ — ১ — ১ ২র১২ ১২
ভায়াঃ। ভদ্রা ২ ইন্দ্রা ২। ভয়া ২ ভায়াঃ। বাজস্যকামম্বিধন্তঃ। নরোবা ১

— ১১র১রর২ র১২ ১ ২ ১র২ ২ ১
ভা২য়ি। মনোদানায় চোদয়ন্। মা২৩নাঃ। দানায়া ৩ চো। হুম্।

৩২ ১ ৫ ৩১১১১
দয়া ৩। ও২৩৪মা। হে২৩৪৫ (৩)॥

* * *

২র ২র ১২১ ২ ১ — ১২ ১১
২। প্রায়ন্তইবা ৩ হরিয়াম্। বিশ্বাবিন্দ্রা। স্তুতক্ষতা ২। ইহা ৩। বাহ৩

৪ ৫ ২৮ ৩ ৫ ১ ২১ ২র১ ২ ১২
নাম্বিজা। হাহৌ ২৩৪হা। তো জনিমা। নিযোজা ২৩দা। ইহা ৩।

১ ২ ৪৫ ২ন ৩ ৫ ৩২ ৪
প্রাতা ৩ য়িভাগাম্। হাহো ২৩৪হা। নদা ৩ য়িধা৫ দি মা ৬৫৬ঃ।

৩১১১১
হে২৩৪৫ (৩)॥১২॥*

——:•:——

প্রথমং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি

১২ ৩২উ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি॥১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যতঃ' (যস্মাৎ) 'ভয়ামহে' (বয়ং ত্রাসপ্রাপ্তাঃ ভবামহে), 'ততঃ' (তস্মাৎ ত্রাসকারণাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অভয়ং' (ভয়শূন্যং) 'কৃধি' (কুরু), অস্মভ্যং

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "প্রায়ন্তীয়ম্" এবং (২) "নিষেধম্"।

অমৃতরূপং'—তাঁহার আনন্দ-প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়? উৎসবের আনন্দকোলাহল কি অন্ধকার কারাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে? আর তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিলেও হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর বুকে এই আনন্দতরঙ্গ কি কোন সাড়া জাগাইতে পারে? যাহার উপভোগ করিবার শক্তি নাই, যাহার গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহার নিকট বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেও তাহা তাহার কোন কাজে লাগে না।

সত্ত্বভাব আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, সত্ত্বভাবের সঙ্গে আনন্দের মিলন হয় সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে আমরা সেই আনন্দ লাভ করিব কিরূপে? তিনি যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহার ধন উপভোগ করিবার অধিকার দেন, শক্তি দেন, তবেই আমরা তাহা উপভোগ করিতে পারি। তাই বলা হইয়াছে "পরমানন্দদায়ক আপনি আনন্দদায়ক হইয়া" ইত্যাদি। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অর্থাৎ অমৃততুল্য উপকারী; সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাই মন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে॥ (১অ-৫খ-২সূ ১সা)।

—:•:—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২৩২৩
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তে

২ ৩২ ৩ ১ ২
অস্য পীত্বা স্বর্ব্বিদঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীৎ

২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ইষোঽচ্ছা বাজং ন এতশঃ॥ ২॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (যস্য সাধকস্য) 'পীত্বা' (গৃহীত্বা—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অস্য' 'বৃষায়তে' (বর্ষরতি, প্রযচ্ছতি—অভীষ্টং ইতিযাবৎ) হে সত্ত্বভাব! 'স্বর্ব্বিদঃ'

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত সমটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(সর্ব্বজ্ঞস্য) 'তে' (তব—তৎ অমৃতং ইতি যাবৎ) 'পীত্বা' (লব্ধ্বা) 'সুপ্রকেতঃ' (প্রাজ্ঞঃ, জ্ঞানবান্ সন্) 'এতশঃ ন বাজং' (মোক্ষপ্রদং জ্ঞানং যথা আত্মশক্তিং লভতে তদ্বৎ) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'ঈষঃ' (সিদ্ধিং, আত্মশক্তিং) 'অচ্ছ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'অত্যক্রমীৎ' (অতিক্রামতি, লভতে ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবেন মোক্ষং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকের সত্ত্বভাব গ্রহণ করিয়া অভীষ্টবর্ষক দেব উহার অভীষ্ট প্রদান করেন, হে সত্ত্বভাব! সর্ব্বজ্ঞ তোমার সেই অমৃত লাভ করতঃ জ্ঞানবান্ হইয়া, মোক্ষপ্রদ জ্ঞান যেরূপ আত্মশক্তি লাভ করে, সেইরূপ সেই সাধক আত্মশক্তি সম্যক্‌রূপে লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা মোক্ষ এবং আত্মশক্তি লাভ করা যায়।)। (১অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষভঃ' কামানাং বর্ষকঃ ইন্দ্রঃ। হে সোম! 'যস্য' যং 'তে' ত্বাং 'পীত্বা' 'বৃষায়তে' বৃষভ ইবাচরতি কিঞ্চ স্বর্বিদঃ সর্ব্বং জানতঃ অস্য তব পীত্বা পানে সতি 'সুপ্রকেতঃ' শোভন-প্রজ্ঞঃ সঃ ইন্দ্রঃ বৃষভঃ শত্রূণাং অন্নানি অত্যক্রমীৎ অতিক্রামতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'নঃ' 'এতশঃ'—ইত্যশ্বনাম (নিঘ০ ১।১৪।১০) যথা অশ্বঃ 'বাজং' সংগ্রামং অভি গচ্ছতি তদ্বৎ। 'স্বর্বিদঃ'—'স্বদৃশঃ'—ইতি পাঠৌ। (১অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার 'যস্য' 'তে' পদদ্বয়ের বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করিয়া একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান্ হন। তুমি তাবৎবস্তু দান করিতে পার, এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান।"

আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করি নাই। অর্থ সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'সত্ত্বভাবঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে আনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রায়ই লুণ্ঠনাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র অথবা অন্য কোন দেবতা শত্রু-

গণের গোমহিষাদি এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেছেন—এরূপ বর্ণনা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল ব্যাখ্যা হইতে আবার প্রাচীন ভারতের অবস্থাও চিত্রিত হইয়া থাকে। অথচ মূলবেদে এই সকল অপকর্ম্মের কোন উল্লেখ নাই। যিনি চুরি প্রভৃতি বিদ্যায় অভ্যস্ত সেই দেবতাই বা কেমন—আর তাঁহাদিগের উপাসকরাই বা কিরূপ প্রকৃতির লোক? এই সকল ব্যাখ্যা পড়িয়া যদি সাধারণ অনভিজ্ঞ লোক বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অথচ ব্যাখ্যাতাদের দোষেই এইরূপ হইতেছে! একটা উদাহরণ মাত্র দেওয়া গেল। এরূপ ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যাহা হউক আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১অ—৫খ—২দ—২সা)॥*

—•—

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রম্ অচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১
১। (পৌষ্কলম্)॥ ইন্দ্রমা ৩ চ্ছসু। তাঙ্ই ২ ৩ ৪ মাই বৃষাণ্‌ংযা।
২ ৩ ৫ ২ ১ র ৭ ৩
তুহারা ২ ৩ ৪ য়াঃ। শ্রুষ্টাইজাতা। সঈ ২ ন্দা ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬ঃ।
২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ৪র ৫ ২ ৩ ৫
স্বর্ব্বিদা ২ ৬ ৪ ৫ঃ। (১) অয়াস্মা ৩ রায়। সানা ২ ৩ ৪ সাইঃ।
২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র ১ র ৭ A
ইন্দ্রায়ণা। বাতাইসূ ২ ৩ ৪ তাঃ। গোমোতৈঞ। ত্রা। সুচা ২
৩ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইতা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ ই। যথাবিদে ২ ৩ ৪ ৫॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১র ২　৪র ৫　২A ৩　৫　২র ১ ২　১
(২) অগ্যেদী ৩ স্রোম। দাইম্ ২ ৩ ৪ বা। গ্রাভঙ্গুভ্ণা।

২A ৩　৫　২ ১　৭ A ৩
ভাইগানা ২ ৩ ৪ সাইম্। বজ্রাঞ্চবা। মণা ২ ভ্মা ২ ৩ ৪ ৫

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
রা ৬ ৫ ৬ ৫। সমপ্সুজী ২ ৩ ৪ ৫ ৫ (৩)॥

* . *

২　র ১　২ ১ —
১॥ (সুজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমাগ্নি। বৃষণংষা ২।

১　২ র ১ —　১　A ৩　৫র র
তুহরয়াঃ। শ্রুস্টেজাতা ২। গহৈ। দা ২ গা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২　১ ১ ১ ১
সুবর্ব্বিদএ ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫ (১)।

* * *

১ ২　১　২ ১র র
৩। (রোহিতকুলীয়াত্তম)। ইন্দ্রমচ্ছা সুতাইমে। বৃষণংযন্তুহরয়ঃ-

২ ১র　২　১　২　১　২　৫
শ্রুষ্টেজা ২ ৩ তা। সা ২ ৩ ঔ দানঃসুবা ৩ ১ উবা ২ ৩। বী ২ ৩ ৪ দঃ।

১ ২ ১　র　র　র　২র ১র
(১) অরাস্তুরা। যগানগিঃ। ইন্দ্রায়পবতেসুতঃসোমোজা ২ ৩

২　১　২　১　২　৫
য়ত্রা। গ্যা ২ ৩ চে। ভাতিগণা ৩ ১ উবা ২ ৩ বী ২ ৩ ৪ দে॥

১ ২র　১　২　র　র　১　২ ২
(২) অগোদিন্দ্রাঃ। মদেষ্বা। গ্রাভঙ্গ্ভ্ণ্ডিসানসিংবজ্রঞ্চা ২ ৩ বা।

১　২　১　২　৫
দা ২ ৩ ণাম্। ভারৎসমা ৩ ১ উবা ২ ৩। পসৃ ২ ৩ ৪ জৌৎ (৩)।

* * *

২　র ১　২ ১ —　১
॥ (সুজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমাগ্নি। বৃষণাংষা ২। তুহরয়াঃ।

২ র ১ —　১　A　৫র র　১ ২
শ্রুস্টেজাতা ২। গহৈ। দা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবর্ব্বিদএ ৩॥

২ র ১ ২ র ১ —র ১ ২র র
(১) অয়ন্তরা। যসানেসায়িঃ। ইন্দ্রায়াপা ২ বক্তেসুতাঃ। সোমো-
১ — ২র A ৩ ৫র র ১র ২
জায়িত্রা ২। স্যচে। ভা ২ ভা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যথাবিদএ ॥
২ র র ১ ২র ১ — ২ ১
(২) অস্যেদিন্দ্রাঃ। মদেষুবা। গ্রাভঙ্গার্ভণা ২। ভিসান-
২ ১ — ১ A ৩ ৫র র
সায়িম্। বজ্রঞ্চা ২। যণম্। ভা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
১ ১ ১১ ১১
সমপ্সুজিদে ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥

* * *

১ — ৭ ১ ২১২১ ২৩র১
৫। (শুধ্যম্)। ইন্দ্রমচ্ছা ২ সু। তাইমোবা। বৃষণংযা। তুহরয়াঃ
র২র১র২১ ২ ১ ২ ১র —
শ্রুষ্টেআতাসইন্দবঃসু। বা ২ ৩ঃ। বিদাউবা। শ্রুধিয়া ২ ॥
১ — র ১ ২১২১ ২২র২১
(১) অয়ন্তরা ২ য়া। সানসোবা। ইন্দ্রায়পা। বক্তেসুতাঃ।
র ২র ১র ২ র ১ ২ ১র —
সোমোজৈত্রস্যচেতভিয়। থা ২ ৩। বিদাউবা। শ্রুধিয়া ২।
১ র — র ১২ ২র১২ ১ ২৩র২
(২) অস্যেদিন্দ্রো ২ ম। দেষুবোবা। গ্রাভঙ্গৃভ্ণা। ভিসান-
১ ২১২ ১ ২
সায়িম্। বজ্রঞ্চবৃষণস্তুরৎসম্। বা ২ ৩। প্সুজাউবা।
১র — ১ ২ ১
শ্রুধিয়া ২। এ ২ ৩হিয়া ৩ ৪ ৩। ও ২ ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

১২১ ২১র
৬। (ঐডমায়াস্তম্)॥ আইন্দ্রাম্। আচ্ছা। সুতাইমায়ি।
২ ২১ ২ ২র ১
বার্ষণংযা ৩ ১। তুহরয়াঃ। শ্রুষ্টা ৩ ১ য়ি। জাতা।
২ ২১ ২
সাইন্দবা ৩ ঃ। সপর্বা ২ ঃ য়িদা ৩ ৪ ৩ঃ (১) ॥

* * *

২ ১র ২
৭॥ (ঔপগবাস্তম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণাং ২ ৩ য়া।
র ১র ২ ১ ২
তুহরয়ঃ শ্রুষ্টেজাতা। সইন্দা ২ ৩ বাঃ। সুবর্ব্বা ২ ৩ য়িদাঃ॥

২ ১র র ২ র
(১) অয়ন্তরা। যসানসায়িঃ। ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা। বতেসতঃ
র র ১র র ২ ১র ২
গোমোজৈত্রো। স্যচেতা ২ ৩ তায়ি। মথাবা ২ ৩ য়িদায়ি॥

র ১ র র ২
(২) অস্মেদিন্দ্রাঃ। মদেষুবা। প্রাভণ্ড্গ্রা ২ ৩ র্ভ্ণা।
র ১ ২ ১
তিসানসিংবজ্রুকবা। র্ধণন্তা ২ ৩ রাৎ। সমপ্স ২ ৩
২ র ১ — ৩২ ৫র র
জীৎ। ঐ। হিয়া ২ য়ি। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা।
২ ১২ ১১১১.
এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

৩২ ৩২ ৫র
৮॥ (দৈবোদাসম্)॥ ইন্দ্রা ৩ ১ মৃ। অচ্ছা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সুতাঃ।
২ ২^ ৩২ ৩২ ৫ ২
আ ৩ য়িমায়ি। বৃষা ৩ ১। ণংষা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তুহ। রা ৩
২A ৩২ ৩র ২ ৫ ২
য়াঃ। শ্রুষ্টী ৩ ১ য়ি। জাতা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সই। দা ৩
২ ৩২ ৩২ ১ ৫ ৩২
বাঃ। সুবা ৩ ১। বিদা ৩ ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (১) অয়া
৩২ ৫র ২ ২A ৩২
৩ ১ মৃ। ভরা ৩ ১ ২ ৩ ৪। য়সাঃ। না ৩ সায়িঃ। ইন্দ্রা
৩২ ৫র ২ ২^ ৩র ২
৩ ১। য়পা ৩ ১ ২ ৩ ৪। বতে। সূ ৩ তাঃ। গোমো

৩র ২ ৪ ৫র ২ ২
৩ ১। চৈত্রা। ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্থচে। তা ৩ তায়ি।

৩ ২ ৩ ২ ১ ৫ ৩ ২
যথা ৩ ১। বিদা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (২) অস্তে

৩ ২ ৫র ২ ২
৩ ১ ৫। ইন্দ্রো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মদে। ষু ৩ বা।

৩র ২ ২ ৫র
গ্রাভা ৩ ১ ম্। গৃর্ভ্ণা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভিগা।

২ ২ ৩ ২ ৩ ২
। ৩ গায়িম্। বজ্রা ৩ ১ ম্। চবা ৩ ১

৫ ২ ৫ ৩ ২
২ ৩ ৪। যণম্। ভা ০ রাৎ। সমা

৩ ২ ১
৩ ১। পগজৌ ৩ ৫। ও ২ ৩ ৪

৫ ৩ ৫
বা। উ ২ ৩ ৪ পা (৩)॥

* * *

২ র ২র
৯। (বিশোবিশীয়ম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছহূম্। সু ৩ তাইমায়ি। বা ৩

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
ধাগাং ৩ য়া। তুহর। যঃ শ্রু ২ ৩ ষ্টায়ি। হুম্মায়ি। আ ৩ তা ৩।

১ ৫ ১ ৩ ২ ৫ ১
সা ২ ৩ ৪ ইহায়ি। ও। হুবায়ি। দা ২ ৩ ৪ বাঃ। হুম্মায়ি।

১ ২ ১ ৫র ৫
সু ৩ বা ৩ঃ। বা ২ ৩ ৪ য়িদাঃ। এহিয়া ৬ হা॥ (১)

২ রর ২র ১ ২
অয়ন্তরাহুম। যা ৩ সানসায়িঃ। আ ৩ য়িন্দ্রায়া ৩

২ ১ র ২ ১ ২
পা। বতেন্থ। তঃ সো ২ ৩ মাঃ। হুম্মায়ি। আ ৩

২ ১ র৫ ১ ৩২৯
য়িত্রা ৩। স্তা ২ ৩ ৪ চেহায়ি। ও। হুবায়ি।

৩ ১ ২ ২ ১
স্তা ২ ৩ ৪ তায়ি। হুম্মায়ি। যা ৩ থা ৩। বা

৫র ৫ ২ র
২ ৩ ৪ য়িদায়ি। এহিয়া ৬ হা॥ (২) আত্মা-

র র ২র ১ ২
দিন্দ্রোহুম্মা ৩ দেবুবা। গ্রা ৩ ভাঙ্গা ৩

২ ১ র ২
র্ভগা। ত্তিসান। দিবা ২ ৩ জ্রাম্।

১ ২ ২ ১
হুম্মায়ি। চা ৩ বা ৩। মা ২ ৩ ৪

৫ ১ ৩২৯ ৩
র্ভেহ য়ি। ও। হুবায়ি। স্তা

৫ ১ ২
২ ৩ ৪ রাৎ। হুম্মায়ি। গা ৩

২ ১
মা ৩। ম্ম ২ ৩ ৪ জীৎ।

৫র ৫
এহিয়া ৬ হা। হো ৫

ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২৯৩র৪র ৫ ২ ১
১০॥ (আশ্বসূক্তম্)॥ আওহোবাহায়ি। ইন্দ্রমচ্ছ। সুতাঃ।

র ২র২৯৩র২৯ ২ ১ র ২ররA
ইমে। ঐহীয়হী ১। বাসণং যস্তুহরয়ঃ শ্রুষ্টায়িজাতা। ঐহী-

৩র২৯ — ১ — — ১ —
য়হী ১। আ ২ য়ি। গাআ ২ য়িন্দাবা ২ঃ। সুবঃ। বা ২

৩ ৫র র ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িদা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শুক্রআহুতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (১)॥

* * *

২ ১ ২ ১র২১ ২১
১১। (জরাবোধীয়ম্) ॥ ইন্দ্রমাচ্ছা৷বা। সুতাইমায়ি। বৃষাণাং ২৩

২ র১র ২ ৪S ৫
য়া। তুহহয়য়ঃ শ্রুষ্টেজাতা। সজায়িন্দা১বা২৩ঃ। সু। বঃ।

৩২ ২ ১২ ১র২১
বিদো ৩৪৫ ঈ। ডা॥ (১) অয়ন্তুরোবা। যাদানসায়িঃ।

২১ ২ র র র ১র ২
ইন্দ্রায়া২৩পা। বতেসুতঃ গোমোজৈত্রা। শুচায়িতা১

৪S ৫র ৩২
তা২৩য়িয়া। থা। বিদো৩৪৫ ঈ। ডা॥ (২)

২র ১২ ১র২১ ২র১ ২
অশ্বেদিন্দ্রোবা। মাদেষুবা। গ্রাভাঙ্গা২৩৪র্ভণা।

র ১ ২ ৪
তিসানসিংবজ্রকুবা। ষণাস্মা১রা২৩৫ সাম্।

৫ ৩২
অ। প্সুজো৩৪৫ঈ। ডা(৩)॥

৫ ৩২ ৩র৪ র৪
১২। (আক্ষারম্)। ইন্দ্রম্। অচ্ছা৩৪। ঔহো৫ সুতাইমায়ি।

১ ২১ ২ ৩২ ৩র২ ১
বৃষণংযস্তুহয়া২৩য়া৩৪ঃ। শ্রুষ্টা৩৪ য়িজাতা। সইন্দবাঃ।

২ ৪৫ ৩১১১১ ৫ ৩২ ৩র৪
সু৩ববি। দা২৩৪৫ঃ॥ (১) অয়ম্। ভরা৩৪। ঔহো৫

র৪ ১র ২১র ২ ৩র২
যসানসায়িঃ। ইন্দ্রায়পবতেসু২৩তা৩৪ঃ। গোমো

৩র২ র১ ২ ৪র৫ ৩১১১১
৩৪ জৈত্রা। শুচেতায়ি। যা৩থাবি। দা২৩৪৫

৫র ৩র ৩র৪
য়ি॥ (২) অশ্বেৎ। ইন্দ্রো৩৪। ঔহো৫

র ৪ ১র র ২১র ২
মদেষুবা। প্রাভঙ্গ্ভ্ণাতিসানা ২ ৩ সা ৩ ৪ য়িম্।

৩২ ৩২ ১ ৪ ৪ ৫
বজ্রা ৩ ৫ ঞ্চবা। ষণস্তুরাৎ। সা ৩ সপস্তু।

৩ ১ ১ ১ ১
ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ৎ (৫) ॥ ১।২,৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শ্রুষ্টে' (শ্রুষ্টী, ক্ষিপ্রাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ) 'ইমে জাতাসঃ' (অস্মাকং হৃদয়ে উৎপন্নাঃ) 'হরয়ঃ' (পাপহারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'সুতাঃ' (অভিষুতাঃ, বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং, ভগবন্তং) 'অচ্ছ' (প্রতি) 'যন্তু' (গচ্ছন্তু); প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসহায়েন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৫খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক, সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।) (১অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শ্রুষ্টে' শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনাম (নিরু॰ ৬।১২) ক্ষিপ্রং 'জাতাসঃ' জাতাঃ 'ইন্দবঃ' পাত্রেষু ক্ষরন্তঃ 'স্বর্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ 'হরয়ঃ' হরিতবর্ণাঃ 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'বৃষণং' কামানাং সেক্তারং 'ইন্দ্রং' 'অচ্ছ যন্তু' অভিগচ্ছন্তু। 'শ্রুষ্টে' 'শ্রুষ্টী ইতি পাঠৌ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৬৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:o:———

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন করুক অর্থাৎ সত্ত্বভাবযুক্ত হইয়া আমরা যেন ভগবৎচরণ লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। ভগবান অভীষ্টবর্ষক। সেই কল্পতরু-মূলে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। তবে সেই প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গলনীতির অনুগামী হওয়া চাই, নতুবা প্রার্থনাকারীকেই দুঃখ

পাইতে হইবে। সাধকগণের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের মঙ্গলনীতি উজ্জ্বল-ভাবে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনাও মঙ্গলনীতির অনুগামীই হয়। তাঁহাদের কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।

সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রই আছে। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সত্ত্বভাব বীজরূপে নিহিত আছে। সেই বীজকে সাধনার দ্বারা বিকশিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা দেবপূজা করা যায়। খনিতে রত্ন থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হইলে পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য॥ (১অ—৫খ-৩সূ-১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ২
অয়ং ভরায় সানসিঃ ইন্দ্রায় পবতে সুতঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে॥ ২॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভরায়' (সংগ্রামায়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভার্থং ইত্যর্থঃ) 'সানসিঃ' (ভজনীয়ঃ, প্রার্থনীয়ঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ-সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়, ভগবন্তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুত্তবতু ইত্যর্থঃ); 'যথা বিদে' (লোকঃ যথা বস্তুজ্ঞানং লভতে) তদ্বৎ 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'জৈত্রস্য' (জয়শীলং দেবং, জয়শীলং ভগবন্তং) 'চেততি' (জানাতি); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম, ততঃ সত্ত্বভাবসহায়েন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—৩সূ-২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রার্থনীয়, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউন; লোক যেমন বস্তুজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব জয়শীল ভগবানকে জানেন।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫দ-১০খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দ্বাদশটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি, তারপর সত্ত্বভাব-সহায়ে ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হই।)॥ (১অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ভরায়' সংগ্রামায় 'সানসিঃ' ভজনীয়ঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' 'সোমঃ' 'ইন্দ্রার্থং' 'পবতে' ক্ষরতি গ্রহাদিষু ক্ষরতি। ততঃ সোমঃ 'জৈত্রস্য' ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং (১,২,২৭৫ বা০)—ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানসংজ্ঞা চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (পা০ ৬।৩।৬৬) জয়শীলমিন্দ্রং 'চেততি জানাতি যথা ইন্দ্রঃ 'বিদে' লোকৈর্জ্ঞায়তে তথা জানাতি॥ (১অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৯৫ সামের মর্ম্মার্থ।

—‡ * ‡—

সত্ত্বভাব মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। ভগবৎচরণপ্রাপ্তিই মানবের পরম পুরুষার্থ। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াই সত্ত্বভাব মানবের এমন একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে মানুষ রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। সত্ত্বভাব সম্বন্ধে তাই বলা হইয়াছে—"ভরায় সানসি"। রিপুজয় মানবাকাঙ্ক্ষার একটী অংশ মাত্র। রিপুজয়ই চরম সিদ্ধি নয়। অবশ্য রিপুজয়ের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। সেই রিপুজয় করিবার প্রধান অস্ত্র—সত্ত্বভাব। তাই সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ যেমন জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, সত্ত্বভাবসম্পন্ন মানব তেমনি পরম পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির অসাধারণ শক্তি, মন্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'জৈত্রস্য' পদে দ্বিতীয়ান্ত 'জয়শীলং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (১অ—৫খ—৩—২সা)॥

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অস্যেৎ ইন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণাতি সানসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

বজ্রঞ্চ বৃষণং ভরৎ সমপ্সুজিৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদেষু' (মদায়, পরমানন্দদানায়' মোক্ষদানায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'অস্য' (সাধকস্য) 'সানসিং (সম্ভজনীয়ং) 'গ্রাভং' (গ্রহনীয়ং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'আগৃভ্ণাতি' (সম্যকৃরূপেণ গৃহ্লাতি) 'চ' (তথা) 'অপ্সুজিৎ' (অমৃতস্বামী, অমৃতপ্রাপকঃ সঃ দেবঃ) 'বৃষণং' (অভিষ্টবর্ষকং) 'বজ্রং' (রক্ষাস্ত্রং) 'সম্ভরৎ' (ধারয়তি —সাধকরক্ষায় ইতি যাবৎ); ভগবান্ সাধকস্য পূজাং গৃহীত্বা তং সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষদানের জন্য বলাধিপতি দেবই সাধকের সম্ভজনীয় গ্রহণীয় সত্ত্বভাব সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করেন এবং অমৃতপ্রাপক সেই দেবতা অভিষ্টবর্ষক রক্ষাস্ত্র সাধকরক্ষার জন্য ধারণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন॥ (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্যেৎ' অস্য সোমস্যৈব 'মদেষু' 'মত্তাতেষু' 'সানসিং' সর্বৈঃ সম্ভজনীয়ং 'গ্রাভং' গৃহীতব্যং ধনুঃ 'গৃভ্ণাতি' গৃহ্লাতি 'হগ্রহোর্ভশ্ছান্দসি'—ইতি ভত্বং কিঞ্চ 'অপ্সুজিৎ।' উদকার্থং বৃত্রস্য জেতা। যদ্বা, 'আপদন্তারিক্ষনাম (নিঘ০ ১-৩৮) অন্তরিক্ষে অহিনামকস্য জেতা 'ইন্দ্রঃ' 'বৃষণং' বর্ষিতারং 'বজ্রং চ' স্বকীয়মায়ুধং 'সম্ভরৎ' সম্বিভর্ত্তং বিভর্ত্তেরড়াগমঃ। 'গৃভ্ণাতি-গৃহ্নীত'-ইতি পাঠৌ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৬৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের পূজার জন্যই মানবের যত কিছু উদ্যোগ আয়োজন। তিনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার সত্ত্বভাব লাভের জন্য সাধনা। তিনি যখন সেই পূজা গ্রহণ করেন তখনই সাধনা জপতপ প্রভৃতি উদ্যোগ আয়োজন সার্থক হয়। পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি—সত্ত্বভাব উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত হইলেই তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তিনি বাহ্য জপতপে তৃপ্ত নহেন। তিনি চাহেন

— মানবের অন্তরের বিশুদ্ধতা। বিশুদ্ধ হৃদয়, শুদ্ধসত্ত্বই তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে হয়। তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

"চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় চাওনা চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবের ভাবুক ভাবগ্রাহী ভাবের বশ।"

তাই যখন তিনি সেই বিশুদ্ধভাব গ্রহণ করেন, তখনই সাধকের জীবন ধন্য হয়। তখন আর তাঁহার দুঃখ তাপ, কামনাবাসনা কিছুই থাকেনা। কারণ তখন তিনি সিদ্ধার্থ। যিনি আপনাকে ভগবানের চরণে বিলাইয়া দিলেন, তাঁহার তো নিজের বলিতে আর কিছুই রহিল না! তিনি তখন বলিতে পারেন,—

"মা আছে আর আমি আছি ভাবনা কিরে আর আমার
আমি মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছে সকল ভার।"

তখন ভগবান্ সাধকের সকল ভারই গ্রহণ করেন। (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা)॥•

———•———

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্॥ ১॥
•৬•

গেয়-গানং।

৩ ২ ২ ৪ র ৫ ২ ৪
১। (শাবাশ্বম্)॥ পুরো ৩ ১। জো ৩ তী। বোঅ। ধা ৩ সঃ।
৫ ১ র র ২ ১ — ১র —
এহিয়া। সু। তায়মাদা। য়ি। ত্নবা ২ ই। এহিয়া ২।
১র ২ ৪ ২র — ১র
অপশ্বানাং শ্না ৩ থী ৩। ষ্টা ২ ৩ ৪ না। ঐহা ২ ই। এহি
— র ১র ২ ৪ ২ ৫
য়া ২। সখায়োদাইর্ঘা ৩ জী ৩। হ্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই॥ (১)

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিক শততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় নবম বর্গের অন্তর্গত)।

৩২ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫
সখা ৩ ১। য়ো ৩ দী। ঘজি। হ্বা ৩ য়ম্। এহিয়া।

১ র র ২ ১ — ১র — ১
যো। ধারয়াপা। ব। কয়া ২। এহিয়া ২। পরিপ্র

২ ৪ ৫ ২র — ১র —
স্থান্দা ৩ তা ৩ ই। সূ ২ ৩ ৪ তাঃ। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২।

১ ২ ৪ ২ ৫ ৩২
ইন্দুরশ্বোনা ৩ কা ৩। স্বা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হাই। (২) ইন্দ, ৩ ১ঃ।

২ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ১ র
আ ৩ শো। নক্ক। স্থা ৩ য়ঃ। এহিয়া। তাম্। জুরোষমা।

২র ১ — ১র — র ১ ২ ৪
ভী। নরা ২ঃ। এহিয়া ২। সোমংবিশ্বাচী ৩ য়া ৩। ধা-

৫ ২র — ১র — র ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ য়া। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২। যজ্ঞায়সান্ত, ৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হাই (৩)॥

* * *

২র র ২ ১র র
২। (আজ্ঞীগবম্)। পুরোজিতীবো ১ ন্ধাসাঃ। সুতায়। মাদা

২ ১ — ১ র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ য়া। হুম্মা ২ ১ হু ২। শ্বুবেঅপশ্বানং শ্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ২ ২ — ১ ২ ১
সাখা ৩ উবা। য়ো ২ দী। ঘা ২ ৩ জো। হ্বিয়াম্। ঔ ২ ৩

৪ ৫ ২ র র র ২ ১র র র
হোবা। (১) সখায়োদীর্ঘজাহ ১ য়িহ্বায়াম্। যোধার। য়াপা-

২ ১ — ১ র ২ ১ ১২র৩২
২ ৩ বা। হুম্মা ২ ১ হু ২। কয়াপরিপ্রস্থন্দতেসুতা ১ঃ।

২ ২ ১ — ১ ২ ১ ২
আইন্দা ৩ উবা। আ ২ শো। না ২ ৩ কা। ভিয়া। ঔ ৩

৪ ৫ ২ র ২ ১ র
হোবা। (২) ইন্দুরখোনকাহ্ ১ র্যায়াঃ। তন্দুরো। যদা

২ — ১ র ২ ১র ২র৩২
২ ৩ ভৌ। হুম্মা ২ ই ১ ২। নরঃ সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়াহ্ ১।

২ ২ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
যাজ্ঞা ৩ উবা। যা ২ দা। ভু ২ ৩ বা। ভ্রয়া। ঔ ৩ হোবা।

৪
হোহ্ ৫ ই। ডা (৩)।

* * *

৪ ৩র ৪ ৫র র ৩২ ৪ ১
॥ (নানন্দম্)। পুরোজিতীবোঅ। ধদা ৩ঃ। সূ ২ ৩ ৪।

র ৫ র ৪ ৫ ৩ ৪ ৩র৪ ৫ ৩ ৫
তায়মাদদ্মি। স্তাবায়ি। অপশ্বানঙ্‌শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি।

৪ ৩র ৪ ৫ ৩ ৫ ১২ ১২ ১
অপশ্বানঙ্‌শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি। সাখায়োদী। ঘজো ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ৩৪র ৫র র ৩ ২
বা। হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (১) সথায়োদীর্ঘজি। হ্বিয়া ৩

১ র ৫ র ৪ ৫ ৩ ৪ ৩ ৪ ৫ র
ম্। ঘো ২ ৩ ৪। ধারয়াপাব। কায়া। পরিপ্রস্থন্দতে।

৩ ৫ ৪ ৩ ৪ ৫র ৩ ৫
সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি। পরিপ্রস্থন্দতে। সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
আয়িন্দ্রাশ্বাঃ। নকে। ২ ৩ ৪ বা। হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি। (২)

৩ ৪ ৩ ৪র ৫ ৩ ২ ১ র ৫ র
ইন্দুরখোনক্। ভিয়া ৩ঃ। তা ২ ৩ ৪ ম্। ভুয়োবমজো।

৪ ৫ ৩র ৪ ৩ ৪র ৫ র ৩ ৫ ৪র ৩র
নারাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। সোমবিশ্বা-

৪৫র ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ৫
চিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। যাজ্ঞায়াস। ভুবো ২ ৩ ৪

৫ ৪
য়া। ভ্রা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

৩ ৫ ১র ২১র ২র৩২ ২১র
য়ি। না২৩৪রাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১। যজ্ঞায়া২৩

২ ১ ২ ১
সা। ভুবত্রা২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ড (৩)॥

* * *

২ র ২র র ১ ২ ১ — A
৭॥ (উর্দ্ধেড়ত্বাষ্ট্রীসাম)॥ পুরোজিতীবোঅন্ধসাঃ। সুতা২য়মা২।

৩২ ৩ ৫ ১২১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
দয়া৩৪৫য়ি। ত্বা২৩৪বে। অপশ্বানঙ্শ্নথিষ্টনা২৩৪৫।

৩ র ২র ১ ২১ ২ ১ র ২র
সাখায়োদায়ি। ঘজিহ্বা২৩য়া৩৪৩ম্॥ (১) সখায়ো-

র ১ ২১ — ১ A ৩র ২ ৩
দীর্ঘজিহ্বিয়াম্। যোধা২রায়া২। পাবা৩৪৫। কা২৩৪

৫ ২ ২ ২৩২ ৩ ২১ ২১
য়া। পরিপ্রস্যন্দতেসুতা১ঃ। ইন্দুরশ্বাঃ। নক্কৃত্বা২৩

২ ১২১২র১ ২১ — ১র A
স্না৩৪৩ঃ। (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াঃ। তান্দ২রোষা২ম্।

৩২ ৩ ৫ ১র ২১র ২র ৩২
অত্তা৩৪৫য়ি। না২৩৪রাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১।

৩ র ২১২১ ২ ১
যজ্ঞায়ণাভুবত্রা২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ড। (৩)

* * *

২ র র র ২ র রS
৮। (মধুশ্চ্যুন্নিধনম্)। পুরোজিতীবোঅন্ধসা৩এ। সুতায়মা৩

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ — র
দায়িত্বা৩। হা৩হা। ও৩হোবা। আমিহী২। অপশ্বা-

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ —
নাঙ্৩শ্নাথিষ্টনা৩। হা৩হায়ি। ও৩হো৩বা। আমিহী২।

১ র র ২ ২ ২ S ২ ২ ১ —
সাথায়োদা ৩। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২।

১ A ৩ ৫র র ২ র র র
ঘজি। হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (১) সথায়োদীর্ঘ জিহ্বিয়া ৩

২. র র Sর ১ ২ ২ ২ S ২ ২
যে। যোধারয়া ৩ পাবকয়া ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ — ১ র ৩ ২ ২ ৪
আয়িহী ২। পরিপ্রস্থা ৩ ন্দান্তেসুতাঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ — ১ ২ ২ ২ ৫
হো ৩ বা। আয়িহী ২। আয়িন্দুরশ্বা ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩

২ ২ ১ ১ A ৩ ৫র র
হো ৩ বা। আয়িহী ২। নক্ব। হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥

২ র ৫ ২ র ১ র ২
(২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়া ৩ এ। তন্দুরোষা ৩ মাত্তীনরাঃ ৩ঃ।

২ ২ S S ২ ১ — র র S
হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২। গোমৎ বিশ্ব ৩

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ — ১ র ২
চায়াধিয়া ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। অয়াহী ২। বাজ্জায়সা

২ ২ S ৩ ২ ১ — ১ A ৩
৩। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২। ভূ৭া। ত্রা ২ য়া

৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। মধুশ্চযতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (৩) ॥

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১র
৯। (বজ্রাবজ্জীয়ম্) ॥ পুরোং ৫ জি। তা ৩ য়িবো ৩ অন্ধাসাঃ। সুতায়মা।

২ ১ ২ ২ ১ —১র ২ ১ ২ ২
দা ৩ য়ামিত্বা ৩ বে। অপা ২ খা। ন৮শ্না ২ ৩ খা। হৃস্মায়ি। উ ৩ না।

১ র র র A ৩ ২ ১ ২ ১র র র র
সাখাযোদীর্ঘজা ২ য়িহ্বিয়াউ ॥ (১) সাখা। যোদীর্ঘজিহ্বায়োধারয়া।

২২র ১ — ২ ২১র ২ ১২০
১১। (ঔদলম্)। পুরোজিতীবো। বোঅ২ন্ধসঃ। সুতায়মা৩। দায়িত্বা-

৫ ১২র১ ১ ২২র, ২ ১
২৩৪ বায়ি। অপশ্বানাম্। শ্নথা২য়িষ্টন। সথায়ো২৩দী৩। ঘা২৩

২ ২ ৫ ১২র ১ —
ঝা৩য়ি। হুবো৩৪৫য়ো৬হায়ি॥ (১) সথায়োদায়ি। যাজা২

১ ২র১র ২ ১২৩ ৩ ১২১ — ১
য়িস্থিরাম্। যোধারয়া৩। পাবকা২৩৪য়া। পরিপ্রস্বা। দাস্তা২য়িন্দুতাঃ।

২১২ ১ ৪ ২ ৫
ইন্দুরা২৩শ্বা৩ঃ। না২৩কা৩। ঘা৩৪৫য়ো৬হায়ি॥ (২)

১২১ — ১ ২১র২ ১২৪ ৩ ৫
ইন্দুরশ্বাঃ। নাকা২ষ্বি য়াঃ। তন্দয়োষা৩ম্। আতায়িমা২৩৪রাঃ।

১র২ ১ — ১ ২১র ২ ২ ৪
সোমংবিশ্বা। চায়া২ধিয়া। যজ্ঞায়া২৩সা৩। তু২৩ৰ্বা৩।

২ ৫
য়া৩৪৫য়ো৬হায়ি (৩)॥

১ ২১ ২র১ র২
১২। (ঐড়মায়াস্তম্)। আয়িপুরাঃ অায়িতায়ি। বো অন্ধসাঃ। সুতায়মা৩১।

২১ ২২ ১২ র র২ ২১
দয়িত্ববায়ি। আপশ্বানা৩১ম্। শ্নথিষ্টনা। সাখায়োদা১য়ি। ঘজিহ্বা

২ ১ ২১ ৩১ ২১ র২
২৩য়া৩৪৩ম্॥ (১) আয়িদথা। যোদায়ি। ঘজিহ্বিয়াম্। যোধারয়া

২র১ ২ ২১র ২
৩১। পাবকয়া। পারিপ্রস্বা৩১। দন্তেন্দুতাঃ। আয়িন্দুরশ্বা৩১ঃ।

২১ ২ ১১১ ১২ র২
নক্বা২৩য়া৩৪৩। (২) আইন্দুঃ। আশ্বো। নক্বিয়াঃ। তান্দুয়োষা

২১র ২ ২১র র ২
৩১ম্। অতীনয়াঃ। সোমংবিশ্বা৩১। চিয়াবিষা। যাজ্ঞায়সা৩১।

২১ ২ ১
তুবয়া২৩য়া৩৪৩ঃ। ত২৩৪৫য়ি। ডা (৩)॥

২র   র   ২   ১২১   ২১ —
১৩। (নিষেধম্)॥ পুরোজিতীবো ৩ অন্ধসাঃ। সুতায়মা। দয়িত্নবা ২ য়ি।

১২   ১২   ৪৫   ২A৩   ৫   ২১   ২
ইহা ৩। আপা ৩ খানাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। শ্নথিষ্টা ২ ৩ না।

১২   ১২   ৪৫   ২A৩   ৫   ৩২   ৪
ইহা ৩। সাখা ৩ য়োদাযি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। যজা ৩ য়িহ্বা ৫

২ররর   ২   র১২১   ২র১ —
য়া ৬ ৫ ৬ ম। (১) সখায়োদীর্ঘা ৩ জিহ্বিয়াম। যোধারয়া। পাবকয়া ২।

১২   ১২   ৪৫   ২A৩   ৫   ২র১   ২   ১২
ইহা ৩। পায়া ৩ য়িপ্রাপ্তা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। দক্ষেস্ ২ ৩ ভাঃ। ইহা ৩।

১   ২   ৪৫   ২A৩   ৫   ৩২   ৪
আয়িন্দ্ ৩ রাখাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। নকা ৩ র্ষা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ॥ (২)

২   র   ২   ১২র১   ২র২ —   ১২
ইন্দুরখোনা ৩ কৃত্তিয়াঃ। তম্নুয়োষাম্। অভীনয়া ২ঃ। ইহা ৩।

১২   ৪   ৫   ২A৩   ৫   ২র১   ১   ১২   ১২
সোমাক্তংবাযিখা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। চিয়াধা ২ ৩ য়া। ইহা ৩। যাজ্ঞা ৩

৪৫   ২A৩   ৫   ৩২   ৪   ৩১১১১
যাসা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভুবা ৩ ত্রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

১২১২   র৫র   ১২ —   ১র২র
১৪। (আনুপদাগ্রাখম্)॥ পুরাঃপুরাঃ। জিতীবো ৩ আন্ধা ১ সা ২ ঃ। সুতায়মা।

১২ —   ১ —   ৫ —১ —   ১
দয়াযিত্না ১ বা ২ য়ি। আপা ২ য়ি। আপা ২ খানা ২ ম্। শ্নথিষ্টা ২ ৩

২   ১ ২ র ২   ১   ৪   ২
না। সখায়ো ৩ দী ত। যা ২ ৩ আ ৩ বি। হ্বা ৬ ৪ ৫ যো ৬

৫   ১২ ১২   রর   ১   ২ —   ১র২র
হাযি॥ (১) সখাসখা। য়োদীর্ঘা ৩ আয়িহ্বো ১ য়া ২ ম। যোধারয়া।

র১২ —   ১ —   ১ —   ১র   ২   ১ ২
পাবাকা ১ য়া ২। পায়া ২ য়িপ্রাপ্তা ২। দক্ষেস্ ২ ৩ ভাঃ। ইন্দ্রা ৩

২   ১   ৪   ২A   ৫   ১২১২
খা ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। যা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হাযি॥ (২) ইন্দ্রমিন্দ্রঃ।

র　১ ২　=　১ ২র　১ ২　=　১ =
অগ্নোমা ৩ কাবা ১ য়া ২ঃ। ত্বান্নুয়োবম্। অত্যারিমা ১ য়া ২ঃ। সোমা ২ ৫

১　—　১র　১　১ ২　২　১　৪
বারিশা ২।　চিরাধা ২ ৩ যা।　বজ্জায়া ৩ দা ৩।　ভু ২ ৩ বা ৩।

২A　৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩　র　৪　২　৪ ৫
১৫॥ (বৈশ্বহবাযোকোনিধনম্)।　পুং ৫ রোজি।　ত্বা ৩ য়িবো ৩ অধ্বদাঃ।

১র　৭ ^ ৩　৫　১ ^ ৩　৫　২
সুত্বায়মা।　দয়া ২ রিত্বা ২ ৩ ৪ বায়ি।　অপা ২ ধা ২ ৩ ৪ নাম্।　য়া ৩

১ ২　২　১র২র　১　A ৩　৫র র
থায়িষ্টা ৩ না।　দাধায়োদীর্ঘং।　আয়ি। হুবা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

৩　র　৪　২　৪ ৫　২র　র A ৩
দাহ ৫ খায়ঃ।　দা ৩ য়ির্ধা ৩ জিহ্বেষাম্।　যোধায়ধা।　পাবা ২ কা ২ ৩ ৪

৫　৭ A ৩　৫　২　১ ২　২　১ ২১২র১
য়া।　পয়া ২ য়িপ্রা ২ ৩ ৪ ত্বা।　দা ৩ ত্বায়িদ ৩ ত্বাঃ।　আয়িন্দুয়খোন।

১　A ৩　৫র র　৩　৪ ২
কা।　ধা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২)　আহ ৫ য়িন্দুয়।　খো ৩ না ৩

৪ ৫ ১ র　৭ A ৩　৫　১র A ৩
কৃথিমাঃ। ত্বান্নুয়োবাম্।　অত্বা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ য়াঃ।　সোমা ২ ৫ বা ২ ৩ ৪

৫　২　১২　২　১র২　১　A ৩
য়িখা।　চা ৩ য়াধা ৩ য়া।　যাজ্ঞায়মন্ত।　আ।　ত্রা ২ য়া ২ ৩ ৪

৫র র　২　১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা।　ও ১ বা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (৩)॥

• • •

১র　—　র ১　— ১ —　১
১৬॥ (সোমসাম)॥ পুরোজিত্বা ২ য়িবোঅন্ধসাঃ। সুত্বা ২ য়ামা ২।　দয়িত্ববায়ি।

— ১ —　১　— ১ —　১
আপা ২ শানা ২ য়।　শ্নথিষ্টনা।　সাখা ২ য়োদা ২ য়ি।　র্বজিহ্বো ২ ৩

২A　১রর　—　১　— ১ —
য়া ৩ ৪ ৩ য়॥ (১)　দধায়োদা ২ য়ির্ধজিহ্বিয়াম্।　যোধা ২ য়ায়া ২।

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র২র র১ ২ ১ র র র র ২ ১
ঔহোবা। য়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥ (১) সখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়ম্। যোধারয়াপাবকা

২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ১ A ৩ ২
২ ৩ য়া। পরিপ্রস্যন্দতেস্ ২ ৩ তাঃ। ইন্দুরা ২ ৩ খা ৩ঃ। না ২ কৃথা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২১ ২র১ ২ ১ র ২ ১র
৩ ৪ ঔহোবা। য়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ (২) ইন্দুরত্যোনকৃত্বিয়াঃ। তন্দুরোষমভীনা

২ ১র র ১র ২ ১র ২ ১ A ৩ ২
২ ৩ রাঃ। সোমং বিশ্বচিয়াধিয়া ২ ৩ য়া। যজ্ঞায়া ২ ৩ না ৩। তূ ২। অত্রা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩)॥

* * *

২ ১র ৪র ৫ ২ ৩ ৫ ১ —১
২১॥ (আকূপারম্)॥ পুরোজা ২ ৩ ঔত্তীবঃ। অন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। সুতা ২ রমা।

২ ১ ২ ১ — ১ ২ র ১ ১
মরিত্তবায়ি। অপখানা ২ ম্। শ্নথিষ্টনা। সখায়োদী ২ ৩। যা ২ ৩

৪ ২ ৫ ২১র ৪র৫ ২ ৩
৪ভা ৩ য়ি। হ্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সখায়ো ৩ দীর্ঘ। জিহ্বা ২ ৩ ৪

৫ ১র —১ ২র ১ ২ ১ — র ১ ২
য়াম্। যোধা ২ রয়া। পাবকয়া। পরিপ্রাতা ২। দতেস্তুতাঃ। ইন্দু-

১ ১ ৪ ২ ৫ ২ ১৪র
রাখা ২ ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। ত্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দুরা ০

৫ ২ ৩ ৫ ১ — ১র ২ র ১ ২র
ত্যোন। কৃত্বা ২ ৩ ৪ য়াঃ। তন্দ্ ২ রোষাম্। অভীনরাঃ। সোমং-

১ — র ১ ২ র ১ ১ ৪
বায়িশ্বা ২। চিয়াধিয়া। যজ্ঞাবাপা ২ ৩। তূ ২ ৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৫ র ২ ৪র ৫র৪ ৫ ২ ১ ২ ১ A ৩ ২
২২॥ (সাঞ্জয়ম্)॥ পুরোজা ৩ য়িত্তীবোঅন্ধসাঃ। সুতায়মা ২। দয়া ৩ ৪ ৫ য়ি।

৩ ৫ ১ ২১র ২ A৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২A৩ ৫
ত্বা ২ ৩ ৪ বে। অপত্বাঞ্ছ্নথিষ্টনা ২ ৩৪ ৫। সাখাও ২ ৩ ৪ বা।

২ র১ ১ ৭ ৩২ ১ ৩ ৫ ১ ৩
ইন্দ্রখো ৩ নাক্রম্বায়া ২ ঃ । ইন্দু ৩ হোয়ি । অখো ২ ৩ ৪ হায়ি । না ২ ক্রা ২-

৫রর ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২র১ ২ ১ ২
৩ ৪ ঔহোবা । ম্বিয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ (২) ইন্দ্রখোনক্রম্বিয়ঃ । ভগ্নুহাউ ।

র র৫ ১ ২ ৩র২ ১ ৭ ৩ ৫
রো যা ৩ মাজী ১ নারা ২ ঃ । রোযা ৩ ৮ হোয়ি । অজা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ রাঃ ।

২র র৫ ১৭র ৩ ২ ১ ৭ ৩ ৫ ২
সোমংবিশ্বা ৩ চায়াধায়া ২ । বিশ্বা ৩ হোয়ি । চি য়া ২ ধা ২ ৩ ৪ য়া । যজ্ঞায়সা-

১ ৭ ৩ ২ ১ ৩ ৫ ১ ৩
৩ স্তুবস্রায়া ২ ঃ । যজ্ঞা ৩ হো য়ি । যশো ২ ৩ ৪ হা । তু ২ ধা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা । স্রয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥

* * *

২ র র র র ১
৩০ ॥ (ক্রৌঞ্চম্) ॥ সখায়োদায়ি । সখায়োদায়ি । ষজিহ্বিয়াম্ ।

র র ১ — র ১ ১ ১ — ১ ২
যোধারায়া ২ । পাবকয়া । পরিপ্রাস্যা ২ । ওন্দাভা ১

১ ২ ১ ২ ১
য়িসূভা ২ ঃ । ওইন্দুরা ২ ৩ শ্বাঃ । নাক্রম্বিয়ঃ । ইড়া ২ ৩

২ ১
ভা ৩ ৪ ৩ । ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ । ড় (২) ।

* * *

৪ ৩ ৪ ২
৩১ । (ককুবুত্তরংযজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্) । পুরোহ২ ৫ জি । তা ৩ য়িবো ৩

৪ ৫ ১ র ২ ১ ২ ২ ১ — ১র
অন্ধাগাঃ । সুতায়মা । দা ৩ য়ায়িত্বা ৩ বে । অপা ২ খা ।

২ ১ ২ ২ ১২ র র র
ন৮স্না ২ ৩ থা । হুম্মায়ি । ষ্টা ৩ না । সখায়ো । দীর্ঘজা ২

৩ ২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ২
য়িহ্বিয়াউ ॥ (১) ॥ যায়াঃ । ধারয়া । পা ৩ বা কা ৩ য়া ।